জয়েষ্ট ও কড়ি
কে. সি. মুখার্জী এণ্ড সন
২২ নির্মল চন্দ্র স্ট্রীট কলিকাতা-১২ ফোন: ২৪-১৫৪১

আনন্দ বাজার পত্রিকা
ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

৫০ বর্ষ, ১৯৪ সংখ্যা

শুক্রবার, ৭ আশ্বিন, ১৩৭৮ (২ আশ্বিন, ১৮৯৩ শক) Friday, Sept. 24, 1971

মূল্য—২২ পয়সা (22 Paise)

কেওহোড়
কনক
সেন্ট স্নো পাউডার

পশ্চিমবঙ্গের কিছু অফিসারের আনুগত্য যাচাই হচ্ছে

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপটেম্বর—স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন মহলের খবরে প্রকাশ, পশ্চিম বাংলা সরকারের কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসারের আনুগত্য নিয়ে এখন যাচাই করে দেখা হচ্ছে। এই সঙ্গে কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে আনুগত্যবিহীন কর্মী ও অফিসারদের বরখাস্ত করার বিষয়টিও বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে। পশ্চিম বাংলায় সম্প্রতি কয়েকজন পুলিশকে বরখাস্ত করায় পুলিশ বাহিনীতে সুফল দেখা দিয়েছে।

এই মহল জানান, আনুগত্যবিহীন সরকারী ও পুলিশ অফিসারদের বরখাস্ত করা চলতে থাকবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এটা মনে করা অকারণ নয় যে, সেক্রেটারিয়েট, পুলিশ ও জেল সারভিসে নিযুক্ত কর্মীদের অনেকের মধ্যেই আনুগত্যহীনতা রয়েছে।

এই মন্ত্রণালয়ের অভিমত হল, সরকারী কর্মীদের রাজনৈতিক প্রভাব-মুক্ত থাকতে হবে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মনে করেন যে, কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গে আশানুরূপ না হলেও অপরাধজনিত ঘটনা কিছু কমেছে। কয়েক মাস আগেও কলকাতা পুলিশের অবস্থা খুব খারাপ ছিল এবং তাদের মধ্যে নৈতিক বলের অভাব দেখা দিয়েছিল। কিন্তু এখন তাঁদের মধ্যে সাহসের সঞ্চার হয়েছে এবং তাঁরা আরও সক্রিয় হয়েছেন।

পুজোর পর অন্তত ৬০ জন গেজেটেড অফিসার বরখাস্ত হতে পারেন

কলকাতার স্টাফ রিপোর্টার জানান : পুজোর ছুটির পর রাজ্যের অন্তত চারজন আই এ এস, ৬ জন আই পি এস সহ প্রায় ৬০ জন গেজেটেড অফিসারকে বরখাস্ত করা হতে পারে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়।

সম্প্রতি রাজ্যের তদারকি কমিশন ১৯৭০-৭১ সালের যে চূড়ান্ত রিপোর্ট দিয়েছেন, রাজ্যপাল ওই সুপারিশ কার্যকর করতে চান। রাজ্যপাল ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে মুখ্য সচিবের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা করেছেন। অবশ্য এই সব ক্ষেত্রে ৩১১(বি) ধারা প্রয়োগ করার কোন প্রশ্ন নেই।

এবারের তালিকায় চীফ ইনজি-নিয়ারের পদমর্যাদাসম্পন্ন দুজন প্রথম শ্রেণীর ইনজিনিয়ার ছাড়া প্রায় ২৫ জন ডাক্তার আছেন।

রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াস আগেই ঘোষণা করেছেন, যে সব অফিসারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে এবং তদারকি কমিশন বিভাগীয় ব্যবস্থার সুপারিশ করেছেন তাঁদের সম্পর্কে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নিয়ে প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে।

মুখ্য সচিব শ্রীসেনগুপ্ত ওই সম্পর্কে রিপোর্ট চেয়ে যে সারকুলার দিয়েছিলেন, গত দু'তিন দিনের মধ্যে একাধিক বিভাগ থেকে তাঁদের সুপারিশ মুখ্য সচিবকে দেওয়া হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র বিভাগের একজন মুখপাত্র বলেন, বিভাগীয় রিপোর্টগুলি বাছাই করে পুজোর ছুটির মধ্যে রাজ্যপালকে দেওয়া হবে। রাজ্যপাল নিজে প্রতিটি 'কেস' খুঁটিয়ে দেখে যথারীতি সিদ্ধান্ত নেবেন।

ওই সূত্র থেকে বলা হয়, ওই আই এ এস, আই পি এস, এবং ৫৫ জন গেজেটেড অফিসার ও প্রায় ২০০ জন গেজেটেড অফিসারের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ পাওয়া গিয়েছিল তদন্তে তা প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তবে ছাটাই-এর আগে তাঁকে 'কেন ছাটাই' করা হবে না (তাঁর বিরুদ্ধে সব অভিযোগ তাঁকে জানিয়ে) তার কারণ দর্শাতে সাত দিনের সময় দেওয়া হতে পারে। সব কিছু নির্ভর করে রাজ্যপালের সিদ্ধান্তের উপর।

আরও একজন সরকারী কর্মচারী বরখাস্ত

স্টাফ রিপোর্টার

বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকার আরও একজন সরকারী কর্মচারীর উপর বরখাস্তের আদেশ জারি করেছেন।

কো-অরডিনেশন কমিটি এক বিবৃতিতে এই খবর দিয়ে বলেছেন ওই কর্মী তাঁদের একজন বিশিষ্ট সংগঠক। এবং পশ্চিমবঙ্গ সেকরেটারিয়েট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীনিতাই হরি কর মজুমদার। অবশ্য শ্রীকর মজুমদার সন্ধ্যা পর্যন্ত ওই আদেশ হাতে পাননি।

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ তাঁর বিবৃতিতে আরও বলেছেন এই নিয়ে তাঁদের মোট ১৩জন প্রথম সারির কর্মীকে বরখাস্ত করা হল। তিনি এর প্রতিবাদ করেছেন। লড়াইয়ের শক্ত বুনিয়াদ গড়ার জন্য একদিনের বেতন দিয়ে 'জরুরী তহবিল' পূর্ণ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

কর্মবিরতির পর মহাকরণে স্বাভাবিক অবস্থা

এদিকে কর্মীদের দশ দিন কর্ম বিরতির পর বৃহস্পতিবার মহাকরণের অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসে। কর্ম-চারীরা পুরা সময়ই অফিসে ছিলেন। স্লোগানও শোনা যায়নি।

অর্থ দফতরের এক মুখপাত্র বলেন শুক্র এবং শনিবার সরকারী কর্মচারী-দের সেপটেম্বরের বেতন দেওয়া হবে। বেতন বিল সংক্রান্ত সমস্ত কাজই সম্পূর্ণ হয়েছে। কর্মবিরতির জন্য এমাসে বেতন কাটা হচ্ছে না। অকটো-বরে কাটা হবে।

শনিবার অফিস হয়েই পুজোর ছুটি শুরু হচ্ছে। খুলবে লক্ষ্মী পুজোর পর। কিন্তু বৃহস্পতিবার থেকেই যেন রাইটারসে ছুটির হাওয়া লেগেছে। সচিব এবং অফিসারদের কেউ কেউ রাজ্যপালের সঙ্গে উত্তরবঙ্গে। শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ও বাইরে।

পঞ্চম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

লবণ হ্রদের শরণার্থী শিবিরেও মা আসছেন, আসছেন চারদিনের 'শরণার্থী' হয়ে। হোক আনন্দ ক্ষণস্থায়ী, তবু বাংলাদেশের শিশুদের মুখে হাসি ফুটেছে। —নিজস্ব-চিত্র

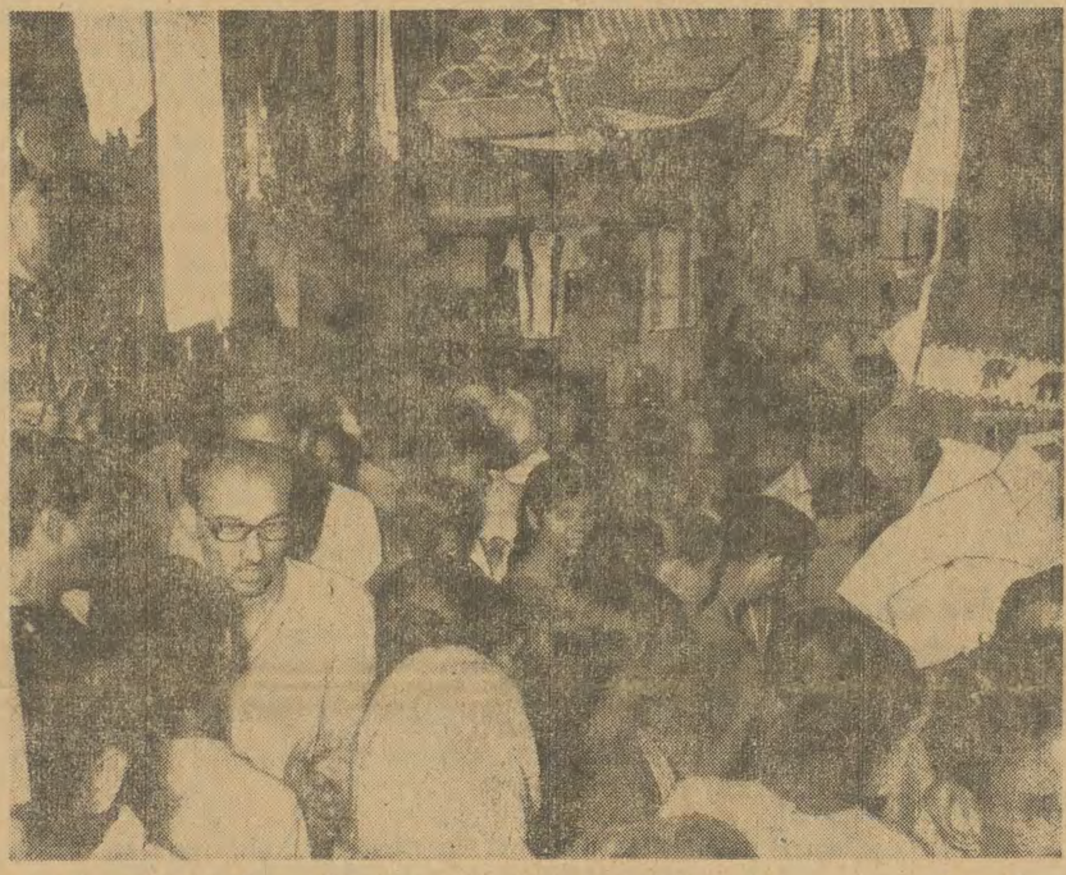

পুজোর কেনাকাটার শেষ ভিড়—হাতিবাগান বাজারে ফুটপাত, বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যা। —নিজস্ব-চিত্র

এবার কলকাতায় সার্বজনীন পুজো ২৬টি কম

স্টাফ রিপোর্টার

এবার কলকাতায় সার্বজনীন দুর্গাপুজোর সংখ্যা গতবারের (১৯৭০) তুলনায় ২৬টি কমে গেছে বলে কলকাতা পুলিশসূত্রে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা যায়। দক্ষিণ কলকাতাতেই এবার ২৭টি সার্বজনীন পুজো কমে গেছে। এবার কলকাতায় ৭৯৮টি পুজো হবে। গতবার (১৯৭০) পুজোর সংখ্যা ছিল ৮২৪। উত্তর কলকাতায় ২০৯টি পুজো হবে। গতবারেও ওখানে পুজোর সংখ্যা একই ছিল। মধ্য কলকাতায় এবার একটি পুজো কমে ৯৮-এ দাঁড়িয়েছে। দক্ষিণ কলকাতায় এবার পুজোর সংখ্যা ২৭৬টি। পূর্ব কলকাতায় এবার একটি পুজো বেড়ে ১৮৭টিতে দাঁড়িয়েছে। বন্দর পুলিশ এলাকাতেও এবার একটি পুজো বেড়ে ২৮টিতে দাঁড়িয়েছে বলে কলকাতা পুলিশের এক মুখপাত্র জানান।

পুজোয় অতিরিক্ত পুলিশ

আসন্ন পুজোয় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং ভিড় ও যানবাহন নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কলকাতা পুলিশ ২৬ থেকে ২৯ সেপটেম্বর পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন এলাকায় সাদা-পোষাকে ও অস্ত্রশস্ত্রসহ প্রায় ৩০০০ পুলিশ অফিসার ও কনসটেবল মোতায়েন করবেন। এ ছাড়া হোমগারড ও স্পেশ্যাল পুলিশ কর্মচারীরাও পুলিশের কাজে সহযোগিতা করবেন। কলকাতার নামকরা ১৪টি সার্বজনীন পুজো মণ্ডপের কাছে পুলিশ ক্যাম্প খোলা হবে বলে পুলিশের এক মুখপাত্র জানান। জোর করে যাতে চাঁদা আদায় করা না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখার জন্য পুলিশের

পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

দুর্গাপ্রতিমা এবার আমেরিকায়ও পাড়ি দিয়েছেন

স্টাফ রিপোর্টার

এবার কুমারটুলির দুর্গাপ্রতিমা বিমানে আমেরিকায় গিয়েছে। প্রতিমার দাম পড়েছে ছয় হাজার টাকা। আর পাঠাতে বিমান ভাড়া লেগেছে আঠারো হাজার টাকা। আমেরিকায় এবং ফ্রানসে এবারই প্রথম কুমারটুলি থেকে দুর্গা-প্রতিমা গেল।

অন্যান্যবারের মত এবারও লনডনে এবং পশ্চিম জারমানিতে প্রতিমা গিয়েছে। গিয়েছে কাঠমানডুতে।

পঞ্চম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে দ্রষ্টব্য

দক্ষ ও নিরপেক্ষ প্রশাসন পরিচালনা করুন

— উত্তরবঙ্গে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপটেম্বর—রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াস আজ এখানে উত্তরবঙ্গ বিভাগের কমিশনার এবং ওই বিভাগের বিভিন্ন জেলার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের দক্ষ ও নিরপেক্ষ প্রশাসন পরিচালনার এবং দ্রুত আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি সাধনের জন্য আরও বেশী সতর্ক হতে বলেন। শরণার্থী শিবিরে যাতে কেউ কোন-রকমের রাজনৈতিক কার্যকলাপের উসকানি না দিতে পারে এজন্য সকলকে তিনি কড়া নজর রাখতে বলেছেন।

এদিন বিকালে ব্যাংডুবি বংলোয় রাজ্যপাল বিভাগীয় কমিশনার এবং দারজিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহের জেলা-শাসক ও এস পি-দের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে আলোচনা চলে। বিভিন্ন জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে বৈঠকে যেসব রিপোরট পেশ করা হয় সেগুলি নিয়ে মত বিনিময় হয়। উত্তর-বঙ্গ বিভাগের আইন-শৃঙ্খলা পরি-স্থিতি মোটামুটি উন্নতির দিকে বলে রাজ্যপাল মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেছেন, জেলাশাসকরাই এখন জেলা প্রশাসনের মেরুদণ্ড। কাজেই তিনি জেলার সমস্ত অফিসারদের জেলা-শাসকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রেখে চলার পরামর্শ দেন।

ওই বিভাগের জেলাগুলিতে পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য রাজ্য-পালকে অনুরোধ জানানো হয়। তিনি বিষয়টি ভেবে দেখা হচ্ছে বলে জানান। বৈঠকে বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থী প্রসঙ্গও ওঠে। রাজ্যপাল জানান : ওই বিভাগে ৩৬টি ত্রাণশিবির রয়েছে। তার দুই-তৃতীয়াংশের ভার কেন্দ্র নিচ্ছেন। বন্যাদুর্গতদের দুর্দশা মোচনের কাজে গুরুত্ব দিয়ে রাজ্যপাল সকলকে প্রাণপণ চেষ্টার জন্য বলেছেন। আগামীকাল আবার বৈঠক বসছে।

এদিনের বৈঠকে কলকাতা থেকে আগত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরের পদস্থ সমস্ত অফিসার উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীসিদ্ধার্থ রায়ও উত্তরবঙ্গে

পশ্চিমবঙ্গ বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় আজ এখানে এসে পৌঁচেছেন। তিনি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ঘুরে দেখবেন। ৩০ সেপটেম্বর তাঁর কলকাতা ফেরার কথা।

বাল্মীকি জয়ন্তী পালনের প্রস্তাব

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপটেম্বর—ভারতীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি শ্রী জি শংকর কুরূপ এম পি প্রস্তাব করেছেন যে, আদিকবি বাল্মীকির জন্মদিন ৪ অকটোবর 'কবি দিবস' হিসাবে পালিত হোক। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলি ওইদিন কবি-সম্মেলন এবং কাব্য-আলোচনার আয়োজন করুন। শ্রীকুরূপ প্রসঙ্গত স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, বাল্মীকিই মানবিকতাবাদের প্রথম প্রবক্তা। মানুষ ও মানব-জীবনের গৌরবের প্রথম উদ্গাতা। শ্রীরামচন্দ্রকে আদিকবি মানুষ হিসাবেই চিত্রণ করে গিয়েছেন। —ইউ এন আই

বন্ধ কারখানা খোলা নিয়ে আইনের খসড়া দিল্লি পাঠানো হয়েছে

স্টাফ রিপোরটার

'দায়মুক্ত'ভাবে রাজ্যের বন্ধ কল-কারখানাগুলির ভার নেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে একটি আইনের খসড়া পাঠিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকারের এক মুখপাত্র বলেন, খসড়াটি মাস-চারেক আগেই দিল্লি পাঠানো হয়েছে।

নির্দিষ্ট অঞ্চলে জরুরী অবস্থা ঘোষণার প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রী ভাবছেন

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপটেম্বর—বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়েছে, দেশের যে-কোন অংশে জরুরী অবস্থা ঘোষণার জন্য সরকারকে ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাবটি প্রধানমন্ত্রী ভেবে দেখছেন।

সংসদের আগামী অধিবেশনের সময় (অধিবেশন বসছে নবেম্বরে) সংসদে বিভিন্ন দলের নেতাদের সঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এই প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা হবে। এ ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়ার ভার প্রধানমন্ত্রীর ওপর। কারণ স্বরাষ্ট্র দফতরটি তাঁর হাতে।

সংবিধানের ৩৫২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে সারা দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে—দেওয়া হয়নি কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা। সুতরাং সরকারকে এই ক্ষমতা পেতে হলে সংবিধান সংশোধন করা দরকার।

সংসদে এখন সরকারের যেরকম গরিষ্ঠতা, তাতে যে-কোন সময়ে সংবিধান সংশোধন করা সম্ভব।

ওপর মহল থেকে আজ এখানে বলা হয়েছে, পশ্চিমবাংলা সহ পূর্ব ভারতের বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে এই প্রস্তাবের কোন সম্পর্ক নেই। বলা হয়েছে, ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান যখন গুজরাটের কচ্ছ আক্রমণ করে, সে সময় সরকারের হাতে যদি প্রয়োজনীয় ক্ষমতা থাকত, তাহলে সরকার ওই এলাকায় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারতেন।

প্রধানমন্ত্রী সম্ভবত এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীদের মতামতও বিবেচনা করে দেখবেন।

আর একজন বাঙ্গালী কর্মীর বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপটেম্বর—এখানে পাকিস্তান হাই কমিশনের আর একজন বাঙালী কর্মচারী শ্রী এস এম নুরুল হুদা (২৭) আজ হাই কমিশন ত্যাগ করে এসে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি তাঁর আনুগত্য ঘোষণা করেন।

শ্রীহুদা ১৯৬৯ সালের এপ্রিলে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র বিভাগে যোগ দেন। ওই বছর আগসটে তাঁকে দিল্লিতে পাঠানো হয়। তাঁকে নিয়ে এ পর্যন্ত দিল্লির পাক হাই কমিশনের ৬জন কর্মী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য জানালেন। এঁদের মধ্যে ২জন কূট-নীতিক।

২জন কূটনীতিকসহ ২০জন বাঙালী কর্মী এখনও স্থানীয় হাই-কমিশনে কাজ করছেন।

শ্রীহুদা আজ হাইকমিশন ভবন থেকে বেরিয়ে এসে একটি ট্যাকসি নিয়ে সোজা বাংলাদেশ মিশনে চলে আসেন।

আহত পুলিশ অফিসারের পালটা গুলিতে ৩ জনের মৃত্যু

আসানসোল, ২৩ সেপটেম্বর—আজ রাত্রে কাম্নুরিয়া বাজারে একজন পুলিশ সাব ইনসপেকটর শ্রীবীরেন দত্ত একদল লোকের হাতে আক্রান্ত হন। তাঁকে ছোড়া মারা হয় ও গুলি করা হয়। কিন্তু শ্রীদত্ত গুরুতর আহত অবস্থাতেই পালটা গুলি চালান। ফলে তিনজন আততায়ী ঘটনাস্থলেই মারা যায়।

দুজনকে স্থানীয় লোকজন তাড়া করে ধরে ফেলে। বাকিরা পালায়।

শ্রীদত্তকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। —পি টি আই

শরণার্থী শিবিরগুলিতে বিদেশী চরদের ভারত-বিরোধী প্রচারকার্য

স্টাফ রিপোর্টার

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ে শরণার্থী শিবিরগুলিতে ব্যাপক ভারত-বিরোধী প্রচার সম্পর্কে কেন্দ্র উদ্বিগ্ন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগ ওই অপপ্রচার বন্ধের প্রয়োজনে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আইন ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলিকে এক 'জরুরী' নির্দেশ দিয়েছেন।

ওই অভিযোগ সম্পর্কে বৃহস্পতিবার কলকাতায় সরকারীসূত্রে জানা যায়, কোন কোন বিদেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের হয়ে ভারতীয়দের মাধ্যমেই এই অপ-প্রচার চালাচ্ছে যে, শরণার্থীদের এই দুর্দশার জন্য ভারত ও আওয়ামী লীগ দায়ী। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের কাছে এমন সব তথ্য এসেছে যে, কয়েকটি সেবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ওই বিদেশী চরের সংস্থাগুলি প্রচুর অর্থ খরচ করে চলেছে। এরা গোপনে শরণার্থীদের নিয়ে 'ক্লাস' করছে। তাঁদের প্রচুর অর্থের প্রলোভন দেখানো হচ্ছে। কোন কোন শিবিরে

পঞ্চম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে দ্রষ্টব্য

সব জায়গায় রূপসী চিত্রতারকারা বিশুদ্ধ,কোমল লাক্স সম্বন্ধে কি বলছেন শুনেছেন?

শুনুন, চিত্রতারকা মমতাজ কি বলেন:-

"লাক্স আমার রঙরূপের তারুণ্য বজায় রাখে"

আপনিওতো কারো চিত্রতারকা,
—লাক্সকে দিন ভার আপনার রঙরূপ অপরূপ রাখার

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

LTS. 278-141 BG

আনন্দ বাজার পত্রিকা

(বিমান মাশুল অতিরিক্ত)
আসাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা ও উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৪ পয়সা
জামসেদপুর ও রাঁচি " " ২ পয়সা

Tele : ANANDRABAZAR, Cal
Phone : 23-2283 (Seven Lines)
23-3541 (Five Lines)
POST BOX NO. 2536 G.P.O.

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ হইতে পরিবর্তিত চাঁদার হার :—

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
কলিকাতা	৭৭.০০ টাকা	৩৯.০০ টাকা	২০.০০ টাকা
সডাক			
ভারতে	৯৫.০০ টাকা	৪৮.০০ টাকা	২৪.৫০ পয়সা
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	১৮৫.০০ টাকা	৯৩.০০ টাকা	৪৭.০০ টাকা
বিমান ডাকে			
এশিয়ায়	১১৮.০০ টাকা	৬০.০০ টাকা	৩১.০০ টাকা
অন্যান্য স্থানে	২৫৯.০০ টাকা	১৩০.০০ টাকা	৬৫.৫০ পয়সা
রবিবাসরীয় সংস্করণ			
ভারতে	১৪.০০ টাকা	৭.৫০ টাকা	xxxx
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	২৯.০০ টাকা	১৫.০০ টাকা	xxxx

অন্যান্য চাঁদার হারের জন্য যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়।

কর্মখালি

মাসিক পত্রিকার জন্য প্রুফ দেখা সিনেমা ও সাহিত্য সম্বন্ধে লিখতে, অনুবাদ করতে সক্ষম পুরুষ মহিলা পূর্ণ সময়ের জন্য চাই। পূর্ব অভিজ্ঞতা সহ প্রত্যাশিত বেতন উল্লেখ করে লিখুন। বক্স নং ৪৬৪, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৭৭৬)

শিক্ষক-শিক্ষিকা

গ্র্যাজুয়েট মহিলারা স্বল্পবেতনে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এবং নবম—একাদশ শ্রেণীর বিশিষ্ট বিষয় পড়াইব। মঞ্জুশ্রী দে, ৭০/বি, এস এন ব্যানার্জী রোড, কলি-১৪। (সি ১৬১৫)

কর্মপ্রার্থী

অভিজ্ঞ অধ্যাপক (অঙ্ক), স্কুঃ ফাঃ, হাঃ সেঃ, বি এস-সি ও অনার্স (অঙ্ক) ছাত্রদের পড়াবেন। বক্স নং ৩৮৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ১৭২১)

হারানো প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ

জয় বাংলার মেয়ে (৮) বসিরহাট স্টেশন হইতে নিখোঁজ। পরনে হলুদ ফ্রক শ্যামবর্ণ। কেহ পাইলে বসিরহাট থানায় পৌঁছাইয়া দিলে কৃতজ্ঞ থাকিব। —নিতাই মণ্ডল। (সি ১৭৫২)

গত ২৩শে আগস্ট বড়বাজার-হাওড়া স্টেশনের মাঝে 'বাসে' কোন বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের চাঁদার রসিদ বই (নং ১২৯৬১-১২৯৭০) হারিয়েছি। ফেরত দিলে বাধিত হব। শ্রী এ কে মিত্র, বি৪২।১, শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জি রোড, হাওড়া—৪। (সি ১৭৬৬)

পলিসি হারানো

লাইফ ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া

লাইফ ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া এর কলিকাতা ডিভিসনাল অফিস হইতে ইস্যু করা শ্রী আর কে সোমের এস ৩২১৮৫৬০৩ নম্বরযুক্ত জীবনবীমাপত্র হারাইয়া যাওয়ার নোটিস দেওয়ায়, এই তারিখ হইতে এক মাস মধ্যে আমাদের নিকট কোন আপত্তি পেশ করা না হইলে ডুপ্লিকেট পলিসি ইস্যু করা হইবে।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট
সিনিঃ ডিভিসনাল ম্যানেজার

কলিকাতা
তারিখ ২৪-৯-৭১ (সি ১৭৭৮)

ব্যক্তিগত

বন্দে ভাইং-এর ১৩এ রাসেল স্ট্রীটে অবস্থিত 'বারগেন কাউন্টার' আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর, '৭১ হইতে বন্ধ থাকিবে, এবং আগামী ৪ঠা অক্টোবর, '৭১ পুনরায় এই দোকান খুলিবে। শেষ দুই দিনের পূজা বাজারের জন্য এই দোকান সাড়ে ছয় ঘটিকা পর্যন্ত খোলা থাকিবে। বিশেষ আকর্ষণ:—রেডিমেড সার্ট এবং পাজামা স্যুটের উপর ২৫% ডিসকাউন্ট। (৪৫৮)

ম্যাক্সমুলার ভবন : শিল্পায়ন ও সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে সেমিনার : আজকের বিষয়—শ্রমিক মালিক সম্পর্ক : নিয়োগকর্তা, ট্রেড ইউনিয়ন ও রাষ্ট্র—বলবেন জার্মানির ডঃ থিও পার্কার ও লখনউ'এর ডঃ ভি ডি সিংহ—বেলা ১০টা থেকে বিকেল ৫টা। (২৮৮/৩)

তীর্থযাত্রা

নবতীর্থ স্পেশ্যাল পি-১৫, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস একসটেনশন, কলি-১২ ডি-লাক্স বাসে ২৫/৯ টাটা, রাঁচি, নেতারহাট, হাজারীবাগ ৪৫৲। ৮/১০ বেনারস, চুনার, বিন্ধ্যাচল, এলাহাবাদ, শাশারাম, গয়া, দেওঘর, তারাপীঠ ৯৫৲। ১৬/১০ ও ৩০/১০ টাটা, রাঁচি, নেতারহাট, হুড্রু, যোনা, ডিমনালেক ৩৫৲। ১৭/১০ কালীপূজায় তারাপীঠে রাত্রিবাস, তৎসহ বক্রেশ্বর, মাসানজোর, শান্তিনিকেতন ইত্যাদি ৩০৲। টুরিস্ট বাস ভাড়া পাবেন। ফোন: ৩৪-৭০৯৪ (সময় ১১—৫॥)। সুযোগ গ্রহণ করুন। (সি ১৬৭৭)

আজ রাত ৯টায় নেপাল যাত্রা। আর মাত্র দু'টি সীট আছে। ৭।১০, জয়রামবাটি, কামারপুকুর, বিষ্ণুপুর ১৩৲। লাক্সারী বাস ভাড়া পাবেন। সন্তীতীর্থ, ৫, কমার্শিয়াল বিল্ডিং (তিনতলা), ২২-৩৯২১। (সি ১৭৭৪)

কাশ্মীর ২৫৮৲/পূর্ণ দাম
ইলা ভৌমিকের গান সহ ৫/১০। কাশ্মীর, অমৃতসর, হরিদ্বার, বেনারস ৩৩০৲। মাসে উত্তর ভারত ২৯৮৲। পথিক, ১১১/১, বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, বহুবাজার, কলিকাতা-১২। ৩৫-৬৫৯৭। (বি ও ১৮০০)

শোক সংবাদ

গত শুক্রবার ১৭ই সেপ্টেম্বর আমাদের পরমারাধ্য পিতৃদেব শ্রীশশধর ভট্টাচার্য, তর্কতীর্থ, মহাশয় (পূর্ব নিবাস জিলা শ্রীহট্ট, গ্রাম জানাইয়া) ৮৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। —হতভাগ্য পুত্রগণ—সুধাংশু, শান্তি, সমীরণ। (সি ১৬৭০)

ব্যবসা-বাণিজ্য

দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য গ্রহরত্নসমূহ
মূল্যতালিকা পাঠান হয়। জেমস স্টোর্স প্রাইভেট লিঃ। চুনি, পান্না, মুক্তা, প্রবাল, গোমেদ রক্তমুখী নীলা, ক্যাটস আই, হীরা, পোখরাজ। ১১২নং মনোহরদাস স্ট্রীট, কলিঃ-৭। ফোন ৩৩-৫১৪০। (৮৬৪২এ)

ঔষধ ও চিকিৎসা

বিবাহের পূর্বে অথবা পরে কোনো প্রকার দুর্বলতা অথবা জটিল ব্যাধি অনুভব করিলে এবং পরিবার পরিকল্পনায় বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎ করুন। স্পেশাল ক্লিনিক। ১২৫, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ-৭। ফোন: ৩৪-৩৮৫৮। (৮৭৯৩ এ)

জীবজন্তু

মুরগীর ১ দিনের বাচ্চা পিওরব্রীড ও হাইব্রীড কিনুন। সিলভার এগ পোল্ট্রী ফার্ম, কালীঘাট, কলি-২৬। ফোন: ৪৭-০৫১৯। (সি ১৪০৮)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটী কলেজ

৫নং এলগিন রোড, কলিকাতা-২০।

সম্পূর্ণ আলাদাভাবে আলাদা বিল্ডিং-এ মেয়েদের বিভাগ প্রথম খোলা হল। নেতাজী ভবনের কাছে এলগিন রোডের উপর অবস্থিত বিশাল নিজস্ব আধুনিক কলেজগৃহ। শান্ত পরিবেশ। ব্যক্তিগত কোচিং এবং টিউটোরিয়ালের সুবন্দোবস্ত আছে। বিরাট লাইব্রেরীর সুবিধা। অনার্স আছে। গত বছরের বি এ পাশের হার ৮০%। ভর্তি চলছে। মেধাবী ছাত্রীদের বৃত্তি ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা দেওয়া হয়। সত্বর যোগাযোগ করুন। আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট। (৩২০ এ)

মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয়

—সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড—
(মণিরামপুর, পোঃ ব্যারাকপুর, ২৪-পরগণা)
(শেওড়াফুলির অপরদিকে গঙ্গাতীরে অবস্থিত)

শ্রীগুরু ভোলানন্দ আশ্রম পরিচালিত আদর্শ ডিগ্রী কলেজ। অভিজ্ঞ অধ্যাপকদের তত্ত্বাবধানে দিবা বিভাগে বি এ, বি এস-সি, পি ইউ (কলা ও বিজ্ঞান) পাঠের ব্যবস্থা আছে এবং সান্ধ্য বিভাগে বি এস-সি পড়িবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা বেতনে বা অর্ধ-বেতনে পড়িবার সুযোগ দেওয়া হয়। বি এস-সি ক্লাশে আসন সংখ্যা সীমিত। পূজার অব্যবহিত পরেই ৭ই অক্টোবর হইতে ভর্তি আরম্ভ হইবে। —অধ্যক্ষ।
বিঃ দ্রঃ—দিবা বিভাগে গণিতে এবং ইংরাজীতে অনার্স ও সান্ধ্য বিভাগে বাণিজ্য শাখা খুলিবার চেষ্টা চলিতেছে। (৩২৬)

রামমোহন কলেজ

১০২/১ রাজা রামমোহন সরণি
কলিকাতা-৯

১ম বার্ষিক বি এ এবং বি এস-সি (পাস ও অনার্স) এবং বি-কম ক্লাসে ভর্তি চলিতেছে। ভর্তির জন্য ৫ অক্টোবর, ১৯৭১ তারিখ হইতে সকল কাজের দিন সকাল ৭-৩০টা হইতে বেলা ১০-৩০টা পর্যন্ত কলেজ খোলা থাকিবে। —প্রিন্সিপ্যাল। (৩৫৫)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

প্রতাপচন্দ্র মেমোরিয়াল হোমিওপ্যাথিক হসপিটাল ও কলেজ

১৪/১, নারিকেলডাঙ্গা নর্থ রোড, কলিকাতা-১১
(মাণিকতলা হইতে ১৪ ও ৪৬ নং বাস-রুটে, নর্থ রোড স্টপেজ)

পশ্চিমবঙ্গ কাউন্সিল অব হোমিও মেডিসিন কর্তৃক অনুমোদিত। স্কুল ফাইনাল, হায়ার সেকেন্ডারী পাশ ছাত্র-ছাত্রীদের দিবা ও সান্ধ্য বিভাগে ডি এম এস কোর্সে ভর্তি চলিতেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক হোস্টেলের ব্যবস্থা আছে। প্রসপেক্টাস ৬০ পয়সা মনি-অর্ডার যোগে পাওয়া যাইবে। (সি ১৭৫৭)

দেশবন্ধু মহিলা কলেজ

৫৮এ সদানন্দ রোড, কলি-২৬

প্রি-ইউ ও ডিগ্রী ক্লাশে ভর্তি চলছে। ২৫-৯-৭১ থেকে ৫-১০-৭১ পর্যন্ত বন্ধ। ৬ই অক্টোবর থেকে আবার ভর্তি চলবে। সময়—সকাল ৮টা থেকে ১০টা। (৩১৫)

বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ

বৃত্তি প্রদান সম্পর্কে

রিসার্চ ট্রেনিং স্কলারশিপস স্কীম অনুযায়ী ভারত সরকার কর্তৃক নিম্ন-বর্ণিত বৃত্তিসমূহ (বি ই কলেজে প্রদেয়) প্রদানের জন্য প্রিন্সিপাল বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, পোঃ অঃ বোটানিক গার্ডেন, হাওড়া-৩, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক ভারতীয় নাগরিকদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে। (ক) ফিজিক্স (বৃত্তির সংখ্যা—দুইটি)। অত্যাবশ্যক যোগ্যতা : ফিজিক্সে দ্বিতীয় শ্রেণীর এম এস-সি অথবা রেডিও ফিজিক্স ও ইলেকট্রনিকস অথবা অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্সে দ্বিতীয় শ্রেণীর এম এস-সি (টেক)। বাঞ্ছনীয় : ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট হ্যান্ডলিং-এ অভিজ্ঞতা। (খ) কেমিস্ট্রি (বৃত্তির সংখ্যা—চারিটি)। অত্যাবশ্যক যোগ্যতা: কেমিস্ট্রিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর এম এস-সি। বাঞ্ছনীয় : প্রার্থিগণের নিম্নোক্ত যে কোন বিষয়ে গবেষণার প্রবণতা থাকা চাই:—(১) কোলোয়ডস এর ইলেকট্রো কেমিক্যাল প্রপার্টিজ। (২) সিন্থেটিক অর্গানিক কেমিস্ট্রি। (৩) ন্যাচারাল প্রডাক্টস এবং (৪) ফিশার ট্রপসক সিন্থেসিস। (গ) ম্যাথেম্যাটিকস (বৃত্তির সংখ্যা—একটি)। অত্যাবশ্যক যোগ্যতা : ম্যাথেম্যাটিকস-এ দ্বিতীয় শ্রেণীর এম এস-সি। বাঞ্ছনীয় : ম্যাথেম্যাটিকস-এর যে কোন শাখায় গবেষণার অভিজ্ঞতা। রিসার্চ ওয়ার্কারগণকে এই বিষয়গুলি যেমন জিয়ো-ফিজিক্স, ইলাস্টিসিটি এবং ইলাস্টো-ডাইনামিক্স, থিয়োরোটিক্যাল সিজমোলোজি, এনালিটিক্যাল মেথড অব অ্যাপ্লায়েড ম্যাথেমেটিকস ইত্যাদিতে গবেষণা চালাইয়া যাওয়ার প্রয়োজন হইবে। প্রত্যেকটি বৃত্তির পরিমাণ মাসিক ২৫০ টাকা (নির্ধারিত) এবং সন্তোষজনক উন্নতির ভিত্তিতে তিন বৎসরকাল প্রদেয়। রিসার্চ ওয়ার্কারগণকে ছয় মাস অবেক্ষাধীন অবস্থার কাল সম্পূর্ণ হওয়ার পরই কেবল পাকা বহাল করা হইবে। একটি বন্ড সম্পাদনের পর পুরা-সময়ের ভিত্তিতে নিয়োগ করা হইবে। রিসার্চ ওয়ার্কারগণকে রিসার্চ ওয়ার্কের পুরা কাল সমাপ্ত করিতে হইবে। বৈধ কারণ ব্যতীত এবং ভারত সরকারের পূর্ব-অনুমতি ছাড়া কোন স্কলার পুরা সময় শেষ হওয়ার পূর্বে গবেষণা কার্য বন্ধ করিয়া দিলে তৎকর্তৃক গৃহীত সমগ্র পরিমাণ অর্থ ফেরত দিতে তাঁহাকে বাধ্য থাকিতে হইবে। (ক) নাম (বড় হাতের হরফে), (খ) বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, (গ) পিতার নাম ও ঠিকানা, (ঘ) ১ অক্টোবর, ১৯৭১ তারিখে বয়স, (ঙ) যোগ্যতা (উত্তীর্ণ প্রত্যেক পরীক্ষার বিশদ বিবরণ), (চ) গবেষণা ও অন্যান্য অভিজ্ঞতা (যদি কিছু থাকে), (ছ) যে বিষয়ে গবেষণা কাজ হাতে লওয়া হইবে এবং (জ) অন্যান্য তথ্য (যদি কিছু থাকে) উল্লিখিত সাধারণ কাগজে দরখাস্ত প্রিন্সিপাল, বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, হাওড়া-৩, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক ২৫ অক্টোবর, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত গৃহীত হইবে। (৪০১)
৩৭২৬(৩) আই পি আর/এ/৭১

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বিহারীলাল কলেজ অব হোম এ্যান্ড সোস্যাল সায়ান্স
হেস্টিংস হাউস, আলিপুর, কলিকাতা-২৭

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ৫ই অক্টোবর '৭১ বেলা ১১টা হইতে ২টা পর্যন্ত (১) প্রি-ইউনিভার্সিটি এবং (২) প্রথম বার্ষিক বি এ/বি এস-সি ক্লাশে ভর্তির জন্য আবেদনপত্র জমা নেওয়া হইবে। মার্কসিট দেখাইয়া আবেদনপত্র কলেজ অফিস হইতে লইতে হইবে। বিষয়সমূহ : ইংরেজী, বাংলা, বি-ইংরেজী, হাউসহোল্ড সায়ান্স, সোস্যাল সায়ান্স, চাইল্ড কেয়ার এ্যান্ড ট্রেনিং, হোম সায়ান্স এডুকেশন-এক্সটেনসান হাউসহোল্ড আর্ট, মিউজিক। ফোন : ৪৫-১৫৯৪।
—অধ্যক্ষা। (৩১৪)

বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন, কলি-৬

ভর্তির জন্য কলেজ অফিস ৫ অক্টোবর ৭১ তারিখ হইতে (ছুটির দিন বাদে) খোলা থাকিবে। বিবরণের জন্য অফিসে যোগাযোগ করুন। (৪৪৯)

রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়

নরেন্দ্রপুর, ২৪-পরগণা।

পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, পরিসংখ্যান, গণিত, ইংরাজী, অর্থনীতি ও ইতিহাস অনার্সসহ প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তির জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ করা হইতেছে। আবেদনের ফরম ও প্রসপেক্টাসের মূল্য টাকা ১·২০ (সডাক)। প্রবেশ পরীক্ষার পর ছাত্র-ভর্তি করা হয়। (৩১৬)

বারাসত গবর্নমেণ্ট কলেজ

বারাসত (২৪ পরগণা)

কলিকাতা হইতে প্রায় বার মাইল দূরে শান্ত পরিবেশে অবস্থিত এবং কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকা হইতে ও তথা পর্যন্ত যাতায়াতের দ্রুত ও সহজ পরিবহণ ব্যবস্থা আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রি-ইউনিভার্সিটি কোর্সে (আর্টস ও সায়েন্স) এবং আর্টস এবং সায়েন্সের (পাস ও অনার্স) ৩ বৎসরের ডিগ্রী কোর্সে ছাত্র এবং ছাত্রী পড়াইবার জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত। যে সকল বিষয় পড়ান হয়:—প্রি-ইউনিভার্সিটি কোর্স—ইংরেজী, বাঙ্গলা (ভার্নাকুলার), এলিমেণ্টস অব সিভিক্স এবং ইকনমিক্স, সংস্কৃত, লজিক, ইতিহাস বা গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র ও জীববিদ্যা। ৩ বছরের ডিগ্রী কোর্স:—ইংরেজী, বাঙ্গলা (ভার্নাকুলার), ইলেকটিভ ইংলিশ, অ্যাডিশনাল ভার্নাকুলার (বাঙ্গলা), ইকনমিক্স, পলিটিক্যাল সায়েন্স, দর্শন, সেকেণ্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে বাঙ্গলা (ইলেকটিভ বাঙ্গলা) বা সংস্কৃত, ইতিহাস বা গণিত, পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র। এই কলেজে ইংরেজী, বাংলা, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র এবং গণিতে অনার্স পড়াইবার ব্যবস্থা আছে। সায়েন্সে ও আর্টসে তিন বৎসরের পাস ডিগ্রী কোর্স পড়াইবার জন্য প্রাতঃকালীন বিভাগ আছে। মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্রদিগকে ফুল-ফ্রী স্টুডেন্টশীপ, হাফফ্রী স্টুডেন্টশীপ ও অন্যান্য কয়েকটি কনসেসন দেওয়া হয়। কলেজ সংলগ্ন কোন হোস্টেল নাই। ১৯৭১ সালের স্কুল ফাইনাল, হায়ার সেকেন্ডারী ও প্রি-ইউনিভার্সিটি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের তারিখ হইতে দশ দিন মধ্যে প্রি-ইউনিভার্সিটি এবং তিন বছরের ডিগ্রী কোর্সে ভর্তির জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে। দরখাস্ত ফরম ও প্রসপেক্টাসের জন্য স্বয়ং আসিয়া অথবা নিজ নাম ঠিকানা লেখা খাম সহ পঁয়ত্রিশ পয়সা মূল্যের পোস্টেজ স্ট্যাম্প পাঠাইয়া প্রিন্সিপালের নিকট আবেদন করুন। মাসিক বেতন—প্রি-ইউনিভার্সিটি আর্টস, প্রি-ইউনিভার্সিটি সায়েন্স, বি এ পাস এবং বি এস-সি পাস / বি এ এবং বি এস-সি অনার্স-এর জন্য যথাক্রমে ৬৲ টাকা, ৮৲ টাকা, ১০৲ টাকা, ১২৲ টাকা, ১৪৲ টাকা। সেসনাল চার্জ : টা ১৪·৫০ পয়সা।
৩৭২৫(৩)আইপিআর/এ/৭১ (৪০২)

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল কলেজ

১৯৭১-৭২ সালের প্রি-মেডিক্যাল কোর্সে ভর্তি

১৯৭১-৭২ শিক্ষাবর্ষে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল কলেজের প্রি-মেডিক্যাল কোর্সে ভর্তির জন্য প্রার্থীদের নিকট হইতে নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে।

উপযুক্ততা : প্রার্থিগণকে অবশ্যই ভারতের নাগরিক হইতে হইবে এবং তাঁহাদিগকে বা তাঁহাদের পিতামাতাকে পশ্চিমবঙ্গের স্বাভাবিক বাসিন্দা হইতে হইবে।

যোগ্যতা : ইংরেজি, ভার্নাকুলার, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স ও বায়োলজি লইয়া অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা বা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিভার্সিটি এনট্রান্স পরীক্ষা বা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তৎসমতুল বলিয়া স্বীকৃত অন্য কোন পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া থাকা চাই এবং সাধারণ আসনের জন্য কেমিস্ট্রী, ফিজিক্স ও বায়োলজী এই তিনটি বিজ্ঞান বিষয়ে অন্ততঃ ৫০% নম্বর পাইয়া থাকা চাই এবং তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতির প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের নিমিত্ত কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স এবং বায়োলজি বিষয়ে এগ্রিগেটে ন্যূনপক্ষে ৪৫% নম্বর পাইয়া থাকা চাই।

বয়স : প্রার্থিগণকে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখে অবশ্যই ১৬ বৎসরের কমবয়স্ক ও ২০ বৎসরের বেশী বয়স্ক না হওয়া চাই।

নিম্নতর বয়ঃসীমা অনধিক ৬ মাস-কাল শিথিল করা যাইতে পারে। তপসিলি জাতি ও উপজাতির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন বয়ঃসীমা অনধিক ৩ বৎসরকাল শিথিল করা যাইতে পারে।

দরখাস্ত ফরম : ১লা অক্টোবর, ১৯৭১ তারিখ হইতে (রবিবার বাদে) সকাল ১১টা হইতে বেলা ৩টা পর্যন্ত মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ বা সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের যোগ্যতা নির্ধারক পরীক্ষার মূল মার্কশীট দেখাইলে বর্ধমানের তারাবাগস্থিত বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল কলেজের অফিসে দরখাস্ত ফরম পাওয়া যাইবে।

কিভাবে দরখাস্ত করিতে হইবে: যথাযথভাবে পূরণ করা দরখাস্ত ফরম তৎসহ রেখিত ইণ্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডারে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিনান্স অফিসারকে প্রদেয় রেজিস্ট্রেশন ফী হিসাবে ৬৲ টাকা, পাসপোর্ট আকারের একটি ফটোগ্রাফ, বয়সের প্রমাণ, মার্কশীট ও দরখাস্ত ফরমে বর্ণিতমত শংসাপত্র ১৯৭১ সালের ১৬ই অক্টোবর মধ্যে বর্ধমানের তারাবাগস্থিত বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল কলেজের অফিসে রবিবার বাদে যে-কোন কাজের দিন বেলা ১১টা ও বেলা ৩টার মধ্যে অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে।

আবাস : হস্টেলে থাকার জায়গার নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না।

মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল কলেজের নোটিস বোর্ডে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইবে। কোন প্রার্থীর সঙ্গে পত্রবিনিময় করা হইবে না।

স্বাঃ পি সি গাঙ্গুলী
২১-৯-৭১
অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি,
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল কলেজ
(৩৬১)

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কৃষ্ণনগর কলেজ

১৯৭১-৭২ সেসনে তিন বৎসরের ডিগ্রি কোর্সের বি-এ, বি এস-সি ক্লাশে এবং আর্টস ও সায়েন্সের প্রি-ইউনিভার্সিটি ক্লাসে ছাত্র ভর্তি করা হইবে। এই কলেজে বিভিন্ন আর্টস বিষয়ে এবং সায়েন্স বিষয়ের কেমিস্ট্রি, ফিজিকস এবং গণিতে অনার্স কোর্স পড়ান হয়। বর্তমানে তিনটি ছেলেদের হস্টেল আছে। থাকা এবং খাওয়া সহ হস্টেল চার্জ আনুমানিক ৭০৲ টাকা। কৃষ্ণনগর উইমেনস কলেজে যে সমস্ত বিষয় পড়ান হয় না, সেই সমস্ত বিষয়ে পড়িতে চাইলে ছাত্রীদিগকে ভর্তি করা হইবে। কেবল মেধার ভিত্তিতেই ভর্তি করা হইবে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্কুল ফাইন্যাল/ হায়ার সেকেন্ডারি বা প্রি-ইউনিভার্সিটির ফল ঘোষণার পর কলেজের নোটিস বোর্ডে বিজ্ঞাপিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত গ্রহণ করা হইবে। মূল মার্কশীট দেখাইয়া বেলা ১১টা হইতে ১২টার মধ্যে কলেজ অফিসে স্বয়ং আসিয়া অথবা এক প্রস্থ দরখাস্তের ফরমের জন্য ৫০ পয়সার এবং একাধিক প্রস্থের জন্য ৬৫ পয়সার (শেষ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত দরখাস্ত-কারীদের জন্য) ডাক টিকিটযুক্ত স্বনাম ঠিকানা লিখিত খাম (বড় আকারের) পাঠাইয়া নির্ধারিত ফরম পাওয়া যাইবে। মনোনীত প্রার্থিগণের নাম কলেজের নোটিস বোর্ডে টাঙাইয়া দেওয়া হইবে। এই সম্পর্কে প্রার্থীদিগকে পৃথক পৃথকভাবে কিছু জানান হইবে না। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ যে সমস্ত প্রার্থী বিজ্ঞানের কোন একটি অনার্স বিষয়ে অপশন চাহেন, তাহারা স্মরণ রাখিবেন যে, প্রত্যেক অনার্স বিষয়ের জন্য পৃথক পৃথক দরখাস্তের ফরম দাখিল করিতে হইবে এবং তাহারা সেই অনুযায়ী দরখাস্তের ফরম চাহিয়া পাঠাইবেন। অনার্স ক্লাসে ভতির্র জন্য আবেদনকারিগণকে ভর্তি পরীক্ষা দিতে হইবে; উহার বিশদ বিবরণ কলেজের নোটিস বোর্ডে ঘোষণা করা হইবে।
৩৭০৭(৫) আই পি আর/এ/৭১ (৪০৩)

নীলাম

ডিভিশন্যাল ফরেস্ট অফিসার, পুরুলিয়া ডিভিশন কর্তৃক পুরুলিয়া ফরেস্ট ডিভিশনের ডিভিশন্যাল ফরেস্ট অফিসে (মিশন রোড, পুরুলিয়া) ১২ই অক্টোবর, ১৯৭১ তারিখ হইতে প্রত্যহ বেলা ১০টায় (ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ড সময়) ১৯৭১-৭২ সালের টিম্বার ও জ্বালানী কাঠের কুপে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত করা হইবে। বিক্রয়ের অনুমোদিত শর্তাবলী ও লটগুলির তালিকা ইচ্ছুক ডাকদাতাগণ কর্তৃক অফিস চলা-কালে পুরুলিয়া ফরেস্ট ডিভিশনের ডিভিশন্যাল ফরেস্ট অফিসারের অফিসে দেখা যাইবে।
৩৭২৮(৩) আই পি আর/এ/৭১ (৪০০)

টেন্ডার

"ঝালদা থানায় (পুরুলিয়া) রুপোই ইরিগেশন স্কীমের সহিত সম্পর্কিত হেডওয়ার্কস সাইটে হার্ড স্টোন বোল্ডার সরবরাহ"-এর জন্য একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, পুরুলিয়া ইরিগেশন ডিভিশন, নীলকুঠিডাঙ্গা, পোঃ অঃ পুরুলিয়া (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক যোগ্য ঠিকাদারদের নিকট হইতে ডবলিউ বি এফ নং ২৯১১(২)তে সীল-করা টেন্ডার আহ্বান করা হইতেছে। ব্যয়বরাদ্দ : ৩,০০,০০০৲ টাকা। বায়নার পরিমাণ : ৬,০০০৲ টাকা। কাজ শেষ করার সময়ঃ ছয় মাস। প্রতি প্রস্থ বাবদ ১০৲ টাকা আদায় দিলে এবং আঃ কঃ ও বিঃ কঃ পরিশোধের বৈধ শংসাপত্র দেখাইলে যে কোন কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে বিকাল ৪টার মধ্যে (শনিবার বেলা ১টা পর্যন্ত) উপরোক্ত একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের অফিসে টেন্ডারের কাগজপত্র পাওয়া যাইবে। বাহিরের ঠিকাদারগণকে উপরোক্তগুলি ছাড়াও তাঁহাদের আর্থিক সংগতি ও এই ধরনের কাজ সম্পর্কে অতীত অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত পরিচয়পত্র পেশ করিতে হইবে। টেন্ডার ১২ই অক্টোবর, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং সেইদিন বেলা ৩-১৫টায় প্রকাশ্যে খোলা হইবে। টেন্ডার খোলার তারিখে টেন্ডার ফরম ইস্যু করা হইবে না।
৩৭২৩(৩) আই পি আর/এ/৭১ (৩৯৮)

টেন্ডার

একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, শিলিগুড়ি ইরিগেশন ডিভিসন (আই অ্যান্ড ডব্লিউ ডি), পশ্চিমবঙ্গ, আশ্রমপাড়া, পোঃ অঃ শিলিগুড়ি, জেলা দার্জিলিং—"দার্জিলিং জেলার পুলবাজার থানার বিজনবাড়ি এলাকায় ৪১·০০ মিটার হইতে ৯৪·০০ মিটার মধ্যে (৬নং ক্রস সেকসন হইতে ৯নং ক্রস সেকসন পর্যন্ত) সংরক্ষণমূলক কাজের" জন্য পশ্চিমবঙ্গের ইরিগেশন অ্যান্ড ওয়াটারওয়েজ ডিপার্টের তালিকাভুক্ত ১ম শ্রেণীর ঠিকাদার এবং বাহিরের প্রকৃত নির্ভরযোগ্য, সম্পতিপন্ন ও অভিজ্ঞ ঠিকাদারগণের নিকট হইতে ডব্লিউ বি এফ নং ২৯১১(২)তে সীলকরা টেন্ডার (২য় কল) আহ্বান করিতেছেন। অনুমিত ব্যয়বরাদ্দ: ১,৮৪,৪৫০৲ টাকা। বায়নার পরিমাণ: ৩,৬৮৯৲ টাকা। কাজ শেষ করার মেয়াদ: দুই মাস। বিশদ টেন্ডার নোটিস ও প্রাসঙ্গিক বিবরণ উপরোক্ত একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ারের অফিসে সকল কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে বিকাল ৪টার মধ্যে (শনিবার বেলা ১১টা হইতে বেলা ১টার মধ্যে) দেখা যাইবে। বাহিরের ঠিকাদারগণকে টেন্ডার ফরম ইস্যু করার জন্য তাঁহাদের দরখাস্তের সহিত এই ধরণের কাজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে দলিলগত প্রমাণ পেশ করিতে হইবে। ১৪ অক্টোবর, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত উপরে বর্ণিত সময়ে সংশ্লিষ্ট একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ারের অফিসে প্রতি প্রস্থ ১০৲ টাকা আদায় দিয়া টেন্ডার ফরম ও অন্যান্য কাগজপত্র ক্রয় করা যাইবে। ইচ্ছুক টেন্ডারদাতাগণকে টেন্ডার ফরম ইস্যু করার জন্য তাঁহাদের দরখাস্তের সহিত আঃ কঃ ও বিঃ কঃ পরিশোধের বৈধ সার্টিফিকেট পেশ করিতে হইবে, অন্যথা টেন্ডার ফরম ইস্যু করা হইবে না। জলপাইগুড়িস্থিত নর্থবেঙ্গল সার্কেলের সুপারিন্টেন্ডিং এঞ্জিনীয়ারের উপর টেন্ডার গ্রাহ্য করার ভার ন্যস্ত, তিনি সর্বনিম্ন দরের বা যে কোন টেন্ডার গ্রাহ্য করিতে বাধ্য নহেন এবং কোনরূপ কারণ না দেখাইয়া প্রাপ্ত টেন্ডার অংশতঃ বা সমগ্রতঃ গ্রাহ্য করার এবং দুই বা ততোধিক টেন্ডারদাতার মধ্যে কাজ বণ্টন করিয়া দেওয়ার অধিকার তাঁহার সংরক্ষিত। উপরোক্ত একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার কর্তৃক তাঁহার অফিসে ১৫ অক্টোবর, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত টেন্ডার গৃহীত হইবে এবং বেলা ৩-৩০টায় তৎকর্তৃক প্রকাশ্যে খোলা হইবে।
৩৭১৫(২) আই পি আর/এ/৭১ (৩৯৯)

নিম্নোক্ত দ্রব্যের জন্য প্রিন্সিপ্যাল, কলেজ অব সিরামিক টেকনোলজি, ৭১, অবিনাশচন্দ্র ব্যানার্জি লেন, কলিকাতা-১০ কর্তৃক "ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস ইলেকট্রিক টিউব ফার্নেস-এর জন্য টেন্ডার" কথাগুলি উপরে লিখিত সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছে : একটি "ওকে" (ভারতে প্রস্তুত) ইলেকট্রিক্যালি হীটেড হাই টেম্পারেচার ভার্টিক্যাল টিউব ফার্নেস—৩" আভ্যন্তরীন ডাইমেনসন সমন্বিত—আগাগোড়া ফাঁপা—১৯" মোটমাট দৈর্ঘ্যের ভিতরে ৬" হট জোনের মধ্যে রিফ্যাকটরী টিউব দ্বারা সংরক্ষিত—৪টি সিলিকন কারবাইড হীটিং এলিমেন্ট রড গুপ্তভাবে ফিটকরা—টিউবের অভ্যন্তরে অপারেটিং টেম্পারেচার (নর্মাল ওয়ার্কিং) এবং যে সীমা (কশাস ম্যাক্সিমাম) ছাড়াইতে পারিবে না—তাহা হইবে যথাক্রমে ১৩০০ ডিগ্রী সেঃ এবং ১৩৫০ ডিগ্রী সেঃ—২৩০ ভোল্ট ১ ফেজ এ সি পাওয়ার সাপ্লাইতে (প্রায় ২ কিঃ ওঃ রেটিং) সংযোগের পক্ষে উপযুক্ত—দ্রুত ইনসারশন এবং ফার্নেসের তলদেশ হইতে টিউবের হট জোনে ছোট স্পেসিমেনগুলি উইথড্রয়ালের জন্য মেকানিক্যাল ডিভাইস বিশেষভাবে সংযুক্ত। সীলকরা খামে টেন্ডার ১ নভেম্বর, ১৯৭১ তারিখের মধ্যে বেলা ১১টা হইতে ২টার মধ্যে পূর্বোক্ত কলেজে রক্ষিত টেন্ডার বাক্সে অবশ্যই ফেলিয়া দিতে হইবে। টেন্ডার সেইদিন বেলা ২-৩০টায় প্রিন্সিপ্যালের চেম্বারে প্রকাশ্যে খোলা হইবে। টেন্ডারদাতাগণ প্রিন্সিপ্যালের শিরোনামে ডবল সীলকরা খামে উপরোক্ত সময়ের মধ্যে টেন্ডার পাঠাইতেও পারেন। ডেলিভারী চার্জ ধরিয়া/বাদ দিয়া—কিভাবে দর দেওয়া হইয়াছে, তাহা অবশ্যই উল্লেখ করিতে হইবে। ডেলিভারীর আনুমানিক সময়ও উল্লেখ করিতে হইবে। প্রিন্সিপ্যাল, সি সি টি, কলি-১০-এর অনুকূলে "রাজস্ব জমা" খাতে বায়না হিসাবে ৫০৲ টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ায় অবশ্যই জমা দিতে হইবে এবং প্রাপ্ত চালান অবশ্যই টেণ্ডারের সহিত গাঁথিয়া দিতে হইবে। বায়নার টাকা জমা দেওয়া ব্যতিরেকে টেণ্ডার বিবেচিত হইবে না। সফলকাম টেণ্ডারদাতাকে ১০% জামীন জমা দিতে হইবে—সফলকাম টেণ্ডারদাতা যদি নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সরবরাহ সম্পন্ন করিতে অপারগ হন, তবে এই টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে। কোন কারণ না দর্শাইয়া যে কোন বা সব কয়টি টেণ্ডার বাতিল করার অধিকার উপরোক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষিত।
৩৭০৮(৩) আই পি আর/এ/৭১ (৩৯৬)

স্পেসিফিকেশন ও ড্রয়িং অনুযায়ী ১২ বি বি ডি বাগ (ইস্ট), কলিকাতা-১ ঠিকানাস্থ অফিস প্রেমিসেস বৈদ্যুতীকরণের জন্য প্রকৃত ও সরকারী লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইলেকট্রিক্যাল ফার্মসমূহের নিকট হইতে "১২ বি বি ডি বাগ (ইস্ট), কলিকাতা-১ ঠিকানাস্থ অফিস প্রেমিসেস বৈদ্যুতীকরণের জন্য দরপত্র" কথাগুলি উপরে লিখিত সীলকরা দরপত্র আহ্বান করা হইতেছে। উক্ত স্পেসিফিকেশন ও ড্রয়িং যে কোন কাজের দিন অফিস চলাকালে পি-৮ হাইড লেন, কলিকাতা-১২ ঠিকানাস্থ ওয়েস্ট বেঙ্গল খাদি অ্যান্ড ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রিজ বোর্ডের একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের অফিসে পাওয়া যাইবে। কাজটি খুবই জরুরী ধরনের এবং উহা প্রদত্ত ব্যয়বরাদ্দ গ্রাহ্য হওয়ার পর কাজের অর্ডার ইস্যুর তারিখ হইতে এক পক্ষকালের মধ্যে শেষ করিতে হইবে। এইরূপ দরপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ৬ই অক্টোবর, ১৯৭১। ইচ্ছুক পক্ষগণ ১২ বি বি ডি বাগ (ইস্ট), কলিকাতা-১ স্থিত সাইটটি দেখার পর দরপত্র দাখিল করিবেন। যে কোন দরপত্র গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করার অধিকার বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত।
৩৭২৭(৩) আই পি আর/এ/৭১ (৩৯৭)

রেলওয়ে

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

গুডস ট্রাফিক বুকিং-এর উপর বিধিনিষেধ

শালিমার এবং আর্মেনিয়ান ঘাট হইতে নিম্নোক্তমত বুকিং গৃহীত হইবে না:—

১। জয়পুর এলাকা অর্থাৎ জয়পুর ওয়েস্ট, সাউথ এবং খাস-এর স্টেশনসমূহের জন্য 'স্মলস' সহ কিন্তু প্রাইওরিটি 'এ' অধীন মিলিটারী ট্রাফিক এবং ক্লাস রেট ৬০ ও তদূর্ধ্বে অধীনে চার্জ করা হয় এরূপ ট্রাফিক বাদে যাবতীয় গুডস ট্রাফিক আরও ৩ দিনের জন্য অর্থাৎ ২৬-৯-৭১ তারিখ পর্যন্ত।

২। আজমীঢ়ের জন্য 'স্মলস' সহ কিন্তু প্রাইওরিটি 'এ' অধীন মিলিটারী ট্রাফিক এবং ক্লাস রেট ৬০ ও তদূর্ধ্বে অধীনে চার্জ করা হয়, এরূপ ট্রাফিক বাদে যাবতীয় গুডস ট্রাফিক—আরও ৩ দিনের জন্য অর্থাৎ ২৮-৯-৭১ তারিখ পর্যন্ত।

চীফ অপারেটিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট
পি আর|এস ই|পি এ|১|কপস্—৮১ (৪৯৩)

বেওয়ারিশ সম্পত্তির নীলাম বিক্রয়

নিম্নোক্ত বিবরণ মাফিক বুক করা ও বুক-না-করা উভয়প্রকার চালান দ্রব্য ইত্যাদি যাহা এই রেলওয়ের হেফাজতে পড়িয়া আছে ও মার্চ '৭১-এর আগে পাওয়া গিয়াছে, তাহা যদি এই তারিখ হইতে ১৫ দিন মধ্যে উহার দরুণ যাবতীয় চার্জ আদায় দিয়া ডেলিভারী লইয়া অপসারণ করা না হয়, তাহা হইলে ঐগুলি শুক্রবার ১৫ অক্টোবর, ১৯৭১, বেলা ১১টায় শালিমারস্থ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে লস্ট প্রপার্টি অফিসে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা হইবে।

সি পি গুডস, হার্ড অয়্যার টুলস ও ইমপ্লিমেণ্টস, মোটর পার্টস, বৈদ্যুতিক সামগ্রী, বই, কাগজ ও ফরম, ভেষজ রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও ঔষধ, মনিহারী ও সুগন্ধি দ্রব্য, চামড়ার সামগ্রী, তেল ও ঘী ইত্যাদি পিতল ও এলুমিনিয়ামের সামগ্রী, বিবিধ দ্রব্য।

আবশ্যক হইলে লটগুলি বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত পরবর্তী দিনেও বিক্রয় চলিতে পারে।

বিক্রের দ্রব্যগুলি নীলামের তারিখের পূর্বদিন শালিমারস্থ লস্ট প্রপার্টি অফিসে দেখা যাইবে।

চীফ কমার্শিয়াল সুপারিন্টেন্ডেন্ট
পিআর|এসই|পিএ|১|সি-৪৫ (৩৯২)

নিম্নলিখিতগুলি সরবরাহের জন্য পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের পক্ষে ডিরেক্টর অফ এগ্রিকালচার, পশ্চিমবঙ্গ, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা-১ কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গ সরকারে রেজিস্টার্ড প্রকৃত নার্সারি-মালিক ও শাকসবজির বীজের ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে সাধারণ কাগজে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে:—

বীজের নাম	আবশ্যক পরিমাণ
১। বেগুন	৫০ কেজি বা ততোধিক
২। ফুলকপি	৭৬ " "
৩। বাঁধাকপি	৭৬ " "
৪। টোম্যাটো	৫০ " "
৫। শশা	৫০০ " "
৬। লাউ	১০০০ " "
৭। উচ্ছে	১০০০ " "
৮। করলা	১০০০ " "
৯। কুমড়া	১০০০ " "
১০। চাল-কুমড়া	১০০০ " "
১১। মুলা	৫০০০ " "
১২। পালং শাক	৫০০০ " "
১৩। ঢ্যাঁড়শ	২৫০০ " "
১৪। লাল শাক	১০০০ " "

চারাগাছের নাম	আবশ্যক সংখ্যা
১। বেগুন	২৫০০টি বা ততোধিক
২। ফুলকপি	৫০০০ " "
৩। বাঁধাকপি	৫০০০ " "
৪। টোম্যাটো	২৫০০ " "
৫। পেয়ারার চারা	১০০ " "
৬। কাগজি গুটি	৩০ " "
৭। লেবু (গন্ধরাজ)	৩০ " "
৮। পাতিলেবুর চারা	৪০ " "

উপরোক্ত অফিসে যে কোন কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে বেলা ৩টার মধ্যে বিবরণাদি পাওয়া যাইবে। টেণ্ডারদাতাগণকে কলিকাতাস্থ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া বা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ায় বা যে কোন ট্রেজারিতে "রাজস্ব জমা" খাতে টোকেন বায়না হিসাবে টেণ্ডারে প্রদত্ত মূল্যের ২% পরিমিত অর্থ উক্ত অফিসারের অনুকূলে জমা দিতে হইবে এবং চালানের মূল কপি তৎসহ হাল-সময়ের আঃ কঃ ও বিঃ কঃ পরিশোধের শংসাপত্র টেণ্ডারের সঙ্গে গাঁথিয়া দিতে হইবে।

টেণ্ডার ১১ই অক্টোবর, ১৯৭১ তারিখ মধ্যাহ্ন ১২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে ও সেই দিনই বিকাল ৪টায় প্রকাশ্যে খোলা হইবে। যে কোন টেণ্ডার সমগ্রতঃ/অংশতঃ গ্রাহ্য করা বাধ্যতামূলক নহে।
৩৭৩৬(৪) আই পি আর/এ/৭১ (৩৯৫)

বেহালায় পুলিশের গুলিতে দুজন যুবক নিহত

স্টাফ রিপোর্টার

বৃহস্পতিবার বেহালায় পুলিশের গুলিতে দু'জন যুবক ও কলকাতা ময়দান এলাকায় এক ব্যক্তি ছুরিকাঘাতে নিহত হন। এদিন ভোরের দিকে বেহালার কোকোলা গারডেনের কাছে পুলিশের গুলিতে দুজন যুবক নিহত হন। এঁদের পরিচয় জানা যায়নি। এঁদের একজনের বয়স ২০ ও আর একজনের বয়স আন্দাজ ২৬।

প্রকাশ, পুলিশ ওই এলাকায় তল্লাসি চালাতে গেলে ওখানে বোমা ফাটে ও পাইপগান থেকে গুলি ছোঁড়া হয়। পুলিশ বন্দুক ও রিভলবার থেকে পালটা ১৮ রাউনড গুলি চালায়। এতে যুবকদ্বয় নিহত হন। যুবক দলের পাইপগানের গুলিতে ৫ জন পুলিশ কর্মচারী আহত হন।

ময়দান এলাকায় একজন খুন

এদিন বেলা আন্দাজ আড়াইটায় আকাশবাণী ভবনের কাছে রানী রাসমণি এভিনিউতে সি এ বি-র দারোয়ান শ্রীমেঘনাথ নায়ক (৪০) আততায়ীর ছুরিকাঘাতে খুন হন। পুরাতন ঝগড়াই এই হত্যার কারণ বলে পুলিশ সন্দেহ করছে।

কাশীপুরে গোলমাল—কাঁদানে গ্যাস

এদিন সকালে কাশীপুর থানা এলাকায় বি টি রোডের উপর দুটি কারখানার দ্বারোয়ানদের মধ্যে বচসাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় লোকেদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। পুলিশ কয়েক রাউনড কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

ময়দান এলাকায় গাড়ি নিয়ে চম্পট

বুধবার রাত আন্দাজ দশটায় হেস্টিংস থানায় ক্যাথিড্রেল রোডে রবীন্দ্র সদনের কাছে চারজন যুবক রিভলবার দেখিয়ে প্রেস ফটোগ্রাফার শ্রীদুর্গাদাস চ্যাটার্জির এমবাস্যাডার গাড়িটি চালকের কাছ থেকে নিয়ে উধাও হয়। এখনও পর্যন্ত গাড়িটির কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

জোর করে টাকা আদায়ের অভিযোগে দু'জন গ্রেফতার

বুধবার ব্যাটরা পুলিশ কুচিল সরকার লেন থেকে জোর করে টাকা আদায়ের অভিযোগে দুজন যুবককে গ্রেফতার করে।

কাদাপাড়ায় বাস যাত্রীদের বিক্ষোভ

নিয়মিত বাস চলাচলের দাবিতে বৃহস্পতিবার সকালে কাদাপাড়ায় স্টেট বাস টারমিনাসে একদল যাত্রী বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের দাবি, ৩৬নং রুটে ১২খানা বাস চলার কথা, কিন্তু চলছে মাত্র একখানা।

কলকাতা স্টেট ট্রানসপোরট শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, বাস গুমটিতে কর্মরত দুজন বাসকর্মীকে মারধোর করা হয়েছে।

ফরাক্কায় হাঙ্গামা, দুজন কর্মীর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার

দু'জন কর্মীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ফরাক্কা প্রকল্পে দারুণ উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। সোমবার বিশ্বকর্মা ভাসানের দিন এক হাঙ্গামায় তাঁরা আহত হয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার তাঁরা মারা যান। সেদিন সি আর পিও গুলি চালায়।

কিন্তু সেই গুলিতে তাঁরা জখম হয়েছিলেন, না আক্রমণকারীদের হাতে, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী কো-অরডিনেশন কমিটি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত তার সঠিক খবর পাননি। এখনও ১৫জন হাসপাতালে। কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীদীপেন ঘোষ বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী ডঃ কে এল রাও-এর কাছে এক তার পাঠিয়ে তাঁর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছেন। বলেছেন কেন্দ্র যখন ফরাক্কার কাজ দ্রুত শেষ করতে চাইছেন তখন সেখানে শান্তি ফিরিয়ে না আনলে কাজ বিঘ্নিত হবে।

শ্রীঘোষের অভিযোগ সোমবারে এক গোলমালের সময় এক দল লোক ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্প কর্মীদের কোয়ারটার আক্রমণ করে। কো-অরডিনেশন কমিটির সদস্যদের প্রহার করে। এখনও সেই রকম চলছে।

পুলিশ তাঁদেরই পনেরো জনকে গ্রেফতার করেছে। নিহত দু'জন কর্মীর নাম শ্রীরবি আচার্য এবং শ্রীলক্ষ্মণ ঘোষ।

বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য ফিলিপসের রেডিও উপহার

ফিলিপস ইনডিয়া লিঃ-এর কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য বৃহস্পতিবার ২৫টি তিন ব্যানডের ট্রানজিসটার রেডিও উপহার দিয়েছেন।

পাবলিক নোটিস

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: ২৪ পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, কোম্পানির আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশনের শর্ত অনুযায়ী বোর্ড অব ডিরেক্টরস নির্ধারিত হারে আয়কর বাদ সাপেক্ষে লভ্যাংশযোগ্য কোম্পানির আদায়ীকৃত মূলধনের উপর শতকরা ৭½ টাকা হারে অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছেন। ২৩ অক্টোবর ১৯৭১ তারিখে রেজিস্টারে যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডারের নাম থাকিবে উক্ত লভ্যাংশ তাঁহাদিগকে প্রদান করা হইবে।

আরও বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, সদস্যদের রেজিস্টার ১৬ অক্টোবর ১৯৭১ তারিখ হইতে ২৩ অক্টোবর ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকিবে।

বোর্ডের আদেশ অনুসারে
কে সি দাস
ডিরেক্টর

কলিকাতা
২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ (৪২৭)

অরণ্যদেব / লী ফক ও সীমুর ব্যারী রচিত

॥ চাদার বাহনে দেবীর আগমন ॥

বড়োলোকদের বাড়ির কাছে গলির মোড়ে কখনো কখনো এদের গাড়িকে দেখা যেত দাঁড়িয়ে থাকতে। এ'দের দিকে তাকালে কখনো নজরে আসত যে এ'রা গাড়োয়ানদের সঙ্গে মশকরা করছেন, আবার কখনো দেখা যেত বড়োবাবুর দেখা পাবার জন্য দারোয়ানকে দিচ্ছেন টিপস।

টাকার ব্যাপারে কোম্পানির কাগজ আছে। সে বাবদ সুদ আর চোথায় বাবুর ভালোই রোজগার পাতি হয়। কিন্তু না, এক পয়সাও তিনি এর থেকে নিজের প্রয়োজনে খরচ করেন না। পৈতৃক পেশায় যা রোজগার হয়, তাতেই নির্বাহ করেন সংসার যাত্রা। —মোটকথা, জেম্সবাবুর ...

... সুরক্ষিত। কোমপানির কাগজের সঙ্গে সমান যত্নে সেগুলিকে রাখা হয় বাক্সের ভেতর। বালিসের ওয়াড় বা ছেলেদের পোশাক—এগুলির কোনোটিকেই তিনি তৈরী করান না দর্জিদের দিয়ে। বেনেবাবু নিজেই ওগুলি তৈরী করেন নিজের অবকাশ মতন। ওদিকে তিরিশ লাখ ...

... শিউলি ঝরে পড়ত শিশির ভেজা ঘাসে, কিংবা শহর কলকাতার পোড়ো জমিতে যখন দেখা দিত অজস্র কাশ ফুলের সমারোহ, তার অনেক আগে থাকতেই ইয়ারবাবুরা সচেষ্ট হয়ে উঠতেন। এ'দের ভাড়া করা ছক্কর গাড়ির রুনু রুনু, হুনু হুনু শব্দ শোনা যেত পাড়ায় পাড়ায়।

... গন্ধ। বাতাসে পাওয়া যাচ্ছে শারদীয় ছুটির আভাস। সিংহদের বাগানের ভেতর পুকুরের পাড়ে দেখা দিয়েছে রাশ রাশ শাদা কাশ ফুল।

ঐ রকম এক আসন্ন পুজোর সকালে হৌসে যাচ্ছিলেন সিংহ-মশায় স্বয়ং। হঠাৎ চাঁদা-প্রার্থী একদল ইয়ার ঘিরে ধরল তাঁকে। আর সকলেই এক সঙ্গে চীৎকার করে উঠল, ধরেছি-ধরেছি—। চীৎকার চেঁচামেচিতে অনেক লোক ছুটে গেল। সিংহমশাই তো অবাক। সবিস্ময়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপারখানা কি হে?'

ইয়ারদের ভেতর থেকে একজন বলে উঠল: মহাশয়, আমরা আপনার সাহায্য-প্রার্থী।'

... যেতেন সালঙ্কারা মেয়েদের, তাঁদের ওপর এই বারো ইয়ারদের চোপ আরো বেশি করে পড়ত। তারা যে রকম দাবি করত, ঠিক সেই দাবি অনুযায়ী চাঁদা দিতে হত। নইলে মেয়েদের সামনেই শুনতে হত অশ্লীল সম্ভাষণ, আর টাকা-পয়সা না থাকলে মেয়েদের গহনা খুলে দিয়ে আপস করতে হত।

সেকালে চব্বিশ পরগনার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন প্যাটন্ সাহেব। এর কাছে যথাসময়ে এইসব উপদ্রবের কথা গিয়ে পৌঁছল। সাহেব ছিলেন ভীষণ কড়া লোক। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিলেন।

সেদিন সকালবেলা একদল পাল্কি বেহারা ...

... বেহারাদের ডেকে বলল, 'বাপু হে এমন পাল্কিয়ে গেলে চলবে না, চাঁদা চাই।'

বেহারা বলল: হুজুর তো আমাদের সঙ্গে আসেনি বাবু, বৌ-রানী একা চলেছেন পাল্কিতে। উনি তো আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন না।

এরপর ইয়ারের দল হৈ-হৈ করে গিয়ে ঘিরে ধরল পাল্কি। তুলে ফেলল ঘেরাটোপ। সরিয়ে দিল বধূর মুখের ঘোমটাও। আর সেই ঠিক সেই মুহূর্তে ঘটে গেল অঘটন। বৌরানীর আবরণ খসে পড়ল। সে ঘোমটার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এলেন স্বয়ং প্যাটন সাহেব।

... করে দিয়েছে। ধরে ফেলেছে সবাইকে। আর প্যাটন সাহেব বসে গিয়েছেন বিচারে। তাই সব কটিকে ধরে চালান দিলেন সদরে।

*

নাঃ, এখানেই শেষ করা যাক।

চাঁদার গল্প অনেক। কখনো রসে বা কখনো রোষে এই ইয়ারের দল চলেছেন ... আজো চলেছে, সুতরাং চাঁদা আদায় হবেই। তবে সেকালের সঙ্গে একালের ব্যবধান ঘটে গেছে অনেক। তাই রীতিবদল হয়েছে। সিংহ-মশাই এখন নেই, নেই প্যাটন সাহেবও। কেবল রয়ে গেছে চাঁদা ঐতিহ্য। বারোয়ারী-মণ্ডপে দেবী আসেন চাঁদার বাহনে।

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

লক্ষপতি আপনিও হতে পারেন

এ-বি-এন্ লটারি

(পঃ বঙ্গ সরকার অনুমোদিত)

মাত্র ৫০ পয়সায় ১টি টিকিট কিনে লক্ষ টাকা জিতুন, আর সেইসঙ্গে—জড়বুদ্ধি ও বিকলাঙ্গ শিশুদের জন্য আবাসিক নিরাময়-ভবন নির্মাণের মহৎ প্রচেষ্টায় অংশ নিন।

প্রথম পুরস্কার : ১,০০,০০০ টাকা

● এবং আরও ২০৫টি নগদ পুরস্কার ●

● ● বিক্রেতাদের জন্য বিভিন্ন আকর্ষণীয় বিশেষ পুরস্কার ● ●

টিকিট ৫০ পয়সা ● খেলা : ১৭-১০-৭১

যোগাযোগ করুন :

অবৈতনিক সম্পাদক, এ-বি-এন লটারি

১১/৭এ রামকৃষ্ণ দাস লেন, কলকাতা-৯ ॥ ফোন : ৩৫-৮০১১

চিকিৎসকের পদোন্নতি নিয়ে মতবিরোধ

স্টাফ রিপোর্টার

কলকাতার একটি সরকারী মেডিকেল কলেজের জনৈক অধ্যাপক চিকিৎসকের পদোন্নতিকে কেন্দ্র করে স্বাস্থ্য দফতর ও লিগাল রিমেমব্রান্স দফতরের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। এবং এই মতদ্বৈধতা কলেজের প্রশাসনেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

লনডনে পত্রিকা ধর্মঘটের নিষ্পত্তি

লনডন, ২৩ সেপ্টেম্বর—পাঁচ দিন পর আজ ভোরে লনডনের সংবাদপত্র-পাড়া আবার পাঠক-ক্রেতার ভিড়ে জেগে উঠেছে। গত শনিবার থেকে এখানকার জাতীয় পত্রিকাগুলির প্রকাশনা বন্ধ থাকে।

গতকাল সন্ধ্যায় ঘোষণা করা হল সংবাদপত্র প্রকাশনা আর বন্ধ থাকছে না। গোলমাল মিটে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই 'ইভিনিং স্ট্যানডারড' একটি ...

... ভারতীয় শিল্পকলায় মুক্তির পথ-প্রদর্শক। কিন্তু ভারতীয় চিত্রশিল্পকে রাজপুত ও মোগল শিল্পধারার সঙ্গে যুক্ত করে তিনি যেন কিছুটা পিছনের দিকে ফিরে গিয়েছেন।

পরলোকে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী লক্ষ্মণচন্দ্র সাধুখাঁ

টাটার কর্মচারীরা বোনাস নিলেন

কলকাতায় ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেব

বিশেষ পূজা রিবেট

টাকা প্রতি ১০ পয়সা

॥ সকল বিক্রয়কেন্দ্র শনি ও রবিবার এবং ছুটির দিন সমেত প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা

(উৎসবের দিনে ও প্রতিদিনে)

বাংলার অতুলনীয় তাঁতবস্ত্র

তন্তুজ কিনে খুশি হবেন।

ধুতি ও লুঙ্গী · সাটের কাপড় · **শাড়ি** · বেড কভার প্রভৃতি

॥ ন্যায্য দাম—পরে আরাম—বেশিদিন টেকে ॥

● সকলের রুচি ও সঙ্গতি অনুযায়ী 'তন্তুজ' পাবেন।

আপনার কাছাকাছি বিক্রয়কেন্দ্র থেকে পছন্দমত কেনাকাটা করুন।

কলিকাতা: ২৩, গড়িয়াহাট রোড, গোল পার্ক (শীত-তাপ নিয়ন্ত্রিত) ● ৪০, বাগবাজার স্ট্রীট ● ২০৩/৪বি, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট (বিধান সরণী) ● ১২৯/১এ, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট (বিধান সরণী) ● ১২২/১এ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড ● ৯১, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড ● ৮০, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড ● ১৬১, বেলেঘাটা মেন রোড ● ২০৮, বহুবাজার স্ট্রীট ● ১২৮, হাজরা রোড ● পি-৪৪১, ব্লক 'এন', নিউ আলিপুর। ২৪ পরগনা: কলোনী ক্রশিং, বারাসত। হুগলী: ৬৯, জি টি রোড, বটতলা শ্রীরামপুর ● রাজবলহাট, হুগলী। হাওড়া: ২০৯, শিবপুর রোড, হাওড়া। নদীয়া: সূত্রাগড়, শান্তিপুর। বর্ধমান: ৪১/১, জি. টি. রোড (টাউন হল), বর্ধমান ● ৩৬২, জি. টি. রোড, আসানসোল। বাঁকুড়া: ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়ন বিল্ডিং, মাচানতলা, বাঁকুড়া। মেদিনীপুর: এন, টি, ই ১৬৪, গোলবাজার, খড়গপুর। পশ্চিম দিনাজপুর: স্টেশন রোড, রায়গঞ্জ। জলপাইগুড়ি: মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি। শিলিগুড়ি: সমবায়িকা, হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি। দুর্গাপুর: বেনাচিতি মার্কেট, নাচন রোড, দুর্গাপুর।

সেন্ট্রাল সেলস্ ডিপো ও পাইকারী বিভাগ:

দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট হ্যাণ্ডলুম উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

৬৭, বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-৪ ● ফোন: ৩৫-৩৬৫৮

Progressive/SH 5/71

খাদি গ্রামোদ্যোগ ভবন

সরকার প্রদত্ত **রিবেট** ২৮।৯।৭১ পর্যন্ত

সুতী খাদিতে—২০%

সিল্ক খাদিতে—২৫% (রিল্ড)

" —৩৫% (স্পান)

২৪, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ, কলিকাতা—১২

ফোন ২৩-৬৩৪৯

প্রত্যহ ৯-৩০ মিঃ থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা।

মেসার্স অঞ্জিকু, কায়স্থপাড়া, হালতু (২৪ পরগণা); হুগলী প্রিন্টার্স, ১২০ নেতাজী সুভাষ অ্যাভেনিউ, শ্রীরামপুর এবং মাখন সিল্ক প্রিন্টিং অ্যাণ্ড ডাইং ওয়ার্কস, ৭১ পটুয়াপাড়া লেন, শ্রীরামপুর (হুগলী)-এর সৌজন্যে প্রচারিত।

৬৫ বছর ধরে জনপ্রিয়—আজও সবার সেরা

লিলি'র থিন এরোরুট বিস্কুট

LBC/12 লিলি বিস্কুট কোম্পানি প্রাঃ লিঃ। কলিকাতা-৪

মঙ্গল ঘট...

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনাবাহী মঙ্গল ঘট। আজ থেকেই উৎসবের আমোদ আহ্লাদের শুভারম্ভ হোক। সেঞ্চুরীর মনোহারী ও রঙবেরঙের প্রিন্ট পরিধানে আপনার মন খুশিতে ভরে উঠবে। অনুরাধা, বিনোদিনী, টু × টু মনিকা আর লেক্স বিউটি শাড়ির মধ্যে যেটি পছন্দ সেটি বেছে নিন। শুধু তাই নয়, আপনার সারা পরিবারের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলুন। ওদের জন্যে নিন সেঞ্চুরীর বিবিধ সার্টিং, পরমসুখ ধুতি, কেমব্রিক, পপলিন, ভয়েল, ভোরিয়া, সাদা লংক্লথ এবং আরো মনমোহিনী নানা রকম কাপড়।

দি সেঞ্চুরি স্পি. এণ্ড ম্যানু. কোং লিঃ বোম্বাই-২৫ ডিডি

সেঞ্চুরি—১০০% সুতী কাপড়ের জন্য

সেঞ্চুরি শাড়ী

Adroit/CM/196-Be

সেলিং এজেন্ট: মেসার্স রাধেশ্যাম কৃষ্ণকুমার অ্যাণ্ড কোং, ১৯৬, যমুনালাল বাজাজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭। অনুমোদিত রিটেলার: ফ্যাব্রিক হোম, ৪৬ রফি আমেদ কিদোয়াই রোড (পার্ক স্ট্রীট ক্রসিং) কলকাতা-১৬

॥ চাঁদার বাহনে দেবীর আগমন ॥

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

ডেনমার্কের যুবরাজকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট অভিনয়ের কথা যেমন ভাবা যায় না, তেমনি বারোয়ারীর মণ্ডপে পুজো হবে অথচ চাঁদা আদায় করা হবে না এও তেমনি অসম্ভব ব্যাপার। দেবী এখানে দশভুজা নন, দ্বাদশ ভুজা। বারো হাতে বারোটি আয়ুধ। এই একেকটি আয়ুধ হল একেকটি ইয়ার। কখনো দলবদ্ধভাবে, আবার কখনো বা এককভাবেই এঁরা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের ওপর। তারপর?—না, তার পরের কথা না তোলাই ভালো।

তাই বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না যে কার্তিক ময়ূরে চেপে আসতে পারেন, গণেশ আসতে পারেন মূষিকে ভর করে, কিন্তু স্বয়ং দুর্গা আসেন আর কিছুতেই নয়, চাঁদার বাহনে। এ চাঁদা সিংহের মতই হিংস্র। বেচারী অসুর আমাদেরই প্রতিরূপ। চাঁদা না দিতে পারার জন্যই তার ঐ অশেষ লাঞ্ছনা।

কৌতূহল হতে পারে কে বা কারা ঐ চাঁদা আদায় করেছিল! আর কারাই বা সেই 'বারো ইয়ার' যাঁরা বারোয়ারী পুজোর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?— এসব জটিল প্রশ্নের উত্তর একমাত্র গবেষকরাই দিতে পারবেন, তবে কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য এটুকু বলা যেতে পারে যে চাঁদা আদায়ের ব্যাপারটি আমাদের এ দেশের প্রথা নয়। ঐ শব্দটি ফারসী সুতরাং মনে করা কঠিন নয়, এ ব্যাধি বিদেশের। আর বারোয়ারী পুজো?— প্রথম কৃতিত্ব কার? শান্তিপুরের না গুপ্তিপাড়ার? না সকল হুজুগের জন্মদাতা এই শহর কলকাতার?— কে বলবে!

শান্তিপুর বা গুপ্তিপাড়া কি ভাবে এ ওকে পাল্লা দিয়ে মায়ের পুজো করত, তার চমকপ্রদ ইতিহাস আজো হয়ত কিংবদন্তীর মতন লোকের মুখে শোনা যায়। কিন্তু কলকাতার ইয়ারদের চাঁদা আদায়ের কথা লেখা আছে ছাপার অক্ষরে। জোর জবরদস্তির যুগ তখনো বোধহয় আরম্ভ হয়নি। কিংবা হলেও তা এমনই কৌতুকের অন্তরালে চাপা পড়ে ছিল যে তার কথা মনেই পড়ে না। আর তা ছাড়া ইয়াররাও ছিলেন এক ধরনের যদু, আয়েসী ও আমোদ প্রিয়— সুতরাং তাদের দ্বারা কি শক্তি প্রয়োগ সম্ভব?

শরতের সোনার রোদ্দুর কলকাতার গায়ে যেদিন স্নিগ্ধ মাধুর্য ছড়িয়ে দিত, শিউলি ঝড়ে পড়ত শিশির ভেজা ঘাসে, কিংবা শহর কলকাতার পোড়ো জমিতে যখন দেখা দিত অজস্র কাশ ফুলের সমারোহ, তার অনেক আগে থাকতেই ইয়ারবাবুরা সচেষ্ট হয়ে উঠতেন। এঁদের ভাড়া করা ছক্কর গাড়ির ঝুনু ঝুনু ছুনু ছুনু শব্দ শোনা যেত পাড়ায় পাড়ায়। বড়োলোকদের বাড়ির কাছে গলির মোড়ে কখনো কখনো এঁদের গাড়িকে দেখা যেত দাঁড়িয়ে থাকতে। এঁদের দিকে তাকালে কখনো নজরে আসত যে এঁরা গাড়োয়ানদের সঙ্গে দরকষা করছেন, আবার কখনো দেখা যেত বড়োবাবুর দেখা পাবার জন্য দারোয়ানকে দিচ্ছেন টিপস। চাঁদা দেওয়া লোকের সংখ্যা একালের মত সেকালেও ছিল খুবই কম। তাই নানা ধরনের লোকের মুখোমুখি হতে হত তাঁদের। কোথাও টাকা পাওয়ার অবাধ প্রতিশ্রুতি পেতেন, কিন্তু কার্যকালে পেতেন না টাকা। সে প্রতিশ্রুতি হাওয়ার মতই মিলিয়ে যেত আকাশে বাতাসে। কোনো কোনো জায়গায় এঁরা একেবারে সোজা গলা ধাক্কা খেতেন, কোথাও আবার রীতিমত ঠেলাঠেলি। আর ঠাট্টা তামাশা? —নাঃ, তার কথা না তোলাই ভালো।

উত্তেজিত হবার অনেক প্ররোচনা থাকা সত্ত্বেও, ইয়ারবাবুদের দল মোটামুটি ঠাণ্ডা থাকতেন। একটুও চটতেন না। বরং কৌতুক করে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে সদা তৎপর থাকতেন।

একবার তাঁরা গিয়ে হাজির হলেন এক চোখ কানা এক সোনার বেনের কাছে। বেনেবাবু ছিলেন বেজায় কৃপণ। বেজায়। নিজের বাক্সে ইনি বলতেন, 'খাবার পরিবার'। আর এই 'খাবার পরিবার'কে দুবেলা দু' মুঠো অন্ন দিতে ছিলেন রীতিমত কুণ্ঠিত। এই হাড়কিপটে বেনের কাছে ইয়ারমশাইরা গিয়ে মেলে ধরলেন চাঁদার খাতা। চাঁদা মানেই অপব্যয়, বেনেমশাইতো রেগে রেগে আগুন। এঁদের হাঁকিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি কোনো বাজে খরচে নেই, সুতরাং—'

ইয়ারবাবুরা সঙ্গে সঙ্গে লুফে নিলেন কথাটি। ধরলেন চ্যালেঞ্জ। তারপর বেনেবাবুর বাজে খরচ বের করবার জন্য উদ্যোগী হলেন। তবে বার বার মনে সংশয় জাগল, সত্যি সত্যিই কি এ বাবুর বাজে খরচ নেই? এক কণাও না?

তামাকের গুলগুলির দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে সেগুলি পর্যন্ত সযত্নে সুরক্ষিত। কোম্পানির কাগজের সঙ্গে সমান যত্নে সেগুলিকে রাখা হয় বাক্সের ভেতর। বালিশের ওয়াড়, বা ছেলেদের পোশাক—এগুলির কোনোটিকেই তিনি তৈরী করান না দর্জিদের দিয়ে। বেনেবাবু নিজেই ওগুলি তৈরী করেন নিজের অবকাশ মতন। এদিকে তিরিশ লাখ টাকার বাবুর কোম্পানির কাগজ আছে। সে বাবদ সুদ আর চোটায় বাবুর ভালোই রোজগার পাতি হয়। কিন্তু না, এক পয়সাও তিনি এর থেকে নিজের প্রয়োজনে খরচ করেন না। পৈতৃক পেন্সন যা রোজগার হয়, তাতেই নির্বাহ করেন সংসার খরচ। —মোটকথা, বেনেবাবুর বাজে খরচ নেই বললেই চলে।

তবু ইয়ারবাবুরা নাছোড়বান্দা।। অনেক পরিশ্রমের পর এই সচেতন কৃপণের কাছে এঁরা আবিষ্কার করে ফেললেন একটি বাজে খরচ। হঠাৎ এঁদের দৃষ্টি পড়ল বেনেবাবুর চোখের দিকে। আগেই বলা হয়েছে বাবুর একটি চোখ কানা। অথচ এঁর চশমাখানি পরকলা। সঙ্গে সঙ্গে এক ইয়ার লাফিয়ে উঠে বলে উঠল: 'মশাই, আপনার বাজে খরচ আছে, আর তা আমাদের কাছে ধরা পড়ে গেছে'—

বেনে মশাই চোখ পাকিয়ে বললেন: 'কী রকম?'

ইয়ারবাবু বললেন: 'একটি পরকোলা আপনার বাজে খরচ। হয় ওটি খুলে ফেলুন, নতুবা আমাদের কিছু দাম কমুন।'

বেনেবাবু এবার সত্যি-সত্যিই বেকুব বলে গেলেন। তবে ভেতরে ভেতরে একটু খুশিও না হয়ে পারলেন না। আর সেই খুশিতে মাথাপিছু বেনেবাবু দুটি সিকি চাঁদা দিয়ে ফেললেন।

চাঁদা লোভাতুর ইয়ারবাবুদের এই ছিল চাঁদা আদায়ের পথ। বড়ো বড়ো ধনীবাবুদের বাড়ি এইভাবে ঘুরে ঘুরে আদায় করতেন তাঁরা চাঁদা। যে যেমন মানুষ, আর যে যেমনটি চান, তাকে ঠিক সেইভাবেই তুষ্ট করে ও খোশামোদ করে এঁরা আদায় করতেন চাঁদা। এই কৌশলের কল্যাণে এঁরা কখনো কখনো আশাতীত সাফল্য লাভ করতেন।—হুতোমের নকশায় এ জাতীয় নানান আখ্যান আছে ছড়িয়ে।

এই ইয়ারবাবুদের হাতে হুতোম নিজেও একবার শিকার হলেন।

হুতোম মানে কালীপ্রসন্ন সিংহ।

পুজোর কিছুদিন আগের কথা। আশ্বিনের রোদে তখন এসেছে পুজোর গন্ধ। বাতাসে পাওয়া যাচ্ছে শারদীয় ছুটির আভাস। সিংহদের বাগানের ভেতর পুকুরের পাড়ে দেখা দিয়েছে রাশ রাশ সাদা কাশ ফুল।

ঐ রকম এক আসন্ন পুজোর সকালে হেঁটে যাচ্ছিলেন সিংহ-মশায় স্বয়ং। হঠাৎ চাঁদা-প্রার্থী একদল ইয়ার ঘিরে ধরল তাঁকে। আর সকলেই এক সঙ্গে চীৎকার করে উঠল, 'ধরেছি-ধরেছি—'। চীৎকার চেঁচামেচিতে অনেক লোক ছুটে গেল। সিংহমশাই তো অবাক। সবিস্ময়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপারখানা কি হে?'

ইয়ারদের ভেতর থেকে একজন বলে উঠল: 'মহাশয়, আমরা আপনার সাহায্যপ্রার্থী।'

সিংহ-মশায় বললেন: 'কি রকম?'

তখন আরেকজন বলে উঠল, 'আমাদের বারো-ইয়ারি পুজোর মা ভগবতী আসছিলেন কৈলাস থেকে সিংহের ওপর চড়ে পথে সিংহের পা ভেঙে গেছে। সুতরাং তিনি আসতে পারছেন না। রয়ে গেছেন সেখানেই।—আমাদের স্বপ্ন দিয়েছেন যে যদি আর কোনো সিংহ যোগাড় করতে পারো, তা হলেই আমাদের যাওয়া হয়। নতুবা নয়। কিন্তু মশাই, আমরা আজ এক মাস ধরে নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি কোথাও দেখা পেলাম না সিংহের: আজ কপালগুণে যখন আপনার দেখা পেয়েছি, তখন আর আপনাকে ছাড়তে পারব না। চলুন, যাতে মায়ের আসা হয়, তার ব্যবস্থা করবেন।'

ইয়ার দলের এই আশ্চর্য রসবোধ দেখে খুশি হলেন হুতোম। গল্প শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই হেসে উঠলেন হা-হা করে। ওদের চাঁদা আদায় করার কৌশলকে তারিফ না করে পারলেন না। তাই সঙ্গে সঙ্গে রসিকতার স্বীকৃতি হিসাবে একটি মোটা টাকা দান করলেন।

যাই হোক, এইভাবেই ইয়ারের দল চাঁদা আদায়ের উপায়কে একটি মজার খেলায় রূপান্তরিত করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মজার লোক না থাকলে এ মজার খেলা জমে না। তাছাড়া লোকে যে সর্বদা খুশি মনে টাকা দেয়, তাও নয়। তাই ঐ চাঁদা আদায়ের পথটা দিনে দিনে খারাপ হতে থাকে। আর হলোও তাই।

সেবার আঠার চল্লিশ সাল। ঘটনাটি ঘটল বেহালায়। উপলক্ষ এই 'বারো-এয়ারি' পুজো। বিখ্যাত সাবর্ণ চৌধুরী পরিবারের ছেলেরা জড়িয়ে পড়লেন এ ঘটনায়। বেহালার রাস্তা দিয়ে লোক যাতায়াতের উপায় ছিল না এই চাঁদা-লোভাতুর যুবকদের জ্বালায়। চাঁদা না দিয়ে গেলে এঁরা ছাড়েন না। যাঁরা ডুলি বা পালকিতে যেতেন, অথবা সঙ্গে নিয়ে যেতেন সালঙ্কারা মেয়েদের, তাঁদের ওপর এই বারো ইয়ারদের কোপ আরো বেশি করে পড়ত। তারা যে রকম দাবি করত, ঠিক সেই দাবি অনুযায়ী চাঁদা দিতে হত। নইলে মেয়েদের সামনেই শুনতে হত অশ্লীল সম্ভাষণ, আর টাকা-পয়সা না থাকলে মেয়েদের গহনা খুলে দিয়ে আপদ করতে হত।

সেকালে চব্বিশ পরগনার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন প্যাটন সাহেব। এঁর কাছে যথাসময়ে এইসব উপদ্রবের কথা গিয়ে পৌঁছল। সাহেব ছিলেন ভীষণ কড়া লোক। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিলেন।

সেদিন সকালবেলা একদল পালকি বেহারা একটি পালকি নিয়ে বেহালার বারোয়ারীতলার সামনে দিয়ে চলেছিল দূর গ্রামের পথে। পালকি বেহারাদের 'হুহুম-না-হুমু-না' শব্দে মুখর হয়ে উঠেছিল বারোয়ারীতলা। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন ইয়ার এগিয়ে এসে পালকি থামাল। তারা বেহারাদের ডেকে বলল, 'বাপু হে এমনি পালিয়ে গেলে চলবে না, চাঁদা চাই।'

বেহারা বলল: হুজুর তো আমাদের সঙ্গে আসেনি বাবু, বৌ-রানী একা চলেছেন পালকিতে। উনি তো আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন না!'

ইয়াররা বলল: 'সে জানি না, চাঁদা চাই—'

বেহারার দল বলল: 'আমাদের কাছে টাকা নেই, আমরা কেমন করে চাঁদা দেব বাবু?'

ইয়ার-মশাইরা চোখ ছোট করে বলল: 'তবে তোমাদের বৌ-রানীকে বের কর, তিনিই চাঁদা দেবেন।'

হায় হায় করে উঠল বেহারারা। একি অশালীন কথা! পালকির গায়ে ঘেরাটোপ। কে তুলবে এই আবরণ? বেহারারা অস্বীকার করল, তারা বলল: 'না মশাই, আমরা এ-সব পারব না। তুলতে হয় আপনারা তুলুন।'

এরপর ইয়ারের দল হৈ-হৈ করে গিয়ে ঘিরে ধরল পালকি। তুলে ফেলল ঘেরাটোপ। সরিয়ে দিল বধূর মুখের ঘোমটাও। আর সঙ্গে ঠিক সেই মুহূর্তে ঘটে গেল অঘটন। বৌরানীর আবরণ খসে পড়ল। সে পোশাকের অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এলেন স্বয়ং প্যাটন সাহেব।

সাহেবকে দেখে ইয়ারের দল চেষ্টা করলেন পালাতে। কিন্তু পালাবার পথ কোথায়? বেহারার দল তখন সব পথ বন্ধ করে দিয়েছে। ধরে ফেলেছে সবাইকে। আর প্যাটন সাহেব বসে গিয়েছেন বিচারে। তাই সব কটিকে ধরে চালান দিলেন সদরে।

*

নাঃ, এখানেই শেষ করা যাক।

চাঁদার গল্প অনেক। কখনো রসে বা কখনো রোষে এই ইয়ারের দল চলেছেন চাঁদা আদায় করে। বারোয়ারীমণ্ডপে দেবী দশভুজা আসবেন, অথচ পাড়ায় চাঁদা আদায় হবে না এ কখনো হয়?—বারোয়ারী পুজো আজো চলেছে, সুতরাং চাঁদা আদায় হবেই। তবে সেকালের সঙ্গে একালের ব্যবধান ঘটে গেছে অনেক। তাই রীতিবদল হয়েছে। সিংহ-মশাই এখন নেই, নেই প্যাটন সাহেবও। কেবল রয়ে গেছে চাঁদা ঐতিহ্য। বারোয়ারী-মণ্ডপে দেবী আসেন চাঁদার বাহনে।

খাদি গ্রামোদ্যোগ ভবন

সরকার প্রদত্ত রিবেট ২৮।৯।৭১ পর্যন্ত

সুতী খাদিতে—২০%

সিল্ক খাদিতে—২৫% (রিল্ড)

" —৩৫% (স্পান)

২৪, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ, কলিকাতা—১২

ফোন ২৩-৬৩৫৯

প্রত্যহ ৯-৩০ মিঃ থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা।

মেসার্স অগ্নিকু, কায়স্থপাড়া, হালতু (২৪ পরগণা); হুগলী প্রিন্টস, ১২০ নেতাজী সুভাষ অ্যাভেনিউ, শ্রীরামপুর এবং মাখন সিল্ক প্রিণ্টিং অ্যাণ্ড ডাইং ওয়ার্কস, ৭১ পটুয়াপাড়া লেন, শ্রীরামপুর (হুগলী)-এর সৌজন্যে প্রচারিত।

(৪৭১এ)

৬৫ বছর ধরে জনপ্রিয়— আজও সবার সেরা

লিলি'র থিন এরোরুট বিস্কুট

LBC/12 লিলি বিস্কুট কোম্পানি প্রাঃ লিঃ কলিকাতা-৪

লক্ষপতি আপনিও হতে পারেন...

এ-বি-এন্ লটারি

(পঃ বঃ সরকার অনুমোদিত)

মাত্র ৫০ পয়সার ১টি টিকিট কিনে লক্ষ টাকা জিতুন, আর সেইসঙ্গে—জড়বুদ্ধি ও বিকলাঙ্গ শিশুদের জন্য আবাসিক নিরাময়-ভবন নির্মাণের মহৎ প্রচেষ্টায় অংশ নিন।

প্রথম পুরস্কার : ১,০০,০০০ টাকা

● এবং আরও ২০৫টি নগদ পুরস্কার ●

● ● বিক্রেতাদের জন্য বিভিন্ন আকর্ষণীয় বিশেষ পুরস্কার ● ●

টিকিট ৫০ পয়সা ● খেলা : ১৭-১০-৭১

: যোগাযোগ করুন :

অবৈতনিক সম্পাদক, এ-বি-এন লটারি

১১/৭এ রামকৃষ্ণ দাস লেন, কলকাতা : ৯ ॥ ফোন : ৩৫-৮০১১

চিকিৎসকের পদোন্নতি নিয়ে মতবিরোধ

স্টাফ রিপোর্টার

কলকাতার একটি সরকারী মেডিকেল কলেজের জনৈক অধ্যাপক চিকিৎসকের পদোন্নতিকে কেন্দ্র করে স্বাস্থ্য দফতর ও লিগাল রিমেমব্রান্স দফতরের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। এবং ওই মতদ্বৈধতা কলেজের প্রশাসনেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

আর জি কর কলেজে প্রসূতি ও ধাত্রীবিদ্যা বিভাগের প্রধান ডাঃ সি এস দাঁ-র নিয়োগকে কেন্দ্র করেই ওই মতবিরোধ। ডাঃ ননী ভট্টাচার্য মন্ত্রী থাকাকালে ডাঃ দাঁ আর জি কর হাসপাতালের ওই বিভাগের প্রধানপদে নিযুক্ত হন। কিন্তু ওই সময় এই হাসপাতালের উল্লিখিত বিভাগের 'সিনিয়র মোস্ট' প্রবীণ অধ্যাপক চিকিৎসক ডাঃ শিবদাস হাজরা ওই নিয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। তাঁর বক্তব্য, সব দিক দিয়ে অধিকতর যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে ডিঙিয়ে দাঁকে বিভাগীয় প্রধান হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু সেই প্রতিবাদে তখন কোন কাজ হয়নি। সম্প্রতি রাজ্যের লিগাল রিমেমব্রান্স দফতর এ সম্পর্কে এইরূপ অভিমত দিয়েছেন যে, ডাঃ হাজরাকেই বিভাগীয় প্রধান হিসাবে নিয়োগ করা রাজ্য সরকারের পক্ষে একান্ত কর্তব্য ও বাধ্যতামূলকও বলা যেতে পারে। তার কারণ, সব দিক থেকে তিনিই ওই পদের যোগ্য ব্যক্তি।

এ সম্পর্কে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের একজন মুখপাত্র জানান যে, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয়েছে। লিগাল রিমেমব্রান্সারের মতামতসহ ফাইলটি স্বাস্থ্য দফতরের অধিকর্তা ডাঃ হীরালাল সাহার কাছে পাঠানো হয়েছে। ডাঃ সাহার মতামত জানার পর এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।

ওই কলেজের এক শ্রেণীর চিকিৎসক অভিযোগ করেন, ডাঃ হাজরা প্রফেসার হওয়া সত্ত্বেও একজন রিডারকে তাঁর উপর বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্য দফতরের অধিকর্তা ডাঃ সাহা এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, এ ব্যাপারে শীঘ্রই নিশ্চয়ই একটা কিছু করা হবে।

টাটার কর্মচারীরা বোনাস নিলেন

টিস্‌কো সংঘর্ষ সমিতির বোনাস বয়কট আন্দোলন অমান্য করে গত ১৯ সেপটেম্বরের ভেতর টাটা স্টিলের প্রায় সব কর্মচারী তাঁদের বোনাস ও 'এক্স-গ্রেসিয়া'র টাকা নিয়েছেন বলে কোম্পানির মুখপাত্র জানান। এমন কি, রবিবার দিনও বোনাস দেওয়া হয় এবং এজন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। শান্তিপূর্ণভাবে বোনাস বণ্টন দেখে মনে হয়, অনেকেই লাঞ্ছিত হওয়ার ভয়ে সময়মত বোনাস নিতে সাহস করেননি।

কলকাতায় ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেব

ফুরফুরা শরীফের আলা হজরত পীর সাহেব সকলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের সুবিধার জন্য প্রত্যেক রবি, সোম ও মঙ্গলবার কলকাতার ৬।১, মাতান স্ট্রীট-এ খানকা শরীফে বসছেন। ওয়ারদুল হক একথা জানিয়েছেন।

লন্ডনে পত্রিকা ধর্মঘটের নিষ্পত্তি

লন্ডন, ২৩ সেপ্টেম্বর—পাঁচ দিন পর আজ ভোরে লন্ডনের সংবাদপত্র-পাড়া আবার পাঠক-ক্রেতার ভিড়ে মেতে উঠেছে। গত শনিবার থেকে এখানকার জাতীয় পত্রিকাগুলির প্রকাশনা বন্ধ থাকে।

গতকাল সন্ধ্যায় ঘোষণা করা হল সংবাদপত্র প্রকাশনা আর বন্ধ থাকছে না। গোলমাল মিটে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই 'ইভিনিং স্ট্যানডারড' একটি বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ করার প্রস্তুতি নিল। আজ ভোরে তারই আত্মপ্রকাশ। আগামীকাল ভোর থেকে বাকি পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হবে।

—রয়টার

অবনীন্দ্রনাথ জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপন

কলকাতার ইউনিভারসিটি উইমেন্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে সম্প্রতি বৃটিশ কাউন্সিলে অবনীন্দ্রনাথ জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীপরিতোষ সেন শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার মূল্যায়নে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করেন।

শ্রী সেন বলেন, অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্পকলার মুক্তির পথপ্রদর্শক। কিন্তু ভারতীয় চিত্রশিল্পকে রাজপুত ও মোগল শিল্পধারার সঙ্গে যুক্ত করে তিনি যেন কিছুটা পিছনের দিকে ফিরে গিয়েছেন।

পরলোকে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী লক্ষ্মণচন্দ্র সাধুখাঁ

হুগলী জেলার রিষড়া নিবাসী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী লক্ষ্মণচন্দ্র সাধুখাঁ গত ১৭ই সেপ্টেম্বর (১৯৭১), শুক্রবার বেলা ২-৫০ মিনিটে কলিকাতাস্থ নার্সিং হোমে মাত্র ৫২ বৎসর বয়সে হৃদরোগে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। নিরলস কর্মদক্ষতা, উদারতা এবং অমায়িক ব্যবহারে তিনি ছিলেন সকলের প্রিয়। তিনি শ্রী রা ম পু র রা ই স মি ল স অ্যা সো সি য়ে শ নে র অবৈতনিক সম্পাদক এবং বেঙ্গল রাইস মিলস অ্যাসোসিয়েশন ও মাস্টার্ড অয়েল মিলার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল-এর কার্যকরী সমিতির সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং অন্যান্য বহু সুপরিচিত ব্যবসায়ী সমিতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। নিরহংকার মধুর ব্যবহারের জন্য তিনি বিভিন্ন সরকারী এবং বেসরকারী মহলে বিশেষ পরিচিত ছিলেন।

মৃত্যুকালে তিনি বৃদ্ধা মাতা, স্ত্রী, চার পুত্র, পাঁচ কন্যা, চার ভ্রাতা ও বহু গুণমুগ্ধ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অকালপ্রয়াণে সংশ্লিষ্ট মহলের প্রভূত ক্ষতি হইল।

বিশেষ পুজা রিবেট

টাকা প্রতি ১০ পয়সা

সকল বিক্রয়কেন্দ্র শনি ও রবিবার এবং ছুটির দিন সমেত প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা

[উৎসবের দিনে ও প্রতিদিনে]

বাংলার অতুলনীয় তাঁতবস্ত্র

তন্তুজ কিনে খুশি হবেন।

নানা রঙের ও ডিজাইনের

ধুতি ● লুঙ্গী সার্টের কাপড় শাড়ি বেড কভার প্রভৃতি

ন্যায্য দাম—পরে আরাম—বৈশিষ্ট্য চিরকাল

সকলের রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী 'তন্তুজ' পাবেন।

আপনার কাছাকাছি বিক্রয়কেন্দ্র থেকে পছন্দমত কেনাকাটা করুন।

কলিকাতা: ২৩, গড়িয়াহাট রোড, গোল পার্ক (গীত-ভাস বিল্ডিং) ● ৪০, বাগবাজার স্ট্রীট ● ২০৩/২সি, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট (বিধান সরণী) ● ১২৯/১এ, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট (বিধান সরণী) ● ১২২/১এ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড ● ৯১, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড ● ৮০, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড ● ১৬১, বেলেঘাটা মেন রোড ● ২০৮, বড়বাজার স্ট্রীট ● ১২৮, হাজরা রোড ● পি-৫৪১, ব্লক 'এন', নিউ আলিপুর। ২৪ পরগনা: কলোনী ক্রশিং, বারাসত। বেহালা: ৬৯, ডি এইচ রোড, বটতলা শ্রীরামপুর ● বাজারপাড়া, হুগলী। হাওড়া: ২০৯, শিবপুর রোড, হাওড়া। নদীয়া: সূত্রাগড়, শান্তিপুর। বর্ধমান: ৪৯/১, জি. টি. রোড (টাউন হল), বর্ধমান ● ৩৭২, জি. টি. রোড, আসানসোল। বাঁকুড়া: ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়ন বিল্ডিং, মাচানতলা, বাঁকুড়া। মেদিনীপুর: এস. টি. ই ১৬৫, গোলবাজার, খড়গপুর। পশ্চিম দিনাজপুর: ষ্টেশন রোড, রায়গঞ্জ। জলপাইগুড়ি: মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি। শিলিগুড়ি: সমবায়িকা, হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি। দুর্গাপুর: বেনাচিতি মার্কেট, নাচন রোড, দুর্গাপুর।

সেন্ট্রাল সেলস্ ডিপো ও পাইকারী বিভাগ:

দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট হ্যাণ্ডলুম উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

৬৭, যতীদাস স্টেপস্ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ● ফোন: ৩৪-৩৩৩৮

মঙ্গল ঘট...

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনাবাহী মঙ্গল ঘট। আজ থেকেই উৎসবের আমোদ আহ্লাদের শুভারম্ভ হোক। সেঞ্চুরীর মনোহারী ও রঙবেরঙের প্রিণ্ট পরিধানে আপনার মন খুশিতে ভরে উঠবে। অনুরাধা, বিনোদিনী, টু x টু মল্লিকা, আর লেস বিউটি শাড়ির মধ্যে যেটি পছন্দ সেটি বেছে নিন। শুধু তাই নয়, আপনার সারা পরিবারের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলুন। ওদের জন্যে নিন সেঞ্চুরীর বিবিধ সার্টিং, পরমসুখ ধুতি, কেমব্রিক, পপলিন, ভয়েল, ডোরিয়া, সাদা লংক্লথ এবং আরো মনমোহিনী নানা রকম কাপড়।

দি সেঞ্চুরি স্পি. এণ্ড ম্যানু. কোং লিঃ বোম্বাই-২৫ ডিডি

সেঞ্চুরি—১০০% সুতী কাপড়ের জন্য

সেঞ্চুরি শাড়ী

সোলিং এজেণ্ট: মেসার্স রাধেশ্যাম কৃষ্ণকুমার অ্যাণ্ড কোং, ১৯৬, যমুনালাল বাজাজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭। অনুমোদিত রিটেলার: ফ্যাব্রিক হোম, ৪৬ রফি আমেদ কিদোয়াই রোড (পার্ক স্ট্রীট ক্রসিং) কলকাতা-১৬

বন্দে মাতরম্
আনন্দবাজার পত্রিকা
শুক্রবার, ৭ আশ্বিন, ১৩৭৮

দিনের বাণী

উদ্দেশ্য অনেক আছে, উপায় এদেশে নাই। আমাদের মস্তক আছে, হস্ত নাই; আমাদের বেদান্ত মত আছে, কার্য করিবার ক্ষমতা নাই; আমাদের পুস্তকে মহা সাম্যবাদ আছে, আমাদের কার্যে মহা ভেদবুদ্ধি। —স্বামী বিবেকানন্দ

আন্তর্জাতিক আসরে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ বিশ্ব-মানুষের কাছে নূতন একটি দেশের নাম। সে দেশে মাটি আছে, মানুষ আছে, সরকার আছে, মুক্তিফৌজবাহিনী আছে, বেতার আছে, অর্থনীতিও আছে। এমন কী বিদেশের মাটিতে একাধিক মিশনও আছে। নাই শুধু—রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি। কেন নাই, সে এক সহজ জিজ্ঞাসা। কিন্তু উত্তরটি তাহার জটিল। বিশেষত, এই উভয় দেশগুলির অধিকার যাঁহাদের আছে, তাঁহাদের মুখের দিকে তাকাইলে তাহাই মনে হয়। আমরা রাষ্ট্রপুঞ্জের কথা বলিতেছি। সাধারণ পরিষদের ২৬তম সম্মেলন বসিয়াছে। যবনিকা কম্পমান। সকলের আশা বাংলাদেশ-প্রশ্ন সেখানে উত্থাপিত ও আলোচিত হইবে। কেননা, ইহার সঙ্গে শুধু সাড়ে সাত কোটি মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নহে, একালের ইতিহাসের নির্মমতম গণহত্যার কাহিনীও জড়িত। বাংলাদেশ হইতে আটজনের একটি প্রতিনিধি দল সে-কারণেই নিউইয়র্ক ...

... বক্তব্য চারিটি: এক, পাকিস্তানকে বাংলাদেশে রাজনৈতিক মীমাংসা খুঁজিতে হইবে, দুই, ভারতে আগত শরণার্থীদের উপযুক্ত পরিবেশে দেশে ফিরাইয়া লইতে হইবে; তিন, মুজিবর রহমানকে মুক্তি দিতে হইবে, এবং চার, এই সত্য মানিয়া লইতে হইবে যে, বাংলাদেশের সমস্যা পাক-ভারত সমস্যা নয়। সেক্রেটারি-জেনারেলের বিবরণে এই দাবির সার স্বীকৃত। রাজনৈতিক মীমাংসার উপর তিনিও জোর দিয়াছেন। প্রকারান্তরে জানাইয়া দিয়াছেন—আর-এক মালিক ঢাকায় গদিয়ান হইয়াছেন বলিয়াই সব সমস্যা গলিয়া জল হইয়া যায় নাই। কিন্তু গোষ্ঠী-নিরপেক্ষেরা তবু ঝাড়িয়া কাশিবেন না। তাই বলিয়াছি—আন্তর্জাতিক রাজনীতি বড়ই জটিল। সেখানে বিশাল চীনের অস্তিত্ব দশকের পর দশক উহ্য থাকিয়া যায়, আবার তাহাকে স্বীকৃতি জানাইবার জন্য ভূতপূর্ব প্রতিবাদীদের মধ্যেই অনুরাগের ঢল বহিয়া যায়!

... সামনে ঘটিয়া চলিয়াছে। যাহা সূর্যোদয়ের মতোই স্পষ্ট, সর্বজন-স্বীকৃত সত্য।

সাধারণ পরিষদের বৈঠকের মাত্র কয় দিন আগে ভারতের রাজধানীতে একটি বিশ্ব-বৈঠক বসিয়াছিল। সেখানেও হাজির ছিলেন ২৪টি দেশের প্রতিনিধি। বৈঠকটি অবশ্য রাষ্ট্রপুঞ্জের বৈঠকের মতো সরকারী শিলমোহরাঙ্কিত নয়—একান্তভাবেই বে-সরকারী। কিন্তু নিশ্বিধায় বলা যায়—অনেক বেশী প্রতিনিধিমূলক। কেননা, যাহাকে বলে প্রকৃত জনমত তাহারই যথার্থ প্রকাশ দেখা গিয়াছে দিল্লি-সম্মেলনে। নানা দেশের সংবাদপত্রে যে সব দাবি মুখরিত, কূটনৈতিক ভাষায় যে-সব দাবির কথা কোনও কোনও সরকারের কাছেও স্বীকৃত বলিয়া কথিত—দিল্লিতে তাহারই সহজ স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিধ্বনি শোনা গিয়াছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মতোই এই জনমতের ভিত্তি নৈতিকতায় দৃঢ়। বস্তুত রাষ্ট্রীয় আচরণে যে দ্বিধা, ...

রাজ্য ও রাজনীতি / বরুণ সেনগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গে এখন টাকা সমস্যা নয়, কিন্তু—

কেন্দ্রীয় তথ্য দফতর কলকাতায় একটা সাংবাদিক-সেমিনারের আয়োজন করেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন "স্পট লাইট অন ওয়েস্ট বেংগল"। উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিম বাংলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কী কী করছেন এ রাজ্যের কয়েকটি পত্রপত্রিকার "মন্তব্য লেখকদের" তা জানান।

...

এত যোগ্য ব্যক্তি, দক্ষ কারিকর, বেকার ইনজিনিয়ার রয়েছেন, এ রাজ্যে এত লোক কাজের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, অথচ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বলছেন অত টাকার কাজ করাবার মত সংগঠন অর্থাৎ লোকজন তাদের নেই! এ একটা বিচিত্র পরিস্থিতি!

এই বিচিত্র পরিস্থিতি কেন সৃষ্টি ...

... করে বলা হোক, এই কাজ তোমাকে এতদিনে শেষ করতে হবে। যিনি তা পারবেন না তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হোক। যদি কোনও দফতর ব্যর্থ হয় তো তার প্রধান প্রধান অফিসার ও কর্মীকে অবিলম্বে বরখাস্ত করা হোক। যদি কোনও স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান; অর্থাৎ ...

... বাংলার উপর পার্শ্ববর্তী রাজ্যের জীবিকাসন্ধানীদের বিশেষ চাপের প্রসঙ্গও।

কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা অনেকে এই প্রশ্নগুলি আলোচনা করেন। কেউ আবার তা সম্পূর্ণ পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। কেউ কেউ আইন ও শৃংখলা, শ্রমিক অসন্তোষ, কলকাতাভিত্তিক কিছু শিল্পপতির অসাধুতা ইত্যাদি প্রসঙ্গ তুললেন। কিন্তু সকল কেন্দ্রীয় প্রতিনিধির জবাবে একটা বক্তব্য কমন ছিল। তারা প্রায় সবাই বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গ যে সুযোগ সুবিধাগুলি পেয়েছে সেগুলিরই বা সদ্ব্যবহার করা হয়নি কেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র যে টাকা পয়সা দিয়েছে তাই বা প্রতি বছর খরচা হয়নি কেন—টাকাগুলি বৎসরান্তে কেন্দ্রীয় তহবিলে ফেরৎ গিয়েছে কার দোষে?

ঝুড়ি ঝুড়ি নজির দিয়েছেন তাঁরা। কৃষি উন্নয়নের জন্য নানা কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে বিভিন্ন রাজ্য ...

... পরিচয় দিচ্ছেন তাঁদের কোনও মতেই ক্ষমা করা যায় না।

আমার দুটো প্রস্তাব আছে এই ব্যাপারে। প্রথম প্রস্তাব : সব কাজের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হোক। স্পষ্ট ...

... লক্ষ টাকা চুরি করতে শুরু করেছেন।

এটা ক্ষমাহীন অপরাধ। কলকাতার কাজে যাঁরা চুরি করছেন, ফাঁকি দিচ্ছেন তাঁদের চরম শাস্তি হওয়া প্রয়োজন।

অশান্ত বীরভূমে দেবী আবাহন

যে বীরভূমে অশান্তির আগুন এখনও ধিকিধিকি জ্বলছে, যেখানে শহরে-গ্রামে সর্বস্তরের মানুষ দিবারাত্র আতঙ্কগ্রস্ত জীবন কাটাচ্ছেন, যেখানে প্রায় সাধ-শত পরিবার প্রিয়জন হারানোর বেদনায় মুহ্যমান, যেখানে সহস্রাধিক পরিবারের কেউ-না-কেউ উগ্রপন্থীরূপে হয় কারাজীবন, নতুবা পলাতকজীবন বরণ করেছেন কিংবা উগ্রপন্থী-সন্দেহে নির্যাতন-জুলুম-হয়রানির শিকারে পরিণত হয়েছেন—সেই অবহেলিত, অপবাদগ্রস্ত এবং তথাকথিত সৌভাগ্যবানদের কাছে বিভীষিকা রাজস্বরূপে পরিচিত বীরভূম জেলাতেও দেবী দুর্গার আবাহন-আরাধনার আয়োজন যথারীতি হয়েছে। ...

... মতো। তাই এবার দেবী দশভুজার আবাহনে ওই ধনী-সম্পদশালীদের তেমন সাড়া মেলেনি, অথচ গ্রামের পুজোর আড়ম্বর-জাকজমক এখনও ধনীসমাজের দাক্ষিণ্যের উপরেই নির্ভর করে। সাধারণ মানুষ সেই জাকজমকের কিঞ্চিৎ রসাস্বাদন করেন মাত্র। এবারে অবশ্য সেই সাধারণ মানুষের জীবনে দুর্দশা-বিড়ম্বনার অন্ত নেই, তাদের পক্ষে এবারে পুজোর আনন্দভোগ দুরাশা ছাড়া কিছু নয়। তাদের জীবনে বিড়ম্বনার একটি কারণ হল ধরপাকড়ের ভয়—সেজন্যে উগ্রপন্থী-অধ্যুষিত বহু গ্রামের অধিবাসীরা সন্ত্রস্ত হয়ে আছেন।

দরিদ্র সাধারণ মানুষ, নিম্নমধ্যবিত্ত, ভূমিহীন-চাষী মজুরদের ...

... দিয়ে ... হওয়ার ফলে বেকার চাষী মজুরের সংখ্যা আগে থাকতেই বেড়েছে। তাছাড়া পুজোর আগে গ্রামে যে-সব সংস্কারের-মেরামতির কাজ হয় এবারে সেগুলো কমে যাওয়ায় কাজের অভাব আরো প্রকট হয়েছে। ৩। বন্ধকী-কারবার বন্ধ থাকায় প্রয়োজন মত জমিজমা থেকে আরম্ভ করে গহনা ও বাসনপত্র বন্ধক রাখা সম্ভব হচ্ছে না। সাব-রেজেস্ট্রি অফিসে জমি-হস্তান্তরের কাজ বন্ধ বললেই চলে। বন্ধকী-প্রথা চালু না থাকায় নিরুপায় হয়ে তাঁরা এখন থালা-ঘটি বাসনপত্র অভাবের তাড়নায় বিক্রী করে দিচ্ছেন। ৪। এর সঙ্গে আছে বন্যা। জেলার ৫০০ বর্গমাইল প্লাবিত হওয়ায় প্রায় ২ লক্ষ লোক বন্যার কবলে পড়েছেন। দশ হাজারের বেশি ঘরবাড়ি ভেঙে পড়েছে—ফলে নিরাশ্রয়ের সংখ্যা বেড়েছে। তিনবার চাষ করে মধ্য-চাষীরা পর্যন্ত কপর্দকশূন্য হয়ে পড়েছেন, অন্যান্যদের দুরবস্থা অবর্ণনীয়। ৫। পুজো এসেছে তাড়াতাড়ি, অথচ অন্য বছরের মতো আউশ-ধান এখনো ওঠেনি। ফলে সাধারণ চাষীদের হাতে পয়সা নেই পুজোয় স্ফূর্তি করার মতো।

গ্রামবাসী-সাধারণ মানুষের এই অভাব-অনটন আর অশান্ত পরিবেশের ...

রাজধানী ✣ রাজনীতি / খগেন দে সরকার

কেরলে সি পি আইয়ের 'রাবার' লাভ

ভারতের কমিউনিসট পার্টি, বিশেষ করে তার কেরল শাখা সকলের বাহবা পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। ও রাজ্যের যুক্তফ্রন্টে কেরলের নব কংগ্রেসকে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা করে সি পি আই এ ...

কেরলে তো এটাই হতে চলছে। যেসব আদর্শগত প্রশ্নে কমিউনিসট দলে ভাঙন ধরেছিল সেগুলি বর্জন করলে হয়ত সি পি এমেরও ঠাঁই হয়ে যেতে পারে।

*

... সে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। ফলে নতুন মন্ত্রিসভায় এই দুই সি পি আই নেতা অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন। তেরো জনের মন্ত্রিসভায় নব কংগ্রেসের ৫; সি পি আইয়ের ৩; আর এস পি ও মুসলিম লীগের ২ জন এবং পি ...

...

লবণ-হ্রদ প্রকল্পে কেলেঙ্কারী

...

কানকাটা সেপাই

...

যৎকিঞ্চিৎ

...

মন নিয়ে

...

আইন কলেজে নির্বাচনে ছাত্র পরিষদের সাফল্য

...

ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আপত্তি নেই

গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনামের কনসাল জেনারেল

জলন্ধর, ২৩ সেপ্টেম্বর—গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনামের কনসাল জেনারেল শ্রীগুয়েন অ্যান ভু আজ এখানে বলেন, ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে তাঁর সরকারের কোনও আপত্তি নেই। তাঁর মতে, এ ধরনের কিছু ঘটলে উভয় দেশই উপকৃত হবে।

শ্রীভু এক সাংবাদিক বৈঠকে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে তাঁর সরকার অনেকটা এগিয়েছেন। ফলে, উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্কেরও অনেকটা উন্নতি দেখা দিয়েছে। তিনি বলেন, কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে তাঁর সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাবেন এবং এ ব্যাপারে ভারত সরকার যদি কোনরকম প্রস্তাব করেন তবে তা সাদরে গৃহীত হবে।

চীন-মার্কিন সম্পর্কে সম্প্রতি যে পরিবর্তন এসেছে সেটা ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সহায়ক হবে কি?—সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে কনসাল বলেন, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে আমরা নিজেদের ওপরই নির্ভর করি।

তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট নিকসন যদি সত্যি সত্যি ভিয়েতনাম সমস্যার সমাধান চান, তবে তাঁকে ভিয়েতনামের লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে।

তিনি বলেন, ভিয়েতনামী এবং মার্কিন প্রতিনিধি দলের প্যারিস আলোচনা কিছুটা ফলপ্রসূ হয়েছে।

শ্রীভু-র মতে, চীন-ভারত সম্পর্কের উন্নতি হলে এশিয়ায় শান্তি ফিরে আসবে।

বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি তাঁর সরকারের পূর্ণ সমর্থন আছে বলে তিনি জানান। —ইউ এন আই

শ্রীমহম্মদ আলির ঢাকার বাসভবনে গেরিলা আক্রমণ

মুজিবনগর, ২৩ সেপ্টেম্বর—রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় পাক প্রতিনিধি দলের নেতা শ্রীমহম্মদ আলির ঢাকার বাসভবনে গেরিলা বাহিনী আক্রমণ করেছে বলে বিশ্বস্তসূত্রে পাওয়া সংবাদে জানা যায়।

শ্রী আলিকে প্রতিনিধি দলের নেতা নির্বাচন করার পরেই ওই আক্রমণ ঘটে। শ্রী আলির স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা বর্তমানে অন্য বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন।

অধ্যাপক দীন মহম্মদের বাসভবনটিও গেরিলা আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যায়। অধ্যাপক মহম্মদ ইয়াহিয়া শাসনের একজন গোঁড়া সমর্থক ছিলেন।

এই গেরিলা আক্রমণের উভয় ক্ষেত্রেই কোন হতাহতের খবর নেই। —ইউ এন আই

শিকারপুরে পাক গোলায় ৯ জন আহত

কৃষ্ণনগর, ২৩ সেপ্টেম্বর—গতকাল অপরাহ্নে শিকারপুর সীমান্ত অঞ্চল থেকে পাক গোলায় আহত নয়জন অসামরিক ব্যক্তিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। পাক সেনারা বিনা প্ররোচনায় শিকারপুর সীমান্ত অঞ্চলের কুরমীপাড়া এবং রানীনগরে গোলাবর্ষণ করে।

ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তাবাহিনী সঙ্গে সঙ্গে তার প্রত্যুত্তর দিলে পাক-হানাদাররা চুপ করে যায়।

এবার নিয়ে গত সপ্তাহে পাক-সেনারা সাতবার ভারতের এই দুটি গ্রামে গোলাবর্ষণ করল। —পি টি আই

তির্যক

—পুজোর আগে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করে পুজোর আনন্দ নষ্ট করে দিল যে অসুর তাকে নিধন কর মা।

আরও একজন সরকারি কর্মচারী বরখাস্ত

প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কলমের পর

রাজ্য সরকারের এক মুখপাত্র বলেন, অন্যান্য বারের মত এবারও পুজোর সময় জরুরী কাজকর্ম চালানোর জন্য সামান্য কিছু কর্মী ও অফিসার অফিসে আসবেন। শরণার্থী এবং বন্যা ত্রাণের জন্য ওই দুই দফতরে ছুটির সময় বেশি লোক রাখতে হবে।

ফেডারেশনের বক্তব্য

শুক্রবার বেতন দিবসে বিশেষ তহবিলের জন্য কো-অরডিনেশন কমিটি সরকারী কর্মচারীদের কাছ থেকে এক দিনের বেতন সংগ্রহের যে কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন এমপ্লয়িজ ফেডারেশন তার সমালোচনা করেছেন।

রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন সম্পাদক শ্রীশান্তিরঞ্জন দে বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, এ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত 'সংগ্রাম তহবিল' আদায়ের সংগ্রামে পরিণত হবে। মাঝখান থেকে বহু সাধারণ কর্মচারী প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হবেন।

পুজো মণ্ডপের পথে প্রতিমা। বৃহস্পতিবার কুমারটুলি। —নিজস্ব-চিত্র

সংবিধান : ২৫তম সংশোধনের পথ সাফ

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর—৭টি রাজ্য বিধানসভা কর্তৃক সংবিধানের ২৪তম সংশোধন বিলটি অনুমোদিত হওয়ায় সংসদে সংবিধানের ২৫তম সংশোধন বিলটি বিবেচনার পথ সাফ হল।

২৫তম সংশোধনের লক্ষ্য ছিল: মৌল অধিকারগুলি সমেত সংবিধানের যে-কোন অংশ সংশোধনের কর্তৃত্ব সংসদকে ফিরিয়ে দেওয়া এবং তদ্দ্বারা গোলকনাথ মামলা সম্পর্কে সুপ্রিম কোরটের রায় নাকচ করা।

সংসদের বাজেট অধিবেশনকালে সংসদের উভয় সভা ২৪তম সংশোধনটি অনুমোদন করেছিলেন। তথাপি সংবিধানের ৩৬৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যা রাজ্য বিধান সভাগুলির অন্যূন পঞ্চাশ শতাংশের দ্বারা অনুমোদিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল।

এ পর্যন্ত সাতটি রাজ্য—কেরল, অন্ধ্র, নাগাভূমি, জম্মু ও কাশ্মীর, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও হিমাচলপ্রদেশ—ব্যবস্থাটি অনুমোদন করেছে। রাষ্ট্রপতির শাসনাধীন চারটি রাজ্যও (পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, গুজরাট ও মহীশূর) সংসদের মাধ্যমে তাই করেছে বলে ধরে নিতে হবে, কারণ এখন ওই রাজ্যগুলির আইনসভাগুলির ক্ষমতা সংসদের উপর বর্তেছে। কাজেই সব মিলিয়ে এগারোটি রাজ্য বিলটির প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। এতদ্দ্বারা পূর্বোক্ত পঞ্চাশ শতাংশ সমর্থন আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ণ হয়েছে।

এবার সংবিধানের ২৫তম সংশোধনের পালা। বিলটি লোকসভায় আগেই পেশ করা আছে। এর দ্বারা সম্পত্তিতে নাগরিকদের অধিকার সম্পর্কে বড় রকমের বদল ঘটবে। এরপর কারও কোন সম্পত্তি সরকার হাতে নিয়ে 'ক্ষতিপূরণ' বলে কোন কথা থাকবে না, থাকবে 'অঙ্ক' (পরিমাণ) শব্দটি এজন্য সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারার—একত্রিশ (দুই)—প্রথম শব্দটির বদলে দ্বিতীয় শব্দটি বসানো হবে। উদ্দেশ্য: জনস্বার্থে সরকার কত দিয়ে কোন সম্পত্তি হাতে নিলেন সে বিষয়টি আদালতের এক্তিয়ারের বাইরে রাখা।

সুষম বণ্টনের জন্য এবং অর্থনৈতিক শক্তি যাতে অল্প কিছু হাতে না জমে সেজন্যও একটি নতুন ধারা—একত্রিশ (গ)—যোগ করবারও কথা আছে। —ইউ এন আই

আগামী সপ্তাহে নিকসন-গ্রোমিকো বৈঠক

ওয়াশিংটন, ২৩ সেপ্টেম্বর—হোয়াইট হাউসের এক ঘোষণায় বলা হয়েছে, আগামী বুধবার প্রেসিডেন্ট নিকসন এখানে সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী আঁদ্রেই গ্রোমিকোর সঙ্গে বৈঠক করবেন।

দুর্গাপ্রতিমা আমেরিকায়ও পাড়ি দিয়েছেন

প্রথম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমের পর

অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে এবার বিহারে দুর্গা প্রতিমার চাহিদা বেশি। আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, মধ্যপ্রদেশ—সব জায়গা থেকেই অরডার এসেছে। অনেক রাজ্য থেকে শুধু প্রতিমার মুখমণ্ডল নিয়ে গিয়েছেন হয়ত প্রতিমা নিজেরা তৈরী করেছেন। আবার জনা দশেক মৃৎশিল্পীকে নিয়ে গিয়ে প্রতিমা তৈরী করিয়েছেন।

বলতে গেলে, কুমারটুলির বাজার এবার ভালই। চাহিদা মোটেই কমেনি, কিন্তু যোগান এবার অনেক কম। কুমারটুলিতে বৃহস্পতিবার দুপুরে শ্রীভীমচন্দ্র দাসের দোকানে বসে কথা হচ্ছিল। গোটা কুমারটুলি তখন গমগম করছে। রবীন্দ্র সরণীর ওপর সার সার লরি, টেম্পো দাঁড়িয়ে। সরু যাই লেনে মোটা মোটা বাঁশ নিয়ে লোক অপেক্ষা করছে প্রতিমা লরিতে তুলে দিয়ে দুটো পয়সা রোজগারের আশায়।

দিন দুই ধরে কারুর হাত খালি নেই। মৃৎশিল্পীদের হাত চলছে জোর। কোন প্রতিমার হয়ত অসুরের বুকের ওপর ত্রিশূল পড়েছে, কিন্তু রঙ নেই। কোন প্রতিমার টানা টানা চোখে তুলির শেষ টান বাকী। সাজসজ্জার দোকানেও তেমনি ভিড়। ভীমবাবুর ছেলে রঞ্জিৎ দাস বললেন, এ আর কি দেখছেন! এখন ত তবু ট্রাম-বাস যাই হোক পা পা করে গড়াচ্ছে। কাল থেকে মানুষও পা ফেলার জায়গা পাবে না।

রঞ্জিৎবাবু আক্ষেপ করে বললেন, বুঝলেন, যে যাই বলুক বাজার এবার খুবই ভাল। কিন্তু কপাল মেরে দিয়েছে ওপরওয়ালা। বন্যায় সব নষ্ট হয়ে গেল। গত বছর চার হাজারের মত ঠাকুর হয়েছে। এবার হাজার আড়াই হবে।

দুর্গা প্রতিমা গড়তে প্রতি বছর মাস দুই আড়াই আগেই কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, মেদিনীপুর এবং হাওড়া থেকে মৃৎশিল্পীরা কুমারটুলিতে আসেন। এঁদের সংখ্যা অন্তত এক হাজার। এমনিতে কুমারটুলিতে নিত্য মারামারি খুনোখুনির খবর শুনে মৃৎশিল্পীরা কলকাতার ধারে কাছে আসতে রাজী হননি। অনেক ধরাকরার পর যখন অনেকে রাজী হলেন ঠিক তখন আকাশ ভেঙ্গে নামল বৃষ্টি। বন্যায় সব খুইয়ে মৃৎশিল্পীরা এলেন মাস খানেক আগে। তখন দু হাতে দিনরাত কাজ করেও বেশী অরডার নিতে সাহস হল না। মার খেলেন মৃৎশিল্পী থেকে ডাকের সাজ-সজ্জার কারিগর দোকানীরাও।

মৃৎশিল্পীদের এবার সব দিক থেকেই কপাল মন্দ। মালমশলার দাম আগুন। বাঁশের দাম যেখানে ছিল দু টাকা এখন তা ৫ টাকা। দড়ি ৩ থেকে ৫ টাকা। মাটি ৮ থেকে ১১ টাকা, দরমা ৬২ পয়সা থেকে বেড়ে হয়েছে চার গুণ। জিনিসপত্রের দাম ত হঠাৎ বাড়েনি। শরণার্থী তার সঙ্গে বন্যার্তদের জন্য বাঁশ, দড়ি, দরমার দাম হুহু করে বেড়েছে। সে তুলনায় প্রতিমার দাম কিছুই বাড়েনি, কারিগরদের মজুরীও নয়।

রঞ্জিৎ দাসের মত কুমারটুলির অনেক কারিগরই আপসোস করলেন, এদিকটা যদি গেল বছরের মত হত তা হলে ত সোনায় সোহাগা। অন্য প্রতিমা কম পড়লে পুরনো লক্ষ্মী ভেঙ্গে শ্যামা করা যায়। কিন্তু দুর্গা প্রতিমার বেলায় তার উপায় নেই।

ডাকের সাজ আর সোলা শিল্পীদের অবস্থা এবার আরও খারাপ। কৃষ্ণনগর-নবদ্বীপ থেকেই এ সব জিনিস বেশি আসে। এবার বন্যার দরুন সোলা কিংবা ডাকের সাজ এসেছে নামমাত্র।

বাজার এবার গত বছরের তুলনায় অন্যান্য দিক থেকেও ভাল। পোশাক পরিচ্ছদ কেনার ভিড় ত আছেই। কলেজ স্ট্রীট, হাতিবাগান, ওদিকে দক্ষিণের ভবানীপুর, কালীঘাট, গড়িয়াহাট দোকানে দোকানে রীতিমত জমজমাট। আর তার ভিড়ে রাস্তাতেও ঘন ঘন জ্যাম লেগেই আছে।

পুজোয় কলকাতা ছেড়ে বাইরে যাওয়ার ভিড় কদিন আগে থেকেই শুরু হয়েছে। এবার বিমানে বাইরে বেড়াতে যাওয়ার ভিড় প্রায় দ্বিগুণ। ট্রেনে বিশেষ করে 'হিল কনসেশনে'র দরুন পুজোর ভিড় একটু বেশি।

শহরের চেয়ে এবার গ্রামের পুজো ঠিক ততটা জমজমাট হচ্ছে না। কিছুটা আইন-শৃঙ্খলা আর কিছুটা বন্যার দরুন গ্রাম যেন ঝিমিয়ে রয়েছে।

পুজো, শারদোৎসবের ব্যাপারে শরণার্থীরা পিছিয়ে নেই। শত দুঃখের মধ্যেও তাঁরা বাঙালীর ঐতিহ্যপূর্ণ আনন্দোৎসবকে ভুলতে পারেননি। লবণ হ্রদে শরণার্থীদের পুজো হচ্ছে এবার। প্রতিমাও গড়েছেন একজন শরণার্থী-মৃৎশিল্পী।

শহর-শহরতলিতে দুর্গাপুজো উপলক্ষে আলোর বন্যা বয়ে যাবে। কলকাতা ইলেকট্রিক সাপলাইয়ের একজন মুখপাত্র জানালেন, ইতিমধ্যে ৩৫০টি বারোয়ারি পুজার উদ্যোক্তা নতুন কানেকশানের জন্য আবেদন করেছেন। রাস্তায়, মণ্ডপে হরেক রকম আলোর বন্যা হবে। কিন্তু তাতে বিদ্যুৎ সরবরাহের কোন অসুবিধা নেই। এমনিতে দৈনিক কলকাতায় বিদ্যুৎ লাগে ৫৫০ মেগাওয়াট। পুজোর সময় অফিস কাছারি, কলকারখানা বন্ধ থাকবে। সুতরাং পুজোমণ্ডপ বা রাস্তায় যত বেশিই বিদ্যুৎ খরচ হোক তাতে ঘাটতি পড়বে না বরং ১৫০ মেগাওয়াট বেঁচে যাবে।

মণিপুরে ১০০ জন ছাত্র গ্রেফতার

ইমফল, ২৩ সেপ্টেম্বর—মণিপুরের মুখ্যসচিবকে সপ্তাহে মাথাপিছু ৬ কিলোগ্রাম চালের দাবিতে ৮ ঘণ্টারও বেশি সময় ঘেরাও করে রাখার জন্য আজ এখানে প্রায় ১০০ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

যাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে নিখিল মণিপুর ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি এস বুধী সিংও আছেন। —ইউ এন আই

ট্রেন ও ট্রাকের মধ্যে সংঘর্ষ, দুজন নিহত

গৌহাটি, ২৩ সেপ্টেম্বর—আজ অপরাহ্নে এখান থেকে প্রায় ৯০ কিলোমিটার দূরে রাহা এবং চামারমুখ রেলস্টেশনের মধ্যে প্রহরীবিহীন একটি লেভেল ক্রসিংয়ে মালবোঝাই একটি ট্রাকের সঙ্গে একটি প্যাসেনজার ট্রেনের সংঘর্ষের ফলে দুজন নিহত এবং অপর দুজন আহত হয়।

সংঘর্ষের ফলে ট্রেনের ইনজিন ও একটি তৃতীয় শ্রেণীর বগী এবং ইনজিনের ঠিক পরে আর একটি ওয়াগন লাইনচ্যুত হয়।

ইনজিনের ড্রাইভার গুরুতররূপে আহত হন, তবে ফায়ারম্যান সামান্য আঘাত পান। —ইউ এন আই

শরণার্থী শিবিরে ভারতবিরোধী প্রচার কার্য

প্রথম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমের পর

গিয়ে বলা হচ্ছে—যদি বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাও—তবে শেখ মুজিবের মৃত্যুদণ্ড হবে। আর যদি একই পতাকার তলে পাকিস্তান মেনে নাও তবে শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করা হবে। সেই সঙ্গে বাংলাদেশে ফিরে গেলে প্রতিটি পরিবারকে প্রচুর টাকা দেওয়া হবে। আমাদের গোয়েন্দা বিভাগ এ সম্পর্কেও কিছু তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন।

একজন সরকারী মুখপাত্র বলেছেন, এই গোয়েন্দাচক্রের সঙ্গে একটি বৃহৎশক্তির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের শিবিরগুলিতে ওই অপপ্রচার বন্ধ করা এবং শরণার্থীদের সঙ্গে সরকারের বিনা অনুমতিতে সন্দেহভাজন বিদেশীদের মেলামেশা বন্ধ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ওই মুখপাত্র আরও বলেন, দেশদ্রোহীদের শাস্তি পেতেই হবে। সরকার যেখানেই মনে করবেন, সেখানেই অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আইনে আটক করা হবে। ভারত সরকার এ ব্যাপারে দৈনন্দিন রিপোরট দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দিয়েছেন।

রাজ্যের মুখ্যসচিব শ্রীনির্মলচন্দ্র সেনগুপ্ত বৃহস্পতিবার বলেন, 'বিদেশী অতিথিদের শরণার্থী শিবিরে যেতে বাধা দেওয়া হচ্ছে বলে যে গুজব রটানো হচ্ছে তার কোন ভিত্তি নেই। প্রত্যেকদিনই আমরা কোন না কোন দেশের অতিথিদের শিবিরগুলি দেখানোর ব্যবস্থা করছি। তবে কেউ যদি ভারত-বিরোধী প্রচার করে শিবিরে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে আমরা তা সহ্য করব না।'

শরণার্থীদের জন্য দৈনিক খরচ আড়াই কোটি টাকা

শরণার্থীদের জন্য শুধু পঃ বঙ্গেই দৈনিক আড়াই কোটি টাকা খরচ হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকারের এক মুখপাত্র বলেন, এই খরচা চালানোর জন্য কেন্দ্র ৩৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। প্রায় ছ'মাস ধরে এই খরচা চলছে। এরমধ্যে বাইরে থেকে সাহায্য এসেছে মাত্র বিশ কোটি টাকা।

শরণার্থীদের জন্য বিদেশ থেকে যে ট্রাকগুলি এসেছে বর্ষায় এবং বন্যায় রাস্তাঘাট ভেঙ্গেচুরে যাওয়ায় তা বাইরে পাঠানো যাচ্ছে না বলে ওই মুখপাত্র জানান। এখন পর্যন্ত আড়াই শ' ট্রাক এসেছে। আরও দু'শ আসবে। রাস্তা মেরামত শুরু হয়েছে। রাস্তা ঠিক হলেই ওগুলি মুরশিদাবাদ, নদীয়া, উত্তরবঙ্গে পাঠানো হবে। ওই পথেই কিছু আগরতলা, ত্রিপুরা এবং মেঘালয়েও যাবে।

কেরল মন্ত্রিসভায় নব কংগ্রেস প্রার্থী বাছাই নিয়ে মতান্তর

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর—সি পি আই নেতৃত্বাধীন কেরল মন্ত্রিসভায় যোগদানের জন্য নব কংগ্রেস প্রার্থী বাছাইয়ের ব্যাপারে নাকি শেষ সময়ে মতান্তর দেখা দিয়েছে।

এর ফলে ৫জন নব কংগ্রেস সদস্যের শপথ গ্রহণে দেরি হতে পারে। ঠিক ছিল ২৫ সেপ্টেম্বর শপথ নেওয়া হবে।

নব কংগ্রেস হাইকম্যানড নাকি তালিকায় যাতে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি সুবিচার করা হয় তার জন্য পীড়াপীড়ি করছেন। এবং একথাও নাকি বলছেন যথার্থ আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব চাই।

আজ অধিক রাত্র পর্যন্ত এ আই সি সি (নব) সেকরেটারিয়েট কেরল মন্ত্রিসভায় যোগদানের জন্য কেরল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্যদের নামের চূড়ান্ত তালিকা সম্পর্কে কোন ঘোষণা করেননি।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কংগ্রেসের (নব) সাধারণ সম্পাদক ডাঃ শঙ্কর দয়াল শর্মা বলেন, কেরল মন্ত্রিসভায় যোগদানের বিষয়টি এখন প্রধানমন্ত্রী ও কংগ্রেস (নব) সভাপতি বিবেচনা করে দেখছেন।

বন্যাত্রাণে এপর্যন্ত ছ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় বরাদ্দ

স্টাফ রিপোরটার

পশ্চিমবঙ্গের বন্যা ত্রাণের জন্য কেন্দ্র এ পর্যন্ত ছয় কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। এরই মধ্যে তার সাড়ে চার কোটি টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে।

বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকারের এক মুখপাত্র বলেন, মনে হয় টাকার কোন অভাব হবে না। এ ছাড়া বন্যার ক্ষতি পূরণের জন্য সমীক্ষক দলের সুপারিশের পর কেন্দ্র যে টাকা দেবেন তাতে না কুলোলে রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে আরও টাকা চাইবেন।

রাজ্যপাল সকাশে মালদহের এম পি

সংসদ সদস্য শ্রীদীনেশ জোয়ারদার বুধবার মহাকরণে রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াসের সঙ্গে দেখা করে মালদহের বর্তমান বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করে অবিলম্বে বন্যার্তদের ত্রাণ সাহায্য দেওয়া ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা কার্যকর করার দাবি জানান। কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দলকে মালদহের বন্যার ব্যাপারে শ্রীজোয়ারদার ইতিপূর্বে যে স্মারকলিপি দিয়েছিলেন তাতে উল্লিখিত বিষয়গুলি কার্যকর করার জন্য শ্রীডায়াস সম্ভাব্য সকল রকম ব্যবস্থা নেবেন বলে শ্রীজোয়ারদারকে আশ্বাস দেন।

মেয়র বিদেশ ভ্রমণে যাচ্ছেন

স্টাফ রিপোরটার

আগামী ছাব্বিশ সেপ্টেম্বর থেকে দু'মাসের জন্য কলকাতার মেয়র শ্রীশ্যামসুন্দর গুপ্ত বিদেশ ভ্রমণে বের হচ্ছেন।

তিনি প্রথমে যাচ্ছেন রাশিয়া। সেখান থেকে পূর্ব জারমানি, পশ্চিম জারমানি, রুমানিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া এবং গ্রেট বৃটেন পর্যন্ত ঘুরবেন। মেয়র যাচ্ছেন আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে। সেই সঙ্গে প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র শ্রীমণি সান্যালও আমন্ত্রিত। তিনি প্রস্তুত, তবে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত পাশপোরট আসেনি তাঁর হাতে। মেয়র পাশপোরট পেয়েছেন এক মাস ধরে লেখালেখি, টেলিগ্রাম, ট্রাঙ্ককল, এমন কি দিল্লি পর্যন্ত ছোটাছুটি করে এই কেবল গতকাল।

কেরলে নতুন মন্ত্রিসভা সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের ক্ষোভ

ত্রিবান্দ্রম, ২৩ সেপ্টেম্বর—কেরলে অচ্যুত মেনন মন্ত্রিসভায় একজনও মুসলমান সদস্য গ্রহণ না করায় জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের মধ্যে হতাশার সঞ্চার হয়েছে। মেনন মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ চূড়ান্ত হওয়ার আগে মন্ত্রিসভার তালিকা অনুমোদনের জন্য দিল্লি পাঠানো হয়েছে।

কয়েকজন কংগ্রেস সমর্থক মুসলমান এবং প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রী এ এ রহিম-এর সমর্থকগণ নয়াদিল্লিতে তাঁদের প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং জাতীয়তাবাদী মুখপাত্রদের এইভাবে উপেক্ষা করায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। শ্রীরহিম এই মন্ত্রিসভায় একটি আসন পাবেন বলে আশা করেছিলেন।

সি পি আইর মন্ত্রী শ্রীরাঘবন পদত্যাগ করবেন

পি টি আই-এর খবর, কেরলে সি পি আইর হরিজন কল্যাণ মন্ত্রী শ্রী পি কে রাঘবন বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের জানান যে, তিনি আজ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করবেন।

গোয়েন্দা রিপ / জন প্রেন্টিস ও ফ্রেড ডিকেনসন রচিত

আজ দু এক পশলা বৃষ্টি হতে পারে

স্টাফ রিপোরটার

আজ শুক্রবার বজ্রবিদ্যুৎসহ দু' এক পশলা বৃষ্টি হতে পারে।

বৃহস্পতিবার শহরের তাপমাত্রা ছিল সর্বোচ্চ ৩৪.০০ ডিঃ সেঃ বা ৯৩.২০ ডিঃ ফাঃ, সর্বনিম্ন ২৬.৯০ ডিঃ সেঃ বা ৮০৪২ ডিঃ ফাঃ, বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বাধিক শতকরা ৯৭ ভাগ ও সর্বাল্প ৬৩ ভাগ। বৃষ্টি হয়নি।

অন্যান্য চিত্রগৃহে

অলকা — ফোন—৬৭-২০২৭ — ১॥, ৪॥, ৭॥
সীমাবদ্ধ

নারায়ণী — আপানরা ৫৬-৩৩৩৮ — ১, ৪, ৭
কাঠপুতলী

পার্বতী — হাওড়া ৬৭-২৮১৯ — ২, ৪½, ৭॥টা
খুঁজে বেড়াই

সুরশ্রী — ৩৫-০৮৩৬ — ১২, ৩, ৬
জয় বাংলা

শ্যামাশ্রী — হাওড়া ৬৭-৩১৫৫ — ২, ৫, ৮
সীমাবদ্ধ

রূপায়ন — সিনেমা ৪৫-২৭০৬ — ১॥, ৪॥, ৭॥
দুটি মন

শ্যামলী — ৬৭-২০৫৮ — ২, ৫, ৮
ধন্যি মেয়ে

জয়া — ৫৭-৩৯৩৬ বার্তাকিয় — ১, ৩½, ৬॥
সীমাবদ্ধ

জেম — প্রত্যহ বেলা ১১-৩০ মিঃ (ইস্টম্যান কলার)
ছোটি বহু

রূপম — ফোন—৩৪-৪০১০ — ১ ৪ ৭
শচীমার সংসার (৫ম সপ্তাহ)

দ্রৌপদী — গাঙ্গুলীবাগান — ১, ৪, ৭
নিশিপদ্ম

পূর্বাশা — ৪৬-২০০৮ — ১॥, ৪½, ৮
নাদান

নবীনা — গপানবঃ ৪৬-৪০১১ — প্রত্যহ ১২, ৩, ৬টা
সীমাবদ্ধ

অতীন্দ্র — বারাকপুর—৩৪৫ — ১, ৪, ৭
ছোটি বহু

অশোকা — বেহালা ২৫-৪০১১ — ১২॥ ৩॥ ৬॥
কাঠপুতলী

কাল — সন্ধ্যা ৬টায়
মহাজাতি সদনে
নিউ আর্য্য অপেরার
"বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান"
নাম ভূমিকায়—"স্বপনকুমার"
টিকিট প্রাপ্তিস্থান—উজ্জ্বলা সিনেমা, পূরবী সিনেমা, আর্য্য অপেরা, মহাজাতি সদন
ব্যবস্থাপনায়—সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়

পূজোয় দেখুন

তরুণ মজুমদার নিবেদিত

কুহেলি

রজত জয়ন্তী সপ্তাহ!

রাধা (২, ৫, ৮) পূর্ণ (২॥, ৫॥, ৮॥)
রূপমহল (বর্ধমান) কল্পনা (বহরমপুর)
অরোরা (মেদিনীপুর) জয়ন্তী (মেমারী)
ছায়াগীতি (উলুবেড়িয়া) উদয়ন (কাঁথি)
প্লাজা (রাঁচী) সন্তোষ (বেলেঘাটা)
নিউ সিনেমা (ব্যারাকপুর) মুকুল (পাণ্ডুয়া)
নিউ লাইট (ইছাপুর) জ্যোৎস্না (আরামবাগ)
শ্যামা (চাঁপাডাঙ্গা) অশোক (পাটনা)
● পিয়ালী পরিবেশনা ●

ষ্টার থিয়েটার

[শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]
স্থাপিত : ১৮৮৩ ● ফোন : ৫৫-১১৩৯
দেবনারায়ণ গুপ্তের

শ্রীমা

কাল : সন্ধ্যা ৬টায়
পরশু : ২৬শে [মহাসপ্তমী] সোমবার ২৭শে [মহাঅষ্টমী] ও মঙ্গলবার ২৮শে [মহানবমী]
প্রত্যহ ২॥ ও ৬টায়

রঙমহল

ফোন : ৫৫-১৬১৯
কাল : শনি : ৬টায়
রবি ২৬শে (মহাসপ্তমী), সোম ২৭শে (মহাঅষ্টমী), মঙ্গল ২৮শে (মহানবমী) ও বৃহঃ ৩০শে (একাদশী) ও শনি (২ অক্টো)
প্রত্যহ : ২॥টা ও ৬টায়

উত্তরণ

বুকিং চলিতেছে

বিশ্বরূপা

ফোন—৫৫-৩২৬৬
॥ শুভ উদ্বোধন ॥
আগামীকাল ম্যাটিনী ২॥টায়,
দ্বিতীয় অভিনয় সন্ধ্যা ৬টায়
মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী, মহানবমী ও একাদশী
প্রত্যহ ম্যাটিনী ২॥ ও সন্ধ্যা ৬টায়

শংকরের

সেঁজুতি

নাটক/নির্দেশনা/ রাসবিহারী সরকার
আলো/তাপস সেন / সঙ্গীত/ভি বালসারা
মঞ্চ/সুরেশ দত্ত / ধ্বনি/কমল চৌধুরী
রূপসজ্জা/সাত্তার / সাজসজ্জা/শ্রীরাণী
শ্রেষ্ঠাংশে : বিকাশ রায়, মঞ্জু দে, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, কণিকা মজুমদার, রবীন মজুমদার, তরুণকুমার, অজয় গাঙ্গুলী, নির্মল ঘোষ, প্রমোদ গাঙ্গুলী, মনু মুখার্জী মিস্ জেয়া, পুতুল দত্ত ও দিলীপ রায় এবং জয়শ্রী সেন

কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ

৩৫-৫৫১৮
কাল ৬টা, মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী, মহানবমী ও একাদশী ২॥টা ও ৬টা

সওদাগর

শ্রেঃ তৃপ্তি মিত্র, জ্ঞানেশ মুখার্জী, রবীন মজুমদার, অপর্ণা দেবী, শ্যামল ঘোষাল, অজয় গাঙ্গুলী, অলকা গাঙ্গুলী, মমতা চক্র, আরতি দাস, রবি ঘোষ।

'শৃংখল' এর পরে
ক্লাস থিয়েটারের
নতুন নাটক

সওয়াল

আজ/মুক্ত অংগনে/সন্ধ্যে ৭টা
আবার ১৫ই নভেঃ মুক্ত অংগনে

আজ

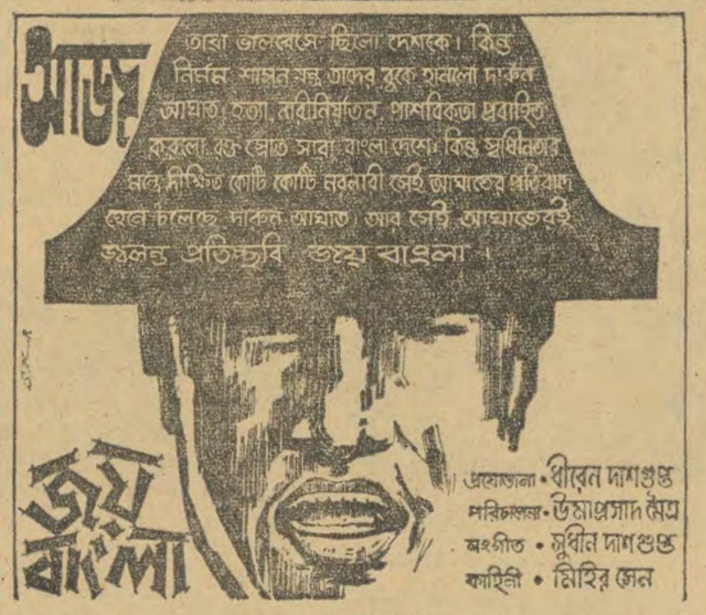

প্রযোজনা • ধীরেন দাশগুপ্ত
পরিচালনা • উমাপ্রসাদ মৈত্র
সংগীত • সুধীন দাশগুপ্ত
কাহিনী • মিহির সেন

অভিনয়ে :

ওপার বাংলার

এস এম আলাউদ্দীন। কুরবান আলি। আব্দুল রাব। মোঃ ইউসুফ। লোকমান হোসেন। গোলাম মুস্তাফা। অরবিন্দ কুন্ডু। বাবর আলি। সবিতা রায় ও সহস্রাধিক মুক্তিযোদ্ধা এবং

ঐতিহাসিক ই পি আর দপ্ত নামলা

এপার বাংলার

সুচিত্রা মিত্র। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তরুণ সান্যাল। মমতা চট্টোপাধ্যায়। শ্যামলেন্দু পাল। নন্দিতা দাস। উজ্জ্বল সেনগুপ্ত। জোনাকী বন্দ্যোপাধ্যায়। দেবকুমার ভট্টাচার্য। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়। নবকুমার দাস। সীতা মুখোপাধ্যায়। চৈতালী চট্টোপাধ্যায়। রণজিত রায়। কমল ঘোষ দস্তিদার। শান্তনু দাস। সুচারু দাস। শ্রীকুমার ঘোষ। নিতাই ঘোষ। গোবিন্দ গাঙ্গুলী। অমরনাথ মুখোপাধ্যায়। ব্রজসুন্দর দাস। দীপঙ্কর ভট্টাচার্য। প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়। হুজুর সিং। পি কে। সরোজ মুন্সী। মিহির মুখোপাধ্যায়। প্রদ্যোৎ চট্টোপাধ্যায়। শ্যামল বর্মণ। তপন দত্ত। বেণু সেনগুপ্ত। প্রণব ঠাকুরতা। শাশ্বতী মুখোপাধ্যায় ও আরও অনেকে।

চিত্র গ্রহণ	প্রধান সম্পাদক	কর্মসচিব	শিল্প নির্দেশনা	সম্পাদনা
বিষ্ণু সিনহা	রমেশ যোশী	প্রশান্ত পাট্টাদার	কমল ঘোষ দস্তিদার	কালীপ্রসাদ রায়

● গীতিকার—সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সিকান্দার আবু জাফর। দীনেন্দ্র চৌধুরী

নিউ এম্পায়ার ॰ সুরশ্রী — নেত্র (দমদম) বনফুল (কৃষ্ণনগর) শঙ্কর (হাবড়া) বিধান (বারাসত)
১২, ৩, ৬, ৮॥ — ১২, ৩, ৬
মিলনী (বসিরহাট) ভারতী (চাকদা) মহুয়া (মেদিনীপুর) নিউসিনেমা (কুচবিহার) ও
মিত্রা ॰ পূরবী ॰ প্রিয়া
এই তিনটি চিত্রগৃহে প্রত্যহ কেবলমাত্র দ্বিপ্রাহরিক প্রদর্শনী

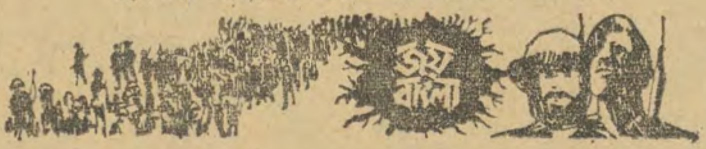

তেলের বাগী
পারুল
★★ দুটি আকা.....
এসেসের রাজা
মাতোয়ারা
এন. ব্যানার্জী (পারফিউমার্স)
কলিকাতা-২৯

১৫শ দর্শকাকীর্ণ সপ্তাহ

হাতী মেরে সাথী

বিগ্যাল — প্রিয়া
১১, ২-৩০, ৫-৪৫, ৯ — ২, ৫-১৫, ৮-৩০
মিত্রা — জয়ন্তী
২, ৫-১৫, ৮-১৫ — (রিষড়া)
স্বপ্না (আন্দুল) ২য় সুরশ্রী (বাউড়িয়া) ২য় ঝঙ্কার (শিলিগুড়ি) ২য় রূপমায়া (জলপাইগুড়ি) ২য় মায়া (আলিপুরদুয়ার) (২) বাটা সিনেমা - স্বর্ণা (বাতাইতলা) নিউ তরুণ (বরানগর) ছায়াবাণী (বারাসত) এবং রিজেন্ট (পাটনা) ১৩শ

রঙ্গনা

বিশ্বরূপার রাস্তার সাকুলার রোডের মোড়ে (৫৫-৬৮৪৬)

নান্দীকার

কাল ৬টায়
সোমবার ২॥টে ও ৬টায়
তিন পয়সার পালা
রবিবার ও মঙ্গলবার ২॥টে ও ৬টায়
হে সময় উত্তাল সময়
[আধুনিক পরিচ্ছদে যদুবংশের কাহিনী]
বৃহস্পতিবার ২॥টে ও ৬টায়
শের আফগান
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
॥ রঙ্গনায় টিকিট পাওয়া যাচ্ছে ॥

৫ম পরমোপভোগ্য সপ্তাহ
সর্বাঙ্গসুন্দর পারিবারিক চিত্র!
নূতন • অজয় সাহানী • ফরিদা জালাল
আর. আর. কে. কম্বাইনস (মাদ্রাজ)

লগন

ইস্টম্যানকলার
পরিচালনা : রামান্না
সঙ্গীত : লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল
রক্সি — প্রত্যহ ৩, ৬, ৯টায় ও অন্যান্য চিত্রগৃহে

১লা অক্টোবর বৈকাল ৬টায় বিশ্বরূপায়
তরুণ অপেরা ৫৫-৭১২১
রচনা—শম্ভু বাগ

মহেঞ্জোদড়ো

নাট্য পরিচালনায়—অমর ঘোষ
শ্রেঃ—শান্তিগোপাল, বর্ণালী।
হলে টিকিট — ৫৫-৩২৬২

২৪শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টায়
কাশীবিশ্বনাথ মঞ্চে
ভারতী অপেরার — ৫৫-২৩৫১

বাঘা যতীন

রচনা—ধারু মুখোঃ নির্দেশনা—জ্ঞানেশ মুখোঃ
টিকিট—৫, ৩, ২, ১, টাকা
হলে পাওয়া যাচ্ছে। ৩৫-৫৫১৮

তিন

বাঙালী প্রতিভাধর সরস্বতী
বোম্বে ফিল্মে—শচীন দেববর্মণ
বাংলা ফিল্মে—হেমন্ত মুখার্জী
আর যাত্রায়—অমিয় ভট্টাচার্য
—র তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত :—

বিষ্ণুপ্রিয়া

নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা
১১৭, রবীন্দ্র সরণি, কলি-৬। ৫৫-৭৫৫২

৫ম জনপ্রিয় সপ্তাহ!

শচীমার সংসার

রূপম (১, ৪, ৭) ওয়েলিংটন (আন্দুল)
কাল থেকে : ছায়াবাণী (আরামবাগ)।

আজ শুভমুক্তি!

হিন্দি চলচ্চিত্রের পক্ষে যা পরম গৌরবের, চিত্র শিল্পের সেই পরিচ্ছন্নতা, বাস্তবতা ও আন্তরিকতায় উদ্বুদ্ধ বিচিত্র চিত্র

সিনেআই ফিল্মসের

সারা আকাশ

প্রযোজনা • পরিচালনা বাসু চ্যাটার্জী

লোটাস (মাত্র সকাল ১১॥টায়) : মেনকা (মাত্র দ্বিপ্রাহরিক প্রদর্শনী) : গণেশ (মাত্র বেলা ১২টায়)

আজ শুভমুক্তি!

দয়িতের অকৃত্রিম প্রেমের স্বর্গীয় অর্ঘ্য নিতে এক মহীয়সী নারীর নীরব আত্মত্যাগের অনুপম কাহিনী......

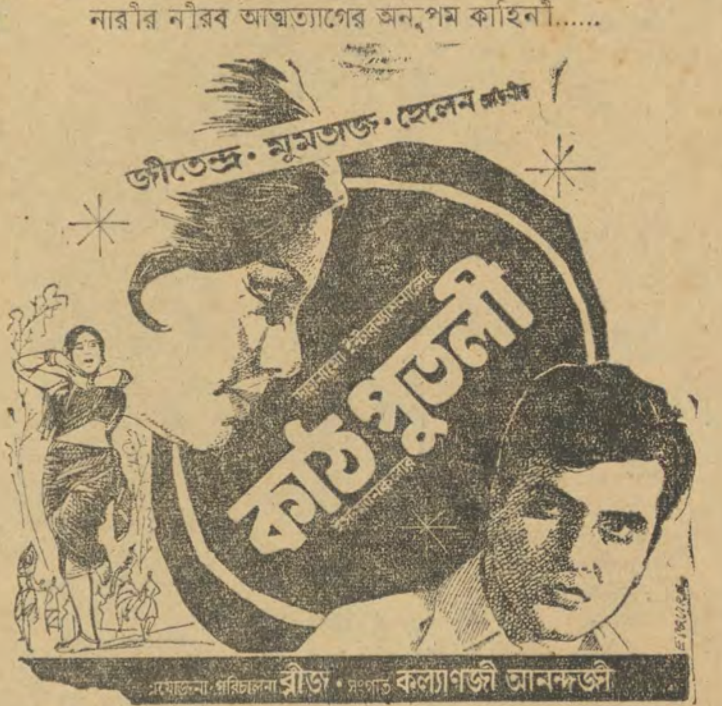

হিন্দ : মেনকা : ছায়া : গ্রেস : গণেশ : নাজ
২॥ ৫½ ৯ — ২, ৫, ৮ — ১১॥, ২॥, ৫॥, ৮॥ — ২½ ৫½, ৮॥ — ১১½, ২॥ ৫½, ৯
ইন্টালী : তসবীরমহল — আলোছায়া (বেলেঘাটা) — কমল (মেটেবুরুজ) — বঙ্গবাসী (হাওড়া)
২, ৫॥, ৮॥ — ২॥, ৫॥, ৮½
দীপক (মাখলা) — জ্যোতি (চন্দননগর) — নারায়ণী (আলমবাজার) — লক্ষ্মী (টিটাগড়) — রূপশ্রী (ভাটপাড়া) — অশোকা (বেহালা) — আরতি (বর্ধমান) চিত্রা (আসানসোল) — মীরা (বহরমপুর) — বিচিত্রা (মালদা) — কোনারক (রাউরকেলা) — জনতা (পুরী) — জামসেদপুর টকীজ — করিম (জামসেদপুর)

আজ শুভারম্ভ সমারোহ!

সংসারের হিংসা-দ্বেষ, কুটিল চক্রান্ত তুচ্ছ হল দুটি প্রাণের আবেগে!
* এ ছবির গান — জয়কিষেণের উজ্জ্বলতম সৃষ্টি...

ওরিয়েন্ট (১২॥, ৩॥, ৬॥) ॥ কৃষ্ণা (১১॥, ২॥, ৫॥, ৮॥) ॥ জেম ও কালিকা (উভয়ত্র ২॥, ৫॥, ৮॥)
উত্তরা (প্রত্যহ দুপুরে ১১॥টায়)
ভবানী ও অজন্তা (২, ৫, ৮) ॥ পূর্বাশা ॥ খাতুনমহল ॥ ন্যাশনাল ॥ নিউ রয়েল শুকতারা ॥ কল্পনা ॥ পিকাডিলি ॥ নবরূপম ॥ লীলা ॥ সন্ধ্যা ॥ আনন্দম শ্রীকৃষ্ণ ॥ শ্রীদুর্গা ॥ চলচ্চিত্রম ॥ সুভাষ (আসানসোল) ॥ রূপকথা (মালদা)
কো-অপারেটিভ (কোচবিহার) ॥ শ্রীবিষ্ণু (রাঁচী)
বিঃ দ্রঃ ওরিয়েন্ট : মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতিবারের অগ্রিম : কাল ২৫শে

পূজার আনন্দমুখর উৎসব উপলক্ষ্যে
আজ সাড়ম্বর শুভমুক্তি
জিপসীল্যাণ্ডের রহস্যঘেরা যাযাবরদের বিচিত্র প্রেমের রোমাঞ্চকর কাহিনী

দৈনিক অতিরিক্ত প্রদর্শনী :
ম্যাজেস্টিক : মুনলাইট : পার্কশো'তে বেলা ১১টা ● বসুশ্রীতে বেলা ১০-৩০টা ও আলেয়ায় বেলা ১০-৪৫টা ● ২৬শে থেকে পূর্ণশ্রীতে বেলা ১০-৪৫টা ● রবিবার বেলা ১০-৩০টায় প্যারামাউন্টে

ম্যাজেস্টিক (২-৩০, ৫-৪৫, ৯) — মুনলাইট (২-৩০, ৫-৪৫, ৯) — বসুশ্রী (২, ৫-৩০, ৮-৪৫) — বীণা (১২, ৩-১৫, ৬-৩০)
পূর্ণশ্রী (২, ৫-১৫, ৮-৩০) ॰ পার্কশো (৩, ৬, ৯) ॰ প্যারামাউন্ট (২-৩০, ৫-৩০, ৮-৩০) ॰ আলেয়া (২, ৫, ৮)
পুষ্পশ্রী (১২, ৩-১৫, ৬-৩০) — পি-সন — শান্তি — নিশাত — রাধাশ্রী — বিভা চম্পা — রজনী — রামকৃষ্ণ (১১, ২, ৫, ৮) — স্বপ্না — শ্রীকৃষ্ণ (বালী) ১, ৪, ৭
চিত্রালয় — বিচিত্রা — নিউ সিনেমা (আসানসোল) — বোম্বে (খড়্গপুর)
বিজয়া (বহরমপুর) — মাউন্টব্যাটেন (পোর্ট ব্লেয়ার) — গ্র্যান্ড (কটক)

আজ শুভ আবির্ভাব

আজকের ছবি... আজকের কথা

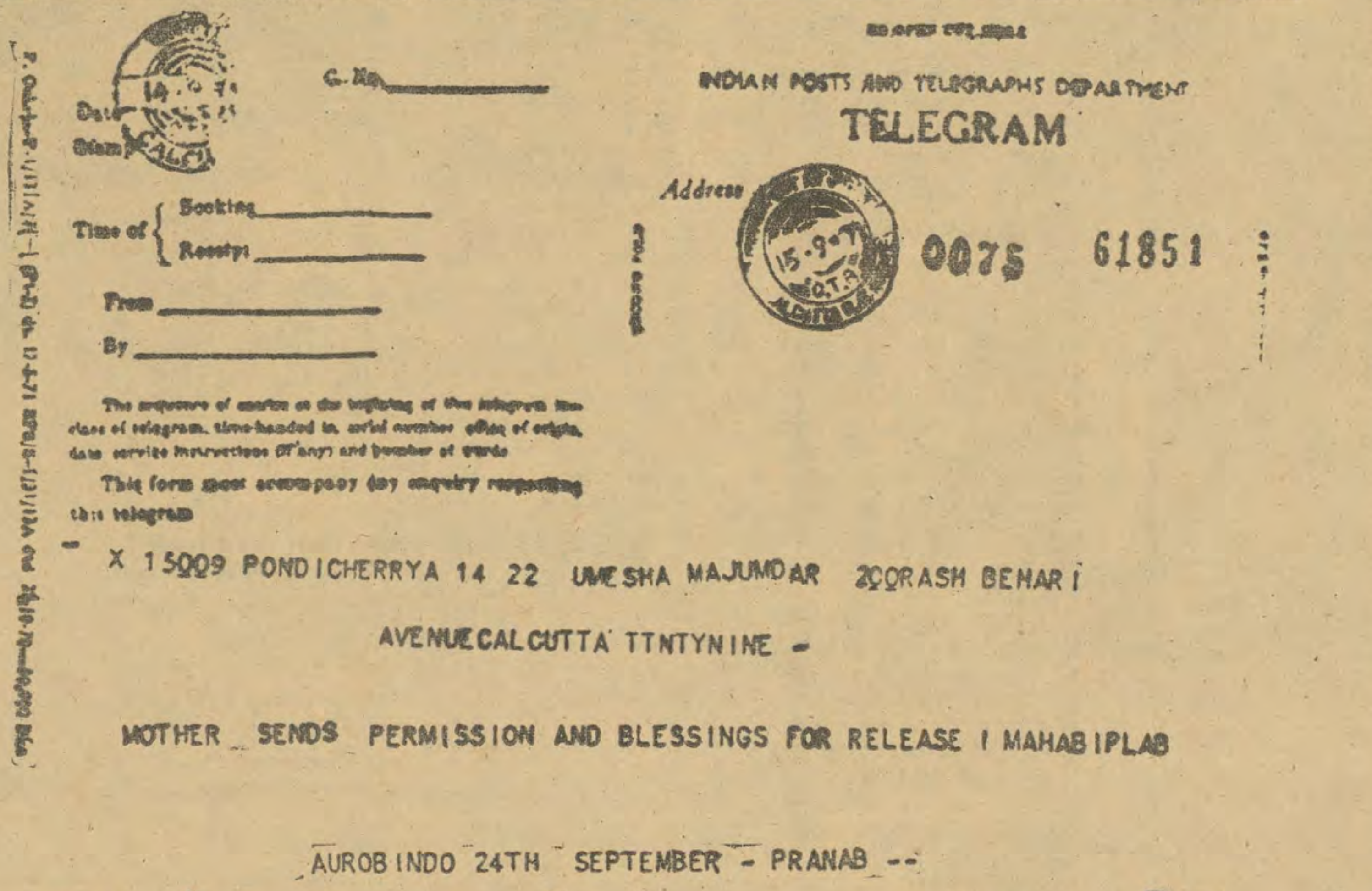

প্রত্যহ ৩, ৬, ৯ — উত্তরা : পূরবী : উজ্জলা : যোগমায়া : শ্রীমা
(হাওড়া : ২, ৫, ৮) (খড়দহ : ১, ৪, ৭)

রঙমহলে
রবিবার ও ২৭শে সেপ্টেম্বর সকাল ১০টায়
টিনের তলোয়ার
রচনা, পরিচালনা ও অভিনয়ে
উৎপল দত্ত
পরবর্তী অভিনয় নভেম্বরে
ভারতের শ্রেষ্ঠ সমিতি
(সি ১৭৮২/১)

বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম(তাপ-নিয়ঃ)
আজ
(১) বৃহস্পতি অভিযান (২) ম্যাজেলানিক মেঘ (৩) ১৯৭১ সালের গ্রীষ্মের আকাশ।
হিন্দী : বেলা ১২-৩০, ২-৪৫ ও বিকাল ৪-১৫টা; বাংলা : বেলা ১-৩০ ও বিকাল ৪টা; ইংরাজী : সন্ধ্যা ৬-৩০টা

পরশু রবিবার ৬টা
অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস
শতাব্দীর হাসির নাটক
রচনা-নির্দেশনা-অভিনয় : বাদল সরকার
টিকিট হলে ১টা—৭টা

মিনার্ভা থিয়েটার ৫৫-৪৪৮৯
আগামীকাল ৬॥টায়
রবি, সোম, মঙ্গল ও বৃহস্পতি
প্রত্যহ ৩ ও ৬॥টায়
প্রবাহ
বুকিং খোলা। সকাল ৮টা—রাত ৮টা

অ্যাকাডেমি মঞ্চে
আজ সন্ধ্যা ৬॥টায়
অপরাজিতা।
বহুরূপীর নতুন নাটক। তৃপ্তি মিত্রের একক অভিনয়ের একটি সম্পূর্ণ নতুন অনুষ্ঠান। নাটক নীতীশ সেন। আলো তাপস সেন। মঞ্চ, দীপেন সেন।
পরিকল্পনা নির্দেশনা তৃপ্তি মিত্র।
● হলে টিকিট আজ সকাল ১০টা থেকে ●

আজ সাড়ম্বর শুভমুক্তি!

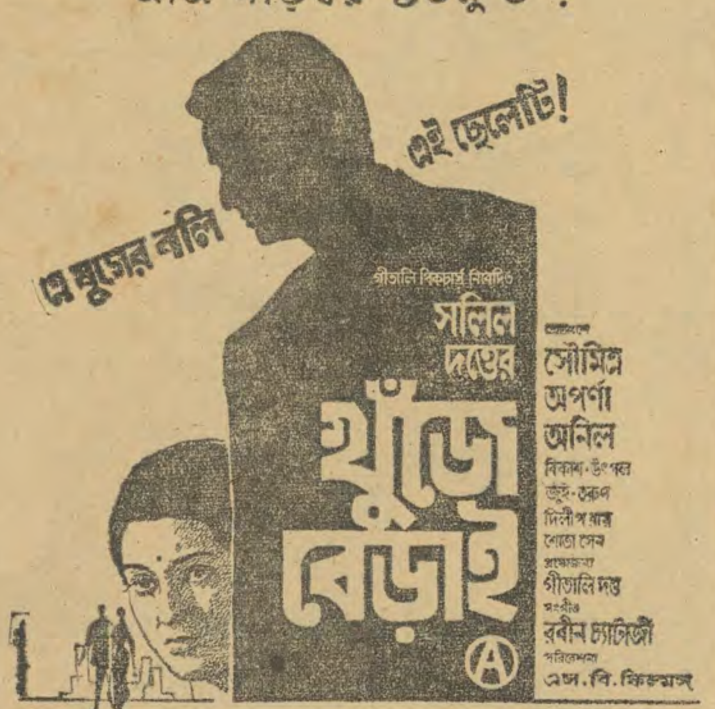

● গীত রচনা : গৌরীপ্রসন্ন ॥ সম্পাদনা : অমিয় মুখার্জী ॥ চিত্র গ্রহণ : বিজয় ঘোষ ● সহ-ভূমিকায় : অমরনাথ মুখার্জী ॥ এন বিশ্বনাথন ॥ আনন্দ মুখার্জী ॥ সুনীলেন্দু ভট্টাচার্য ॥ অশোক মুখার্জী ॥ যোগেশ সাধু ॥ মৃণাল মুখার্জী ॥ অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য ॥ বিনয় লাহিড়ী ॥ শ্যাম বড়ুয়া ॥ দিলকুমার ॥ মঃ আব্বাস ॥ শঙ্কর চক্রবর্তী ॥ জ্যোৎস্না ব্যানার্জী ॥ গীতা প্রধান ॥ মিস শলিন ॥ সীমা রায় ও রমা মুখার্জী ॥
● কণ্ঠ সংগীতে : মান্না ॥ হেমন্ত ॥ আরতি ● শিল্প : সত্যেন রায়চৌধুরী ॥ রূপসজ্জা : বসির আমেদ ॥ কর্ম সচিব : নিতাই সিংহ, সন্দীপ পাল ॥ সহ-পরিচালনা : বিজন চক্রবর্তী, শ্রীকান্ত গুহঠাকুরতা ॥ প্রচার উপদেষ্টা : শ্রীপঞ্চানন ॥
রূপবাণী : অরুণা : ভারতী : পদ্মশ্রী
[পরিবর্তিত শো টাইম : ২-৩০, ৫-৪৫, ৮-৩০] [২, ৪-৪৫, ৭-৩০]
শুচিতা ॥ মৃণালিনী (১, ৪, ৭) ॥ পার্বতী (২, ৪৮, ৭॥) ॥ মায়া ॥ মায়াপুরী ॥ বীনা ॥ ইন্দ্রধনু ॥ মানসী ॥ রূপালী ॥ কল্যাণী (নৈহাটি) ॥ বর্ধমান সিনেমা ॥ রূপশ্রী (জলপাইগুড়ি)

আজ
অমর কাহিনী শিল্পীর হেলেন অবিস্মরণীয় চিত্ররূপ!

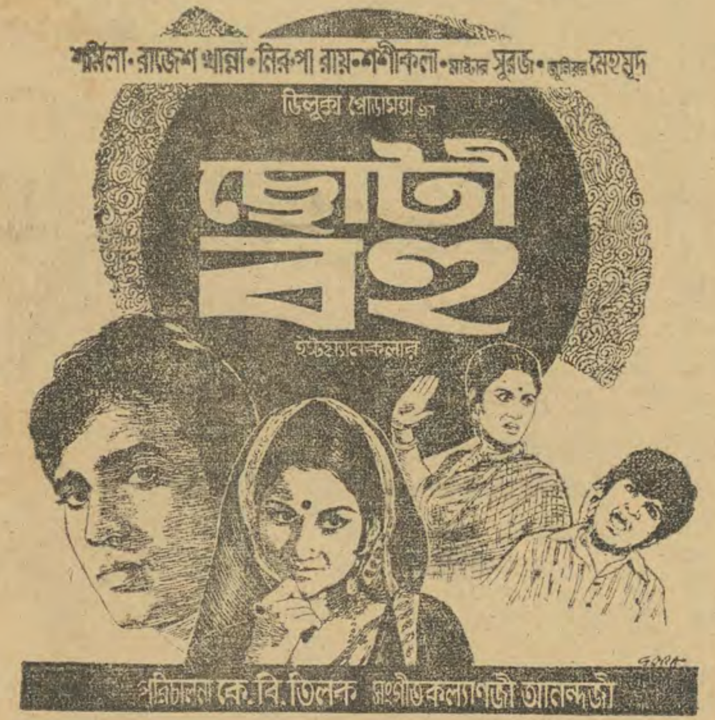

লাইট হাউস (১১, ২, ৫॥, ৮½) অপেরা (১১॥, ৩, ৬, ৮॥) নাজ (২॥, ৫½, ৮॥)
লিবার্টি (১২, ৩, ৬) ক্রাউন (৩, ৬, ৯) দর্পণা (২॥, ৫॥, ৮॥)
ক্লেম (১১॥), উজ্জলা (১১॥), দীপ্তি (২॥ ৫॥ ৮॥), চিত্রপুরী (১২ ৩ ৬ ৯) শৈলশ্রী (২॥ ৫॥ ৮॥), অতীন্দ্র (ব্যারাকপুর), রূপকল্যাণী (টিটাগড়), প্রফুল্ল (শ্রীরামপুর) অনন্যা (বরানগর), বিজয়া (বারাসাত), কমলেশ (বালটিকুড়ি), পারিজাত (শালকিয়া ১২ ৩ ৬), রূপছায়া (বেড়াচাঁপা), শ্রীরামপুর টকী, সরস্বতী (ত্রিবেণী : নবসজ্জিত বাতানুকূল), রূপকথা (আসানসোল), প্রামাণিক (রাণাঘাট)।
বিঃ দ্রঃ—পূজার ছুটিতে 'নাজ'-এ দ্বিপ্রাহরিক প্রদর্শনী
● চিত্রনিকেতন রিলিজ ●
'লাইট হাউস'-এ সময় পরিবর্তন লক্ষ্য রাখুন

আজ থেকে! মহাপূজার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ!!
সহজ, সরল, সত্যনিষ্ঠ এক যুবকের বাঁচার লড়াইয়ের মর্মস্পর্শী কাহিনী

জ্যোতি : প্রভাত : খান্না : রূপালী
(২, ৫।, ৮॥) (৩, ৬ ৯) (১॥, ৪॥, ৭॥) (২॥, ৫॥, ৮॥)
পিয়ালী ॥ পরী ॥ নবভারত ॥ অশোক ॥ লিলুয়া সিনেমা ॥ নীলা ॥ তটিনী
শ্রীলক্ষ্মী (কাঁচরাপাড়া) রাজকৃষ্ণ (ইছাপুর) অন্নপূর্ণা (ব্যান্ডেল) অনুরাধা (দুর্গাপুর) বসুন্ধরা (আসানসোল) জি, টি, টকীজ (জামসেদপুর) গেইটি (সম্বলপুর) জনতা (পুরী) অশোক (পাটনা)
॥ স্প্যান ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স রিলিজ ॥

৭ম সপ্তাহ!
স্নিগ্ধ মধুর পারিবারিক ছবি

সংগীত : নীহার রায়
প্রত্যহ ২॥ ৫॥, ৮॥
মিনার • বিজলী • ছবিঘর
রূপনারায়ণ (কোলাঘাট) বিচিত্রা (বোলপুর) মদন (কালনা) - অন্নপূর্ণা (কোতলপুর) ও অন্যত্র

৯ম জনপ্রিয় সপ্তাহ!
চলচ্চিত্র শিল্পে নতুন ধারার প্রবর্তক
শাম্মী কাপুর·হেমা মালিনী·রাজেশ খান্না সিপ্পি
জি.পি. সিপ্পির
আন্দাজ
পরিচালনা : রমেশ সিপ্পি
সঙ্গীত : শঙ্কর জয়কিষণ
সোসাইটি প্রত্যহ ৩, ৬, ৮½
রতন (রাঁচী) - বিজয় (বহরমপুর) - কৈলাস (ভদ্রক) - বীণা (পাটনা) - মেঘদূত (বেরমো) জৈন (চাইবাসা) - ভবানী (কোচবিহার) কীর্তি (বীরগঞ্জ) - অনুরাধা (গৌহাটি) জোনাকী (তেজপুর) - জয়শ্রী (নওগাঁও) রূপালী (ধুবড়ি) - বাবুল (মার্ঘারিটা) লক্ষ্মী (শিবসাগর) - ফ্রেন্ডস (ইম্ফল) অরোরা (ডিব্রুগড়)

চিত্রগ্রহণ ॥ সৌমেন্দু রায়
সম্পাদনা ॥ দুলাল দত্ত
শিল্প নির্দেশনা ॥ অশোক বোস
শ্রী : প্রাচী
(১২, ৩, ৬, ৯) (২, ৫ ৮)
ইন্দিরা : নবীনা
(৩, ৬ ৮-৩০) (১২, ৩, ৬)
জয়া (লেক টাউন) ইলোরা (বেহালা) শ্যামাশ্রী (হাওড়া) অলকা (শিবপুর) প্রফুল্ল (খড়দহ) জয়শ্রী (বরানগর) গৌরী (উত্তরপাড়া) উদয়ন (শেওড়াফুলি) নৈহাটী সিনেমা (নৈহাটী) রমা (বিরাটী) কৈরী (চুঁচুড়া)
● পিয়ালী পরিবেশনা ●

পি ভি এ আইনের মেয়াদ বাড়াবার অনুরোধ

স্টাফ রিপোর্টার

পি ভি এ আইনের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে। ৩০ এপ্রিল এ আইনের মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে।

বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকারের এক মুখপাত্র বলেন, পি ভি অ্যাক্ট উঠে গেলে যাঁরা ছাড়া পাবেন তাঁদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা আইনে পুনরায় গ্রেফতার করা যাবে না। স্বভাবতই এ সম্পর্কে রাজ্য সরকারকে নতুন পথের কথা ভাবতে হচ্ছে।

কারণ পি ভি এ আইনে মোট প্রায় চার হাজার ব্যক্তি আটক আছেন। গত বছর ২৬ নবেম্বর থেকে এ আইনে গ্রেফতার শুরু হয়। এমনিতেও এক বছরের বেশি তাদের এ আইনে ধরে রাখা যায় না। ২৫ নবেম্বর থেকেই ধৃত ব্যক্তিরা মুক্তি পেতে শুরু করবেন।

তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করেন তার আগেই রাজ্য সরকার এ সম্পর্কে একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এ নিয়ে আইনজ্ঞের পরামর্শও নেওয়া হচ্ছে।

এবার পূজায় সার্বজনীন পূজা কম

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পক্ষ থেকে বিভিন্ন পূজা কমিটির কর্ম-কর্তাদের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। তৎসত্ত্বেও জোর করে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ থানায় দাখিল করা হলে পুলিশকে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জোর করে চাঁদা আদায় না করার অনুরোধ

চাঁদা আদায় নিয়ে উত্তর কলকাতার বড়তলা থানা এলাকার দুটি বিবদমান সার্বজনীন পূজা কমিটির মধ্যে রেষারেষি পুলিশের মাধ্যমে মীমাংসা হয়ে যায়। এ ছাড়া এখনও জোর করে চাঁদা আদায়ের কোন অভিযোগ পুলিশের কাছে আসেনি বলে কলকাতা পুলিশের এক মুখপাত্র জানান।

বিকল্প আলো ব্যবস্থার প্রস্তাব

পূজায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হবার আশঙ্কায় পুলিশের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পূজা কমিটির উদ্যোক্তাদের কাছে বিকল্প আলোর ব্যবস্থা রাখার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

সমাজ বিরোধী সন্দেহে ৩,৫৭২জন গ্রেফতার

পূজার প্রাক্কালে কলকাতা পুলিশ সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপ দমন অভিযানে বিভিন্ন এলাকা থেকে এ পর্যন্ত ৩,৫৭২ জনকে গ্রেফতার করেছে। গত ১০ সেপ্টেম্বর থেকে এই পুলিশী অভিযান শুরু হয়েছে। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ১২১ জনকে ৯৩টি চোলাই মদের ঘাটি থেকে এবং ৫৫৯ জনকে ১৫০টি জুয়ার আড্ডা থেকে গ্রেফতার করা হয়। জুয়ার আড্ডাগুলি থেকে পুলিশ খেলার দানের ৭,৩৭১ টাকা উদ্ধার করে।

প্রায় দেড়লক্ষ লোক বাইরে যাচ্ছেন

রেলের রিজারভেশন অফিসের ভিড় যদি রেলের ভিড় মাপার মাপকাঠি হয় তা হলে বলতে হবে অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার অনেক বেশি লোক বাইরে যাচ্ছেন। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের একটি প্রেস নোটে একথা বলা হয়েছে। তাঁরা আশা করছেন এবার প্রায় দেড়লক্ষ লোক পূজায় বাইরে যাবেন। রেলের তরফ থেকে এবার ৭টি পূজা স্পেশাল চালানো হবে। দুটি মাদরাজে দুটি হাওড়া-পুরী এবং দুটি পুরী-হাওড়া এবং একটি হাতিয়া-পাটনা যাবে। গত বছর স্পেশাল ট্রেন ছিল ৪টি।

ধন্যি মেয়ে
আজ থেকে
উত্তম - সাবিত্রী - পার্থ জয়া অভিনীত শ্রেষ্ঠ শারদীয় আকর্ষণ:
চণ্ডীদাস চিত্রমন্দির (বাঁকুড়া ২য়) শ্রীদুর্গা (কাঁচরাপাড়া) অন্নপূর্ণা (সোনারপুর) শ্যামলী (রামরাজাতলা) শ্রীরূপা (কাঁথি) কমলা (পুরুলিয়া) সুশ্রী (শান্তিপুর) চিত্রবাণী (বাগনান) পার্থ (জিয়াগঞ্জ) মিলনশ্রী (বিষ্ণুপুর) জঙ্গীপাড়া টকীজ (জঙ্গীপাড়া) রূপমন্দির (বেলঘরিয়া) চলন্তিকা (তমলুক) ভারতী (ঘাটাল) চিত্রা (বোলপুর)

শারদ-উৎসবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ!
২য় সপ্তাহ
ধর্মেন্দ্র·হেমা·মেহমুদ
প্রমোদ চক্রবর্তীর
নয়া জমানা
লোটাস ২॥, ৫॥, ৮॥
রঞ্জন (চিত্তরঞ্জন) স্টার (গ্যাংটক) অলকা (বেগুসরাই) দীপাঞ্জলি (বাঁকুড়া) ছায়াবাণী (রাজপুর) - প্রতিভা (হরেকৃষ্ণনগর) শ্রীদুর্গা (জোড়াগোলা) জয়ন্ত (মধুপুর) অশোক (মীরাবাজার) ॥ প্রভা পিকচার্স পরিবেশিত ॥

স্টেট ট্রানসপোর্ট শ্রমিক ইউনিয়নের দাবি

স্টাফ রিপোর্টার

বৃহস্পতিবার কলকাতা স্টেট ট্রানসপোর্ট শ্রমিক ইউনিয়নের এক প্রতিনিধিদল রাজ্য পরিবহণ কমিশনার শ্রী আর ঘোষের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের বিশ দফা দাবির কথা জানান। দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে: চাকুরি স্থায়ী করা, বিশেষ মেডিক্যাল ভাতা ও বকেয়া বেতন, ভাতা ইত্যাদি। শ্রী ঘোষ সহানুভূতির সঙ্গে দাবিগুলি বিবেচনার আশ্বাস দেন।

এবছর একরঙা, সুন্দর সুন্দর রংবেরঙের চেক, টারটান এবং প্রিন্ট—সব রকমই বাজারে চালাও পাওয়া যাবে।

এমন কাপড় খুব কমই চোখে পড়ে যা বাড়ীশুদ্ধ সকলেই পছন্দ করেন।
বিনীর কটসউল সেদিক থেকে সত্যি অদ্বিতীয়। একেবারে চালু হওয়ার দিন থেকেই ঘরে ঘরে সবার মন কেড়ে নিয়েছে। কেন জানেন? কারণ এতে সুতীর মোলায়েম স্পর্শ আর উলের উষ্ণতা দুই-ই আছে। তাছাড়া, বিনীর কটসউল দিয়ে বাড়ীর প্রত্যেকেরই পোশাক-আশাক করা যায়—পুরো পোশাক থেকে কামিজ অবধি, পায়জামা থেকে শার্ট, চুড়িদার আর সালোয়ার থেকে জ্যাকেট ও বাচ্চাদের পোশাক থেকে শুরু করে বড়দের কোট অবধি সবই চমৎকার মানানসই হয়।
খুব শিগ্গিরই আপনার কাছাকাছি বিনী স্টকিস্টের কাছে এবং বিনীর শো-রুমে পাবেন।

বিনীর কটসউলে তৈরী রেডিমেড শার্টও পাওয়া যাবে।

বিনীর কটসউল
—পুরো পরিবারের পছন্দসই কাপড়
BM 5878

বেনারসী
সিল্ক ও তাঁতের শাড়ী
প্রিয় গোপাল বিষয়ী
স্থাপিত ১৮৬২
৭০, পণ্ডিত পুরুষোত্তম রায় স্ট্রীট
বড়বাজার, কলিকাতা-৭

সরস্বতী নদীর সংস্কার প্রশ্নে সমীক্ষক দল আসবে

হুগলি জেলার চণ্ডীতলা থানা এলাকার সরস্বতী নদীর সংস্কার এবং বন্দের বিলের লক গেটের আধুনিকীকরণ করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার একটি সমীক্ষক দল পাঠাবেন। নটির অঞ্চল প্রধান শ্রীহরেন্দ্রনাথ কোলে জানান, তাঁর সঙ্গে আলোচনাকালে কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী ডঃ কে এল রাও এই আশ্বাস দিয়েছেন।

সি পি এম নেতার জামিন না-মঞ্জুর

কলকাতা পৌরসভার সি পি এম সদস্য শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দে-কে বৃহস্পতিবার পুনরায় কলকাতার অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী এস এন দাসের আদালতে হাজির করা হয়। গত ১৬ সেপটেম্বর শ্রী দে-কে অস্ত্র আইন ও পশ্চিমবঙ্গ জনশৃঙ্খলা রক্ষা আইনানুসারে কলকাতার বড়তলা থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়।

আসামী পক্ষ থেকে এদিনও শ্রী দের জামিনের জন্য আবেদন করা হয়। তাতে বলা হয় যে, জনশৃঙ্খলা আইনটি নকশালপন্থী, সমাজবিরোধী এবং উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগের জন্যই সংসদ অনুমোদন করে। সংসদে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী উভয়েই এ আইনটি রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ বন্ধের জন্য কোন রাজনৈতিক দল বা দলসমূহের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হবে না বলে কথা দেন। তাই ধৃত পৌর সদস্যের ক্ষেত্রে এ আইনটি প্রযোজ্য হতে পারে না। কারণ শ্রী দে একজন সি পি এম নেতা এবং তাঁর দল পশ্চিমবঙ্গ থেকে গত নির্বাচনে সংসদে সবচেয়ে বেশি আসন অধিকার করেছেন, এবং সংসদেও দলটি বৃহত্তম বিরোধী দল।

সরকার পক্ষ থেকে আসামীর জামিনের বিরোধিতা করে বলা হয় যে, সরকারী বিস্ফোরক দ্রব্য বিশারদ শ্রী দের কাছ থেকে উদ্ধার করা রিভলবারটি পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, রিভলবারটি বহুবার ব্যবহার করা হয়েছে। তাই আসামী যে-সময়ে ও পরিবেশে গুলিভর্তি রিভলবার নিয়ে চলাফেরা করছিলেন, তাতে তাঁর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইনটি প্রয়োগের অবকাশ রয়েছে।

ম্যাজিস্ট্রেট আসামী পক্ষের আবেদন না-মঞ্জুর করে আসামীকে পুনরায় ১ নবেম্বর পর্যন্ত জেল-হাজতে রাখার নির্দেশ দেন। তবে তাঁকে যাতে অন্য কোন রাজনৈতিক দলের বিচারাধীন আটক আসামীরা আক্রমণ করতে না পারে, তার জন্য তাঁকে জেলে আলাদাভাবে রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য কংগ্রেসের কর্মকর্তা মনোনয়ন এখনও চূড়ান্ত হয়নি

স্টাফ রিপোর্টার

রাজ্য নব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীআবদুস সাত্তার পুজোর আগে দিল্লি যাচ্ছেন না। কারণ, প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক, সম্পাদক ইত্যাদি কর্মকর্তা মনোনয়নের বিষয় এখনও চূড়ান্ত হয়নি। এ ব্যাপারে পুজোর মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে পুজোর পরে নামের তালিকা নিয়ে দিল্লি যাবেন। সেখানে প্রধানমন্ত্রী, নব কংগ্রেস সভাপতি ও অন্যান্য নেতার সঙ্গে কথাবার্তার পর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করবেন।

বৃহস্পতিবার শ্রী সাত্তার বলেন, তিনজন সহ-সভাপতি, দুজন সাধারণ সম্পাদক, চারজন সম্পাদক এবং একজন কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ করা হবে বলে মোটামুটি স্থির হয়েছে। এই পদগুলিতে কাদের মনোনয়ন করা হবে, তা এখনও পর্যন্ত স্থির হয়নি। এ সম্পর্কে তিনি শ্রীবিজয় সিং নাহার, শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়, ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও উত্তরবঙ্গের নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন। প্রসঙ্গত তিনি বলেন, কোন্ দুজন সাধারণ সম্পাদক হবেন, এ নিয়েই চিন্তা-ভাবনা বেশি। এ ব্যাপারে নানা তরফে নানা ব্যক্তির নাম করা হচ্ছে। যেমন, শ্রীঅরুণ মৈত্র, শ্রীসুব্রত মুখার্জি, ডাঃ জয়নাল আবেদিন ও শ্রীবরকৎ আলি খান চৌধুরী প্রভৃতি।

অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রীপদে সঞ্জীবায়ার নাম একরকম নিশ্চিত

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপটেম্বর—নব কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ডি সঞ্জীবায়া যে অন্ধ্র প্রদেশের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রিরূপে শ্রীব্রহ্মানন্দ রেড্ডির স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন, এটা এখন প্রায় একরকম নিশ্চিত।

আজ এখানে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী ও অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী রেড্ডির মধ্যে দেড় ঘণ্টা বৈঠকের পর এই আভাস পাওয়া গিয়েছে। এই বৈঠকে যোজনা মন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণ্যম এবং পূর্ত ও গৃহনির্মাণ মন্ত্রী শ্রীউমাশংকর দীক্ষিতও উপস্থিত ছিলেন।

এই ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া না হলেও দলের ঊর্ধ্বতন নেতারা বলেন যে, শ্রী সঞ্জীবায়ার নাম সম্পর্কে প্রায় ঐকমত্য।

বৈঠকের পর শ্রী রেড্ডি সাংবাদিকদের কাছে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী পদে কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ডি সঞ্জীবায়া সহ আরও কয়েকটি নাম বিবেচনা করা হচ্ছে। তবে তিনি অন্যান্য নামগুলি বলতে অস্বীকার করেন।

শ্রীরেড্ডি অবশ্য এটা স্পষ্ট করে বলেন, অন্ধ্রেরই হোন অথবা তেলেঙ্গানা অঞ্চলেরই হোন—উত্তরাধিকারী নির্বাচনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় হাইকম্যানডের যে-কোন সিদ্ধান্তকে দল মেনে নেবে।

শ্রীরেড্ডি ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আলোচনার আগে শ্রীমতী গান্ধী শ্রীসঞ্জীবায়ার সঙ্গে একঘণ্টা কথা বলেন।

নতুন নেতা নির্বাচনের জন্য ২৫ সেপটেম্বর হায়দরাবাদে অন্ধ্র কংগ্রেস (নব) আইনসভা দলের বৈঠক বসছে।

—ইউ এন আই

পরলোকে প্রবীণ সমাজসেবী শ্রীবিজয়চন্দ্র দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি

বসিরহাট, ২৩ সেপটেম্বর—প্রবীণ সমাজসেবী শ্রীবিজয়চন্দ্র দাস হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কাল রাত্রে বসিরহাট হাসপাতালে মারা গিয়েছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। তিনি পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা রেখে গিয়েছেন।

শ্রীদাসের জন্ম খুলনা জেলার সাতক্ষীরায়। আইন পরীক্ষায় পাশ করে তিনি সাতক্ষীরায় ওকালতি শুরু করেন, দেশ বিভাগের পর ১৯৫০ সালে শ্রীদাস বসিরহাটে চলে আসেন। বিভিন্ন শিক্ষা ও সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান স্ট্যানডারড-এর তিনি স্থানীয় সংবাদদাতা ছিলেন।

জিয়াগঞ্জে সর্পাঘাতে ২ জনের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা

জিয়াগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), ২৩ সেপটেম্বর—জিয়াগঞ্জ শহরের বহু অঞ্চল এখন পর্যন্ত বন্যার জলে ডুবে আছে। কোন কোন অঞ্চল থেকে পাম্পের সাহায্যে জল সরানোর চেষ্টা চলছে। শহরের জল-বেষ্টিত অঞ্চল থেকে সর্পাঘাতে দুজনের মৃত্যুসংবাদ পাওয়া গেছে।

বেনেপুকুর বাজারের উন্নতির জন্য সভা

বেনেপুকুর গোপালবাবুর বাজারের উন্নতির জন্য মঙ্গলবার বেনেপুকুরের নাগরিকবৃন্দ বেনেপুকুর এলাকায় এক সভায় মিলিত হন। সভায় বিভিন্ন বক্তারা বাজারটির উন্নতির জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব পেশ করেন।

পাঞ্জাব স্টেট লটারীজ

বিরাট মেলা (প্রথম পুরস্কার : ২১,০০,০০০ টাকা)
প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল : ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
(১৯শে সেপ্টেম্বর, '৭১ পর্যন্ত বিক্রয়ের জন্য)
একটি প্রথম পুরস্কার ৫০০০ টাকা টিকিট নং E-212218
দুইটি দ্বিতীয় পুরস্কার প্রত্যেকটি ৫০০ টাকা টিকিট নং B-517213 D-448974
চল্লিশটি পুরস্কার প্রত্যেকটি ৫০ টাকা

B-862019	H-181552	B-396316	A-248116	C-016658	A-349012	E-223044
A-413016	G-155016	A-335387	E-123205	D-366172	A-172314	C-457021
D-380411	G-091813	C-426111	E-417916	F-578135	A-044915	D-313091
C-342238	I-391816	A-530333	B-590033	G-244147	B-209214	G-053151
A-051011	C-150211	G-423119	G-756716	B-155910	A-187411	G-047013
A-566517	D-248583	A-235069	C-513705	A-463514		

বিঃ দ্রঃ—নম্বর ভুল মুদ্রণের জন্য এই ডিরেক্টরেট দায়ী নহেন।
ডিরেক্টর পাঞ্জাব স্টেট লটারীজ, চণ্ডীগড়।

Alpine কিনুন
দামে আর গুণে অপ্রতিদ্বন্দ্বী
বীজানুমুক্ত খাঁটি দুধ ও ক্রীম ৮০০, ৪০০, ২০০ মিলিলিটার এবং খাঁটি ঘি ও মাখনও পাওয়া যায়।
এ্যালপাইন ডেয়ারী
ন্যাশানাল টোবাকো বিল্ডিং
১ এবং ২, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার
কলিকাতা-১। ফোন ২২-৪৮৬১

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

মাদ্রাজ ও পুরীগামী স্পেশাল ট্রেনে স্থান রিজার্ভেশন

১৯৭১ সালের ২৫ এবং ২৬ সেপ্টেম্বর ৩ আপ হাওড়া-মাদ্রাজ মেল এবং ৮ আপ হাওড়া-পুরী এক্সপ্রেসযোগে ভ্রমণের জন্য স্থান রিজার্ভেশনের ব্যাপারে যে সকল যাত্রীর নাম প্রতীক্ষারতদের তালিকায় রহিয়াছে, তাঁহাদিগকে ২৫ এবং ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখে হাওড়া হইতে মাদ্রাজগামী এবং ২৫ এবং ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে হাওড়া হইতে পুরীগামী স্পেশ্যাল ট্রেনে তাঁহাদের রিজার্ভেশন (যেরূপ পাওয়া যাইবে) সংগ্রহের জন্য অবশ্যই ২৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কলিকাতার এসপ্লানেড ম্যানসনস সিটি বুকিং অফিসে আসিবার জন্য অনুরোধ জানান যাইতেছে।

চীফ কমার্শিয়াল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট

পি আর/এস ই পি এ/১/সি-৪৬ (৩৯১)

সমবায়িকা

হাতিবাগান ও লিণ্ডসে স্ট্রীটে

এবারের পূজার কেনাকাটা করুন। শাড়ী, ধুতি এবং আদ্যমান-এর রেডিমেড পোষাকের বিপুল আয়োজন।

২৫শে সেপ্টেম্বর রবিবার সমবায়িকা হাতিবাগান সকাল ৯টা হইতে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকিবে।

(৩৭৬৪)

সবচেয়ে জোরদার ও সুগন্ধে ভরা
এস, এম, আশরফ আলির
স্পেশাল গুলাবী
কিমাম
লখনৌ জরদা ফ্যাক্টরী
২৯, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-১
ফোন : ৩৪-২৭৯৫ ও ৩৪-৪০১৩
DIAMOND/LZ-2

মুদ্রণ পারিপাট্য ও ডিজাইনিং-এ উৎকর্ষের জন্য পঞ্চদশ জাতীয় পুরস্কার

মুদ্রণ পারিপাট্য ও ডিজাইনিং বা নক্সা পরিকল্পনায় উৎকর্ষ প্রদর্শনের জন্য পঞ্চদশ জাতীয় পুরস্কার দেওয়ার উদ্দেশ্যে মুদ্রাকর, প্রকাশক, এ্যাডভারটাইজিং এজেন্সী, আর্ট স্টুডিও প্রভৃতিকে আপন আপন কাজের নমুনা পাঠাবার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে।

প্রিণ্টিং, ডিজাইনিং, পাবলিসিটি ও ডিসপ্লে-র কাজ সমেত সবশুদ্ধ ২৬টি শ্রেণীর জন্য পুরস্কার দেওয়া হবে। একই নমুনার জন্য মুদ্রাকর, নক্সাকার বা প্রকাশকদের পৃথকভাবে তিনটি পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য তিনটি করে পুরস্কার আছে।

১৯৭০-এর জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে যা কিছু কাজ ছাপা হয়েছে তার নমুনা পাঠানো যেতে পারে।

২৩শে অক্টোবর ১৯৭১-এর আগে কাজের নমুনা পাঠাতে হবে।

বিশদ বিবরণ এবং নির্দিষ্ট ফর্ম প্রভৃতির জন্য এঁর কাছে লিখুন:

শ্রী কে. সি. কৃষ্ণণ,
প্রোডাকশন ম্যানেজার,
ডিরেক্টোরেট অফ এ্যাডভার্টাইজিং এ্যাণ্ড ভিসুয়াল পাবলিসিটি,
পি টি আই বিলডিংস, থার্ড ফ্লোর,
৪, পার্লামেণ্ট স্ট্রীট,
নিউ দিল্লী-১

DAVP 71/278

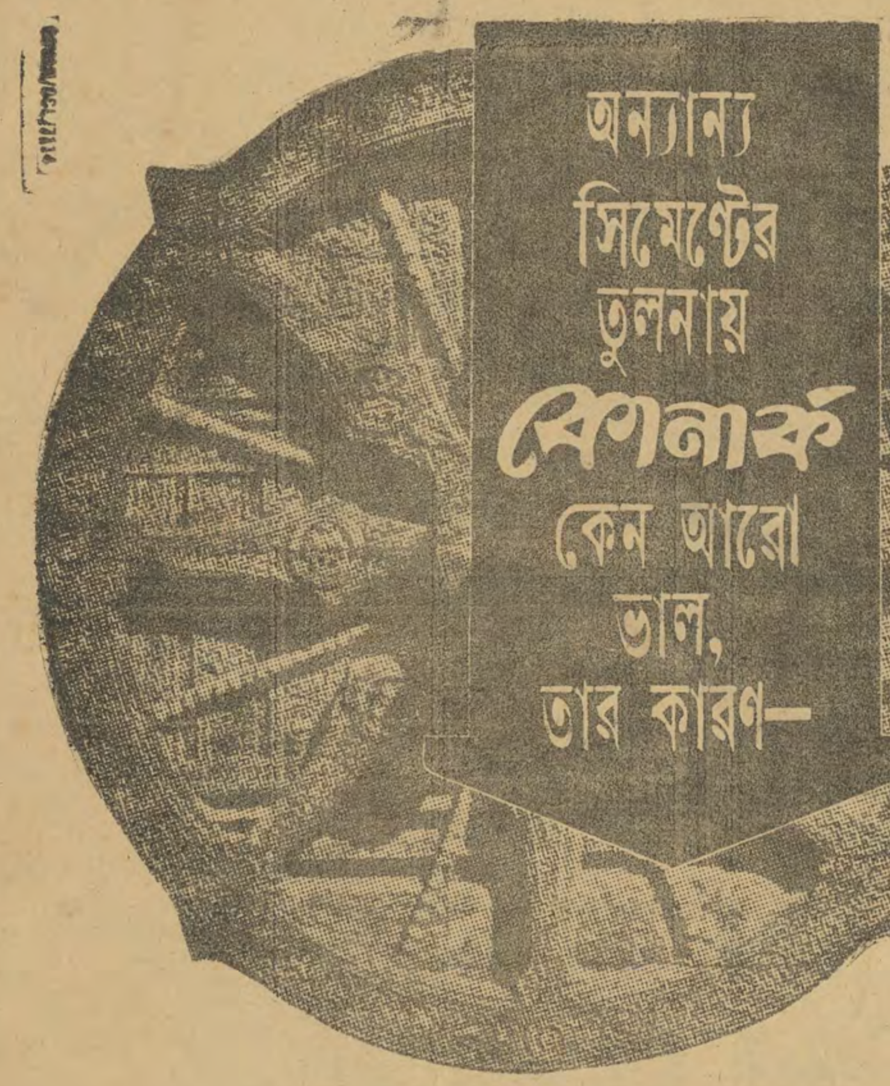

পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্টের জন্যে আই-এস-আই নির্ধারিত মান অপেক্ষা দ্বিগুণ বেশী শক্তি দিয়ে কোণার্ক সিমেন্ট তৈরী। ফলে, কোণার্ক দিয়ে আপনি যা তৈরী করবেন, তাতে পাবেন শতকরা ১০০ ভাগ অতিরিক্ত শক্তি—অথচ এর জন্যে আপনাকে বেশী ব্যয় করতে হচ্ছে না।
ভাল সিমেন্টে যা আশা করা হয়, কোণার্কে আছে সেই স্বাভাবিক হাল্কা ধূসর রং। কোণার্কের সঙ্গে পছন্দসই রং মিশিয়ে আপনার ঘর-বাড়ী সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারবেন। এই সুবিধা অন্যান্য গভীর রঙের সিমেন্টে পাবেন না। এছাড়া, কোণার্কের রঙের আরো একটা মস্ত সুবিধা আছে—এটা বিশুদ্ধ কি মিশ্রিত, তা সহজেই ধরতে পারবেন। এটাই হলো কোণার্ক সিমেন্টের অতিরিক্ত বিশেষত্ব।

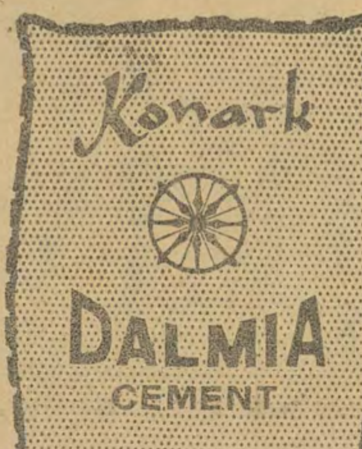

উড়িষ্যা সিমেণ্ট লিমিটেড
রাজগাংপুর, সুন্দরগড় জেলা (ওড়িশা)
হেড অফিস: ৪, সিন্ধিয়া হাউস, নিউ দিল্লী-১
একমাত্র সেলিং এজেন্টস্:
সিমেণ্ট ডিষ্ট্রিবিউটরস লিঃ, রাজগাংপুর (উড়িষ্যা)

জুতো বটে
'শানদার'
আরামে নেই জুড়িদার

কি দামে, কি হালফ্যাশানে—জুতোর মত জুতো 'শানদার'। হালফিল ডিজাইন আর টেঁকেও বছরের পর বছর। খুব মজবুত সোল, পা পিছলোবার ভয় নেই, যেকোনো আবহাওয়ায় হালকা পায়ে চলা যায়। আর সুবিধে কি জানেন—ভিজে কাপড়ে একটু মুছে নিলেই পরিষ্কার, নতুনের মত দেখায়। পছন্দসই পুরুষালী রঙে 'শানদার' জুতো যেমন দেখতে সুন্দর তেমনি যেকোনো সময় পায়ে দিয়ে চলতে ফিরতে আরাম।

তৈরী ও বিপণনে:
CFC ক্যালকাটা ফুটওয়্যার কোম্পানী
৪০, স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা-১

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও আসামের পরিবেশক:
জালান বুট হাউস ২৫, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-১

আন্তর্জাতিক সংস্কৃত সম্মেলন : রাষ্ট্রপতি উদ্বোধন করবেন

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপটেমবর— এখানে আগামী ১৭ থেকে ...২৫ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক সংস্কৃত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এর উদ্যোক্তা কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক এবং সহযোগী 'ইউনেসকো'। সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি। পঞ্চাশটি দেশের প্রতিনিধিরা এতে যোগ দেবেন। —ইউ এন আই

অজিত সিং অধিনায়ক

পাতিয়ালা, ২৩ সেপটেমবর— ভারতীয় হকি ফেডারেশন বিশ্ব কাপ হকি প্রতিযোগিতার ভারতীয় দলের নাম প্রকাশ না করলেও জানা গিয়েছে যে, পানজাবের অজিত সিং দলের অধিনায়ক ও পানজাবের হারমিক সিং সহ-অধিনায়ক হবেনই। ব্যাংকক এশিয়ান গেমসের ভারতীয় হকি দলের ম্যানেজার বলবীর সিং দলের ম্যানেজার ও শিক্ষক মনোনীত হয়েছেন আগেই জানা গিয়েছে। —ইউ এন আই

পূর্ব রেলওয়ে

দুর্গাপুজার সময়ে স্পেশাল ট্রেন চলাচল

দুর্গাপুজার ছুটির সময়ে শহরতলীর যাত্রীদের প্রত্যাশিত দারুণ ভীড় লাঘবের উদ্দেশ্যে হাওড়া ও ব্যান্ডেলের মধ্যে প্রচলিত ট্রেন সার্ভিস ছাড়াও ২৬-৯-৭১, ২৭-৯-৭১, ২৮-৯-৭১ এবং ২৯-৯-৭১ তারিখে ব্যাণ্ডেল হইতে হাওড়া পর্যন্ত দুইটি ডাউন স্পেশাল ট্রেন এবং হাওড়া হইতে ব্যাণ্ডেল পর্যন্ত একটি আপ স্পেশাল ট্রেন সকল স্টেশনে থামিয়া চলাচল করিবে :

স্পেশাল ট্রেনগুলির সংক্ষিপ্ত সময়-তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

আপ স্পেশাল	১ম ডাঃ স্পেশাল	২য় ডাঃ স্পেশাল
২৩-৫৫ ছাঃ হাওড়া	পৌঃ ১৬-৪০	১৭-০৫
০০-২৮½ ছাঃ শেওড়াফুলি	ছাঃ ১৫-৫৮	১৬-৫৩
০০-৫৭ পৌঃ ব্যাণ্ডেল	ছাঃ ১৫-৩৫	১৬-৩০

ডিভিশনাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট/হাওড়া

কমপ্যুটার ব্র্যাডম্যানকে স্বরূপে ফিরিয়েছে, ইংল্যানড ৩০৫ রানে পিছিয়ে

লনডন, ২৩ সেপটেমবর—প্রথম ইনিংসে ভেরিটির বলে ২২ রানে কট অ্যানড বোলড ব্র্যাডম্যান তাঁর ফেলে-আসা উজ্জ্বল ক্রিকেট ইতিহাসের পাতাগুলি আবার খুলে বসেছিলেন কি? ৫২টি টেসটে ৯৯-৯৪ রানের গড়ের সে হিসাব কমপ্যুটার মুছে ফেলতে পারেনি। দ্বিতীয় ইনিংসে সেই ঐতিহাসিক খেলোয়াড় ১১৮ রানে অপরাজিত আছেন। দ্বিতীয় উইকেটের সহযোগী আরথার মরিসও ১১৬ রানে। দুজনে ২২০ মিনিটে ২১০ রান তুলেছেন। তৃতীয় দিনে অসট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে রান উঠেছে এক উইকেটে ২৫০। অর্থাৎ মোট রানে এখন ইংল্যানড থেকে ৩০৫ রান এগিয়ে। দলের ৪০ রানে পনসফোরড আউট হন।

গত দিনে ৮ উইকেটে অসমাপ্ত ইংল্যানডের প্রথম ইনিংসের যবনিকা পড়ে ২৬৬-তে। অসট্রেলিয়া থেকে ৫৫ রানে পিছিয়ে পড়ার মূলে চোকস মিলার। মিলার ৪৬ রানে ৫ উইকেট নেন।

অসট্রেলিয়া—১ম ইনিংস—৩২১।

ইংল্যানড—১ম ইনিংস—(গত দিন ৮ উইঃ ২১৮। হাটন ৮৬, লেল্যানড ৪০) মে ৩৮ নট আউট ॥ লেকার ব মিলার ১৭ ॥ ভেরিটি ব ওরিলি ৮ ॥ অতিরিক্ত ৬। মোট ২৬৬

বোলিং—লিনডওয়াল ২৯-৭-৫৭-৩, মিলার ২৭-১০-৪৬-৫, ওরিলি ২৯-৫-৭১-১, বেনো ২৫-৫-৭০-১, ম্যাকারটনি ১০-১-২৬-০।

অসট্রেলিয়া—২য় ইনিংস—১ উইঃ ২৫০ ব্র্যাডম্যান ১১৮ নট আউট, মরিস ১১৬ নট আউট) —রয়টার

আজ বিশ্বকাপ হকি দল গড়া হবে

পাতিয়ালা, ২৩ সেপটেমবর—বিশ্ব কাপ হকি প্রতিযোগিতায় ভারতের দল গড়ার উদ্দেশ্যে ভারতীয় হকি ফেডারেশনের নির্বাচক সমিতির সদস্যরা আজ এখানে মিলিত হন। মনোনীত খেলোয়াড়দের নাম ফেডারেশনের কার্যকরী সমিতির দ্বারা অনুমোদিত হবার পর কাল খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করা হবে। আগামী মাসে স্পেনের বারসিলোনায় বিশ্ব কাপ হকির খেলা আরম্ভ হবে।

বিশ্ব কাপে ভারতের ১৬ জনকে পাঠানো হবে না ১৭ জনকে পাঠানো হবে ফেডারেশনের কার্যকরী সমিতি কাল সে সিদ্ধান্তও নেবেন।

ঠিক হয়েছে বারসিলোনা যাবার আগে সম্মিলিত একাদশের বিরুদ্ধে নির্বাচিত ভারতীয় দল পাঁচটি প্রদর্শনী খেলায় অংশ নেবে। খেলাগুলির তালিকা নীচে দেওয়া হল।

অমৃতশহরে—২৬ সেপটেমবর; জলন্ধরে—২৭ সেপটেমবর; করনালে—২৯ সেপটেমবর; ফিরোজপুরে—১ অকটোবর এবং লুধিয়ানায়—২ অকটোবর।

আজ নির্বাচক সমিতির সদস্যরা কোচিং ক্যামপে খেলোয়াড়দের অনুশীলন লক্ষ্য করেন। চেয়ারম্যান পি এন সাহনী, সদস্য বলবীর সিং, আর এস ভোলা, রূপ সিং এবং গনসালভেস উপস্থিত ছিলেন। —পি টি আই

নিবেদনমিদং

মহাশয়,

১৮-১৯ সেপটেমবরের আনন্দবাজারে প্রকাশিত শ্রীদিলীপ দেবের মন্তব্য, ডাঙায় দাঁড়িয়ে কোচিংয়ের দাপট—অর্বাচীনের মত। যেখানে প্রোগ্রাম অনুযায়ী এক তৃতীয়াংশ খেলোয়াড়কে অনুশীলন করাতে পারছি না, সেক্ষেত্রে 'দাপট' কথাটি সম্পূর্ণ তাঁর মনগড়া। শ্রীদেবের জেনে রাখা উচিত, প্রাথমিক পর্যায়ের ট্রেনিংয়ে ছাড়া কোন কোচের জলে থাকার প্রয়োজন হয় না। রাজ্য সংস্থা যে ২৪ জনকে নির্বাচিত করেছেন, তাদের নিশ্চয়ই প্রাথমিক ট্রেনিং নেওয়া আছে, তাই প্রশিক্ষণকে দ্বিতীয় পর্যায় থেকে আরম্ভ করা হয়েছে। অতএব জলে থাকা বা না থাকা কোচের উপর নির্ভর করে।

—শ্রীনির্মল চন্দ্র, কলকাতা-৬

ওর ভবিষ্যৎ নিরাপদ তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠবে

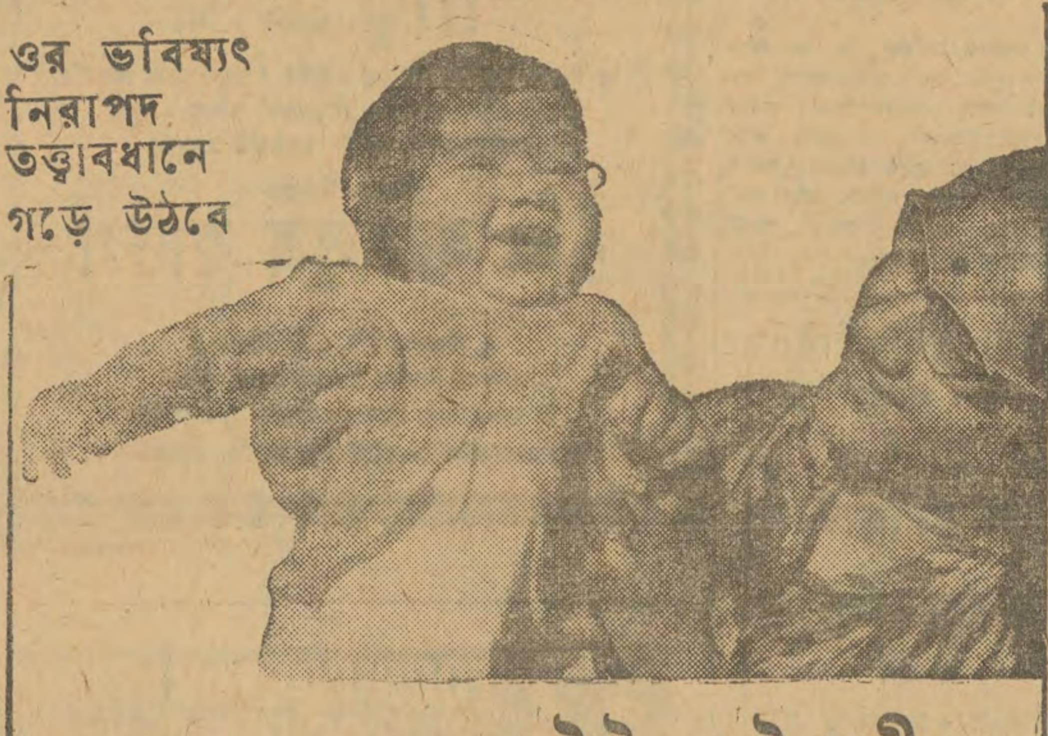

রাজস্থান স্টেট লটারীজ

প্রথম পুরস্কার ২,৫০,০০০৲ টাকা

দ্বিতীয় পুরস্কার ৫০,০০০৲ টাকা

তৃতীয় পুরস্কার (৫টি) ১০,০০০৲ টাকা (প্রত্যেকটি)

বিশেষ পুরস্কার ৫০,০০০৲ টাকা মোট পুরস্কার ৩২৯২টি

৩০ সেপ্টেম্বর থেকে দৈনিক খেলার আকর্ষণ

প্রত্যহ ১টি পুরস্কার ৫০০০৲ টাকা
প্রত্যহ ২০টি পুরস্কার প্রত্যেকটি ৫০০৲ টাকা
প্রত্যহ ৪টি পুরস্কার প্রত্যেকটি ৫০৲ টাকা

প্রতি টিকিটের মূল্য ১৲

২৪তম খেলা : ২-১১-৭১

ডিরেক্টর, স্মল সেভিংস অ্যান্ড স্টেট লটারীজ, রাজস্থান, জয়পুর

রিচির যুক্তরাষ্ট্র ডেভিস কাপ দল পরিত্যাগ

লস এনজেলেস, ২২ সেপটেমবর— আগামী ৯, ১০ ও ১১ অকটোবর শারলটে (নর্থ ক্যারোলিন) ক্লে কোরটে ডেভিস কাপের চ্যালেনজ রাউনডে আমেরিকা ও রুমানিয়ার খেলা। এই ক্লে কোরটে খেলার স্থান নির্বাচন নিয়ে আমেরিকার এক নমবর খেলোয়াড় ক্লিফ রিচি আমেরিকান ডেভিস কাপ টীম ত্যাগ করেছেন। রিচি বলেছেন, "আমেরিকান লন টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের ক্লে কোরটে খেলার ব্যবস্থা করার কী গূঢ় কারণ থাকতে পারে আমি বুঝছি না। ডেভিস কাপে বরাবরই দেখা গেছে যে দেশে খেলা হয় তারাই কোরটের সুবিধা নেয়। এই সুবিধা হেলায় হারানোর কোন নজীর আমার জানা নেই।"

ডেভিস কাপ অধিনায়ক নির্বাচনে ইউ এস এল টি কোন খেলোয়াড়ের সঙ্গে পরামর্শ করেনি। কোরট নির্বাচনের ব্যাপারেও তাই। এই অভিযোগ করে রিচি বলেন ক্লে কোরটে তিনি ভাল খেললেও অপর খেলোয়াড়দের এতে অসুবিধা হবে। —ইউ পি আই

বিশ্ব ভারোত্তোলনে পোল্যানড এখনও উপরে

লিমা পেরু, ২৩ সেপটেমবর— পঞ্চবিংশতি ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতার বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ফলাফল :—

	সোনা	রুপা	ব্রোনজ
পোল্যানড	৭	৩	৩
জাপান	৪	৫	৪
রাশিয়া	৪	৩	২
ইরান	১	৩	১
হাঙ্গেরী	১	৩	০
বুলগেরিয়া	১	১	৩
নরওয়ে	১	১	০
যুক্তরাষ্ট্র	১	০	০
ইতালি	০	১	২
অসট্রিয়া	০	০	২
চেকোশ্লোভাকিয়া	০	০	২
কলোমবিয়া	০	০	১

—এ পি

অলওয়েভ ফিলিপস ট্রানজিস্টর ফিলেটিনা

মাত্র ১৫৫৲

(বিক্রয়কর অতিরিক্ত)

সীমিত স্টক, শীঘ্র আসুন!

রেডিও ডিষ্ট্রিবিউটরস

নিউ মার্কেট ঘড়ি ঘরের সম্মুখে ১১/১, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

ভারত ২-০ গোলে হেরেছে

সোচি (রাশিয়া), ২৩ সেপটেমবর— ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাচিত দল ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাচিত দল ২—০ গোলে ভারতীয় ফুটবল দলকে হারিয়েছে। প্রথমার্ধে কোন গোল হয় না। দ্বিতীয়ার্ধের ৫৫ মিনিট ও শেষ সময়ে রাশিয়ান দল গোল করে। —ইউ এন আই

হকি দলকে ইতালি আমন্ত্রণ করেছে

পাতিয়ালা, ২৩ সেপটেমবর—স্পেনের বারসিলোনায় বিশ্ব কাপ হকি প্রতিযোগিতা খেলার আগে কিংবা পরে ইতালি ভারতীয় হকি দলকে তাদের দেশে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। বিশ্ব কাপের খেলা ১৫ অকটোবর শুরু হচ্ছে। —ইউ এন আই

হারডিনজ বারথডে শীলড ফাইনাল

বিদ্যাসাগর কলেজ : বেহালা কলেজ (মারকাস স্কোয়ার ৩-৩০)

শিশু স্বাস্থ্য প্রতিযোগিতা

উত্তর হাওড়ার সালকিয়ার সংস্কৃতির পরিচালনায় শিশু স্বাস্থ্য প্রতিযোগিতা হয়ে গেল ১৯ সেপটেমবর। 'ক' বিভাগে প্রথম হয় সালকিয়ার বাবলী দে। বিউটি পুরস্কারও সে পায়। 'খ' বিভাগে যুগ্ম বিজয়ী সালকিয়ার অমল চক্রবর্তী ও উত্তরপাড়ার রজত মুখারজি। বিউটি পুরস্কার পায় কলকাতার অনন্যা রায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাঃ শুধাংশু উপাধ্যায়।

বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর জীবনী প্রণয়নে উদ্যোগী

চাঁপাতলা ইউনাইটেড ক্লাব বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর জীবনী প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন। এজন্য স্বর্গতের সহকর্মীদের কাছে তথ্য প্রভৃতি আহ্বান করা হয়েছে। সেসব পাঠানো যাবে ক্লাব সম্পাদক শ্রীভোলানাথ শীল, ১২৯, আমহারস্ট স্ট্রীট, কলকাতায়।

শোক-সংবাদ

মিঃ ও এম ওয়াহি

প্রিণ্টা ডে ক্স অ্যাডভারটাইজিং-এর চীফ একজিকিউটিভ মিঃ ও এম ওয়াহি বুধবার রাত্রে কলিকাতার বেলে ভিউ ক্লিনিকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। কলিকাতার বিজ্ঞাপন মহলে মিঃ ওয়াহি একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার স্ত্রী, একমাত্র পুত্র শিশির ও এক কন্যা এবং অসংখ্য বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন।

আমার শিষ্ট শোভন পোষাক

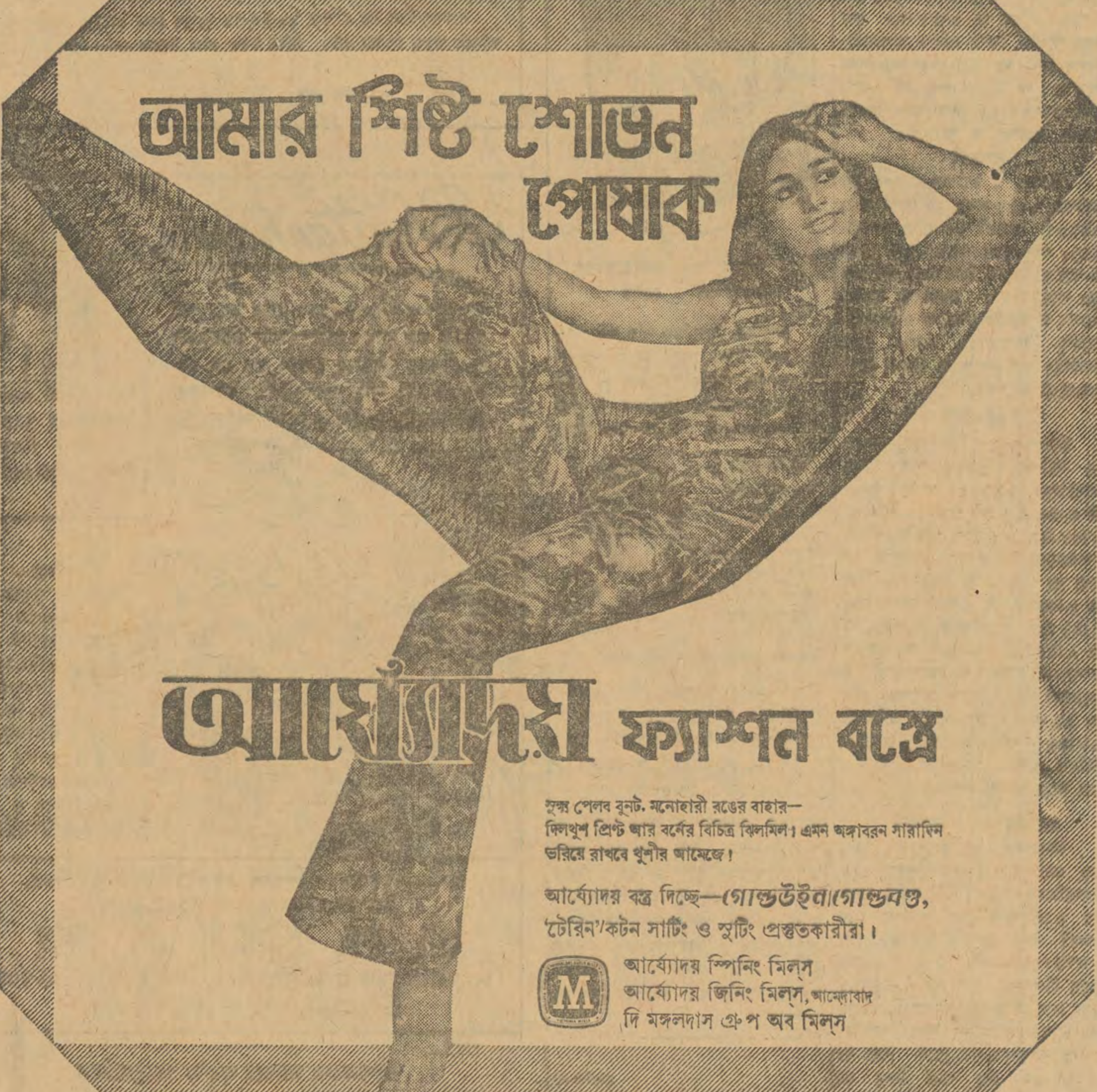

আর্য্যোদয় ফ্যাশন বস্ত্রে

সূক্ষ্ম পেলব বুনট, মনোহারী রঙের বাহার—
দিলখুশ প্রিন্ট আর বর্ণের বিচিত্র ঝিলমিল। এমন অঙ্গাবরন সারাদিন ভরিয়ে রাখবে খুশীর আমেজে!

আর্য্যোদয় বস্ত্র দিচ্ছে—গোল্ডউইন/গোল্ডবণ্ড, 'টেরিন'/কটন সার্টিং ও স্যুটিং প্রস্তুতকারীরা।

আর্য্যোদয় স্পিনিং মিল্‌স
আর্য্যোদয় জিনিং মিল্‌স, আমেদাবাদ
দি মঙ্গলদাস গ্রুপ অব মিল্‌স

সোল এজেন্টস্‌ ভি রাজকুমার, ১৬০ ...বাজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭

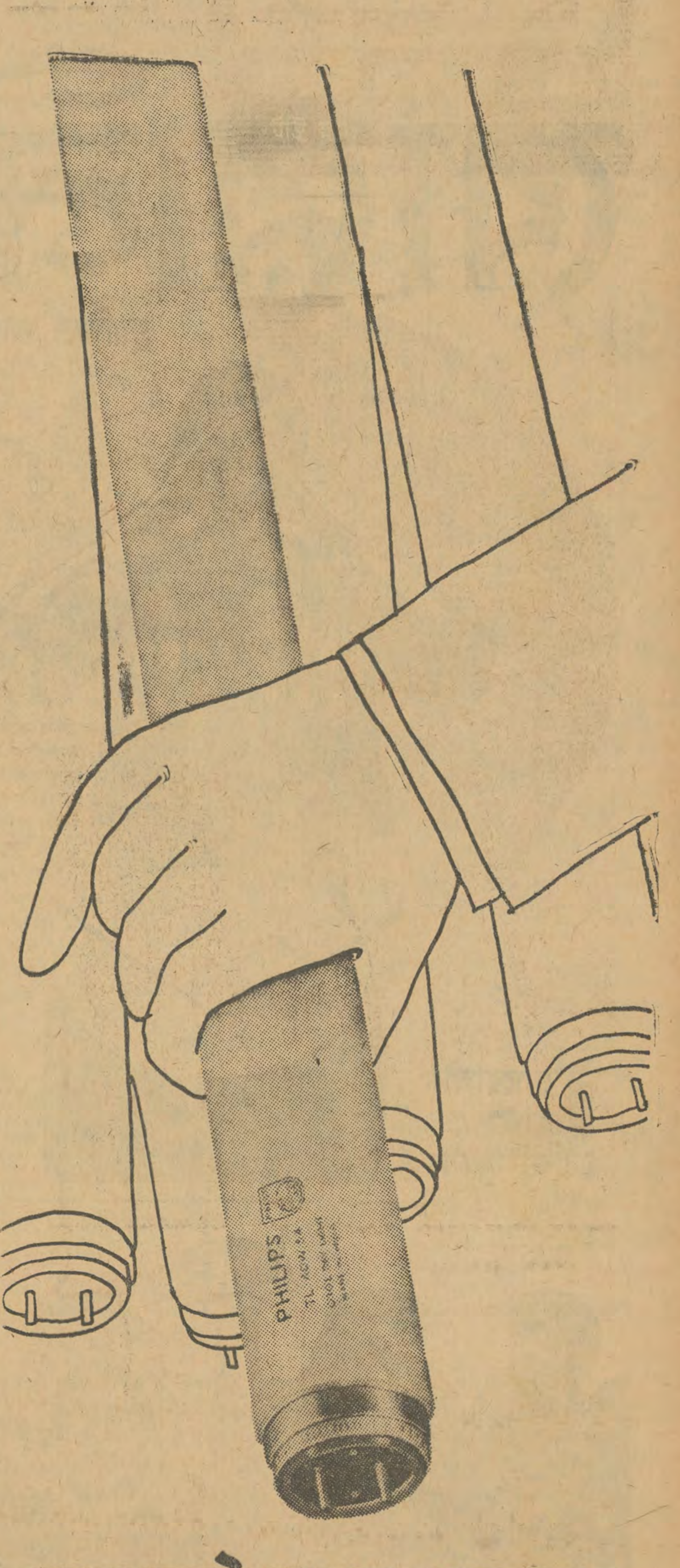

সবগুলোই দেখতে একরকম, তবু এর মধ্যে একটিই শুধু অন্যগুলোর চেয়ে লাখ লাখ লোকের পছন্দ —কিন্তু কেন?

বলছি শুনুন, একটা ল্যাম্প কিনতে তো আপনার প্রায় ১৫ টাকার মতো লাগে। কাজেই কপাল ঠুকে না কিনে যেটা ভালো ব'লে আপনি জানেন, যার কাজ দেখে পরিচয় পেয়েছেন তেমন জিনিসই তো কিনবেন আপনি, কি বলুন?

ঠিক এই জন্যেই ফিলিপ্‌স TL ফ্লুরেসেন্ট ল্যাম্প লোকের এত পছন্দ। এই ল্যাম্প কাজ দেখিয়ে নাম কিনেছে—এমন সুনাম যা অন্য কোনো ল্যাম্পের পক্ষে নাগাল পাওয়া শক্ত।

এত থাকতে ফিলিপ্‌স TL কেন?

একথা সবাই জানেন যে ফিলিপ্‌স এমন এক কোম্পানী যেখানে মালমসলা ও কারিগরীর মান সব সময় উঁচুদরের; এছাড়া আছে গবেষণা ও দুনিয়াজোড়া অভিজ্ঞতা। ফিলিপ্‌স TL ল্যাম্প যে কত উঁচুদরের জিনিস তা নিজের নিজের এবং অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে জানতে আর কারো বাকী নেই।

টাকা খরচ সার্থক

সবাই বুঝতে পেরেছেন, ফিলিপ্‌স ল্যাম্প দামের উপযুক্ত জিনিস। চোখজুড়ানো ঝলমলে আলো হয়, যার যা খাঁটি রঙ ধরা পড়ে, আবার খরচারও সাশ্রয়। কাজেই বেশীর ভাগ লোক অন্য ফ্লুরেসেন্ট ল্যাম্প না কিনে ফিলিপ্‌স TL কেনেন।

নিখুঁত ল্যাম্প বলেই ফিলিপ্‌স ল্যাম্পের এত কদর। তবে সবচেয়ে বড় কারণ হ'ল, ফিলিপ্‌স ল্যাম্প ফিলিপ্‌স-এর তৈরী।

ফিলিপ্‌স PHILIPS

আলোর মতো আলো চাই—ফিলিপ্‌স আছে ভাবনা নাই

ফিলিপ্‌স ইণ্ডিয়া লিমিটেড

PHL 2378

বন্যার্ত সাহায্যে পশ্চিম জারম্যানির ২০ হাজার টাকা

স্টাফ রিপোর্টার

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান বন্যা-বিপর্যয়ের প্রতি ফেডারেল রিপাবলিক অব জারম্যানির সরকারের সমবেদনা জানানোর উদ্দেশ্যে মঙ্গলবার বিকালে কলকাতাস্থ অস্থায়ী জারম্যান কনসাল জেনারেল ডঃ কে এইচ কুন্স রাজভবনে রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াসের সঙ্গে দেখা করে ফেডারেল জারম্যান সরকারের প্রতীক দান হিসাবে কুড়ি হাজার টাকার একটি চেক অর্পণ করেন।

বিড়লা জুট মিলের দান

বাংলাদেশের উদ্বাস্তুদের সাহায্যে বিড়লা জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোমপানি লিমিটেড ২৫ হাজার সেট অ্যালুমিনিয়ম বাসনপত্র, দশ হাজার কম্বল এবং টেলকো ট্রাক সমেত একটি ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল দানের কথা ঘোষণা করেছেন। ওই সব সামগ্রীর মূল্য ছয় লক্ষ টাকার মত।

বোরোলীন

সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

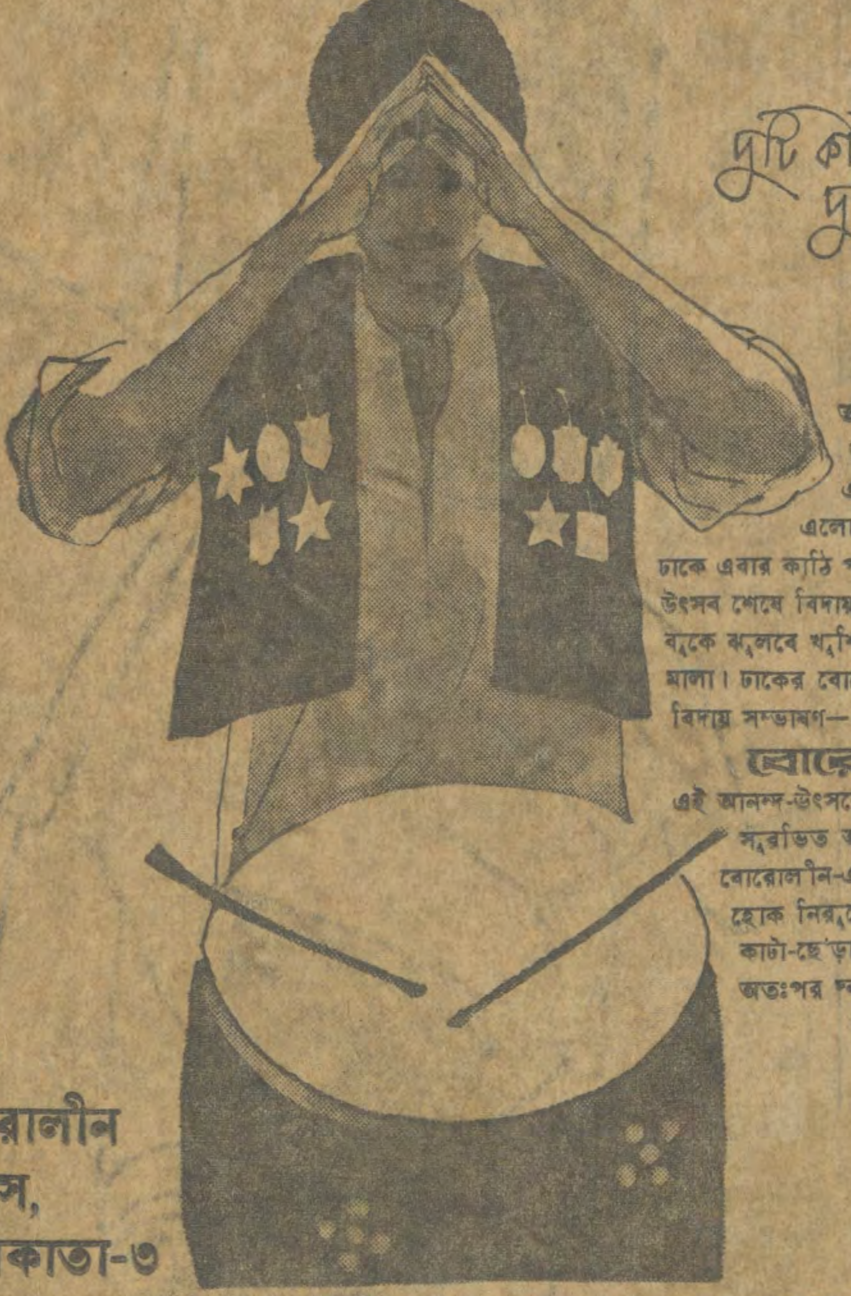

তাই নিয়ে দিকে দিকে
অনেক খুশি ছড়াবে
এই ঢাকী। পুজো এলো।
এলো উৎসবের লগ্ন।
ঢাকে এবার কাঠি পড়ল বলে!
উৎসব শেষে বিদায় নেবে ঢাকী।
বুকে ঝুলবে খুশির পুরস্কার,—মেডেলের
মালা। ঢাকের বোলে উচ্চারিত হবে তার
বিদায় সম্ভাষণ—এবার আসি।

বোরোলীন

এই আনন্দ-উৎসবের নেপথ্যে অনেকখানি।
সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম
বোরোলীন-এর নিশ্চিত আশ্বাসে উৎসব
হোক নিরুদ্বেগ, উদ্দাম, বাধাবন্ধনহীন।
কাটা-ছেঁড়া-ফাটা, কিংবা রুক্ষ ত্বকও
অতঃপর স্বাভাবিক,—নিখুঁত।

বোরোলীন হাউস, কলিকাতা-৩

শ্রীশ্রী শারদীয়া মহাপূজার সময়-নির্ঘণ্ট

[ভারতীয় প্রমাণ (স্ট্যানডারড) সময়ানুযায়ী]

(দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা মতে)

শনিবার, ৮ আশ্বিন, ১৩৭৮ (৩ আশ্বিন, ১৮৯৩ শক), ২৫ সেপটেমবর, ১৯৭১। পঞ্চমী দিবা ঘঃ ৭।৫৬ মিঃ পর্যন্ত। সায়ংকালে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর বোধন।

ষষ্ঠী

রবিবার, ৯ আশ্বিন, ১৩৭৮ (৪ আশ্বিন, ১৮৯৩ শক), ২৬ সেপটেমবর, ১৯৭১। ষষ্ঠী দিবা ঘঃ ৯।৩১ মিঃ পর্যন্ত। পূর্বাহ্ণ ঘঃ ৯।২৯ মিঃ মধ্যে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর ষষ্ঠ্যাদিকল্পারম্ভ। সায়ংকালে দেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাস।

সপ্তমী

সোমবার, ১০ আশ্বিন, ১৩৭৮ (৫ আশ্বিন, ১৮৯৩ শক), ২৭ সেপটেমবর, ১৯৭১। সপ্তমী দিবা ঘঃ ১০।৩২ মিঃ পর্যন্ত। পূর্বাহ্ণ ঘঃ ৯।২৯ মিঃ মধ্যে, কিন্তু বারবেলানুরোধে দিবা ঘঃ ৭টা মধ্যে পুনঃ ঘঃ ৮।২৯ মিঃ গতে পূর্বাহ্ণ মধ্যে শ্রীশ্রীদেবীর নবপত্রিকা প্রবেশ, স্থাপন, সপ্তম্যাদি কল্পারম্ভ ও সপ্তমীবিহিত পূজারম্ভ প্রশস্ত। রাত্রি ঘঃ ১১।৪ মিঃ গতে ১১।৫২ মিঃ মধ্যে কুলাচারানুসারে শ্রীশ্রীদেবীর অর্ধরাত্রবিহিত পূজা। দেবীর গজে আগমন। ফলং—গজে চ জলদা দেবী শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা।

মহাষ্টমী

মঙ্গলবার, ১১ আশ্বিন, ১৩৭৮ (৬ আশ্বিন, ১৮৯৩ শক), ২৮ সেপটেমবর, ১৯৭১। অষ্টমী দিবা ঘঃ ১০।৫২ মিঃ পর্যন্ত। পূর্বাহ্ণ ঘঃ ৯।২৯ মিঃ মধ্যে, কিন্তু বারবেলানুরোধে দিবা ঘঃ ৭টা মধ্যে ও ৮।২৯ মিঃ গতে পূর্বাহ্ণ মধ্যে শ্রীশ্রীদেবীর মহাষ্টমীবিহিত পূজা প্রশস্ত। দিবা ঘঃ ১০।২৮ মিঃ গতে সন্ধিপূজারম্ভ। দিবা ঘঃ ১০।৫২ মিঃ গতে ১১।১৬ মিঃ মধ্যে বলিদান ও সন্ধিপূজা সমাপন।

মহানবমী

বুধবার, ১২ আশ্বিন, ১৩৭৮ (৭ আশ্বিন, ১৮৯৩ শক), ২৯ সেপটেমবর, ১৯৭১। নবমী দিবা ঘঃ ১০।২৬ মিঃ পর্যন্ত। পূর্বাহ্ণ ঘঃ ৯।২৯ মিঃ মধ্যে কিন্তু বারবেলানুরোধে দিবা ঘঃ ৮।২৮ মিঃ মধ্যে শ্রীশ্রীদেবীর মহানবমী বিহিতপূজা প্রশস্ত।

বিজয়া দশমী

বৃহস্পতিবার, ১৩ আশ্বিন, ১৩৭৮ (৮ আশ্বিন, ১৮৯৩ শক), ৩০ সেপটেমবর, ১৯৭১। দশমী দিবা ঘঃ ৯।১২ মিঃ পর্যন্ত। দশমী দিবা ঘঃ ৯।১২ মিঃ মধ্যে কিন্তু চরলগ্নানুরোধে দিবা ঘঃ ৬।৪৬ মিঃ গতে ৯।১২ মিঃ মধ্যে শ্রীশ্রীদেবীর দশমী বিহিত পূজা সমাপন ও বিসর্জন। বিসর্জনান্তে অপরাজিতা পূজা। বিজয়াদশমীকৃত্য। দেবীর দোলায় গমন। ফলং—দোলায়াং মরকং ভবেৎ।

(অন্য পঞ্জিকা মতে)

ষষ্ঠী

শনিবার, ৮ আশ্বিন, ১৩৭৮ (৩ আশ্বিন, ১৮৯৩ শক), ২৫ সেপটেমবর ১৯৭১। ষষ্ঠী রাত্রি ঘঃ ৫।৩।১৬ সেঃ পর্যন্ত। দিবা ঘঃ ৯।২৮।৩৪ সেঃ মধ্যে পূর্বাহ্ণ, কিন্তু কুলিক বেলানুরোধে দিবা ঘঃ ৭।৪।৩৪ সেঃ গতে পূর্বাহ্ণ ঘঃ ৯।২৮।৩৪ সেঃ মধ্যে ষষ্ঠ্যাদিকল্পারম্ভ। সায়ংকালে দেবীর বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস।

সপ্তমী

রবিবার, ৯ আশ্বিন, ১৩৭৮ (৪ আশ্বিন, ১৮৯৩ শক), ২৬ সেপটেমবর, ১৯৭১। সপ্তমী ৬০।০।০ (অহোরাত্র)। দ্ব্যাত্মকচরলগ্নচরণবাংশানুরোধে ও পূর্বাহ্ণানুরোধে দিবা ঘঃ ৯।২৮।৩৬ সেঃ মধ্যে দেবীর নবপত্রিকা প্রবেশ, স্থাপন, সপ্তম্যাদিকল্পারম্ভ ও সপ্তমীবিহিত পূজারম্ভ। দেবীর গজে আগমন। ফলং—গজে চ জলদা দেবী শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা।

মহাষ্টমী

সোমবার, ১০ আশ্বিন, ১৩৭৮ (৫ আশ্বিন, ১৮৯৩ শক), ২৭ সেপটেমবর, ১৯৭১। সপ্তমী প্রাতঃ ঘঃ ৫।৩২।৩৪ সেঃ পর্যন্ত। দিবা ঘঃ ৯।২৮।২৯ সেঃ মধ্যে পূর্বাহ্ণ, কিন্তু সপ্তম্যনুরোধে কালবেলানুরোধে চ দিবা ঘঃ ৫।৩২।৩৪ সেঃ গতে দিবা ঘঃ ৬।৫৯।২ সেঃ মধ্যে পুনঃ দিবা ৮।২৮।৪২ সেঃ গতে পূর্বাহ্ণ ঘঃ ঘঃ ৯।২৮।২৯ সেঃ মধ্যে মহাষ্টম্যাদি কল্পারম্ভ, কেবলাষ্টমীকল্পারম্ভ ও মহাষ্টমী বিহিত পূজা প্রশস্তা। রাত্রি ঘঃ ১১।৪।২ সেঃ গতে রাত্রি ঘঃ ১১।৫২।২ সেঃ মধ্যে দেবীর অর্ধরাত্রবিহিত পূজা। রাত্রি ঘঃ ৫।৬।১৬ সেঃ গতে সন্ধিপূজারম্ভ।

মহাষ্টমী ও মহানবমী

মঙ্গলবার, ১১ আশ্বিন, ১৩৭৮ (৬ আশ্বিন, ১৮৯৩ শক), ২৮ সেপটেমবর, ১৯৭১। অষ্টমী প্রাতঃ ঘঃ ৫।৩০।১৬ সেঃ পর্যন্ত পরে নবমী রাত্রি ঘঃ ৪।৫৭।৫১ সেঃ পর্যন্ত। প্রাতঃ ঘঃ ৫।৩০।১৬ সেঃ গতে বলিদান। দিবা ঘঃ ৫।৫৪।১৬ সেঃ মধ্যে সন্ধিপূজা সমাপন। দিবা ঘঃ ৯।২৮।২৩ সেঃ মধ্যে পূর্বাহ্ণ, কিন্তু সন্ধিপূজানুরোধে দিবা ঘঃ ৫।৫৪।১৬ সেঃ থেকে দিবা ঘঃ ৬।৫৯।১৩ সেঃ মধ্যে পুনঃ দিবা ঘঃ ৮।২৮।৪৩ সেঃ গতে পূর্বাহ্ণ ঘঃ ৯।২৮।২৩ সেঃ মধ্যে কেবল মহানবমী কল্পারম্ভ ও মহানবমী বিহিত পূজা প্রশস্তা।

বিজয়া দশমী

বুধবার, ১২ আশ্বিন, ১৩৭৮ (৭ আশ্বিন, ১৮৯৩ শক), ২৯ সেপটেমবর, ১৯৭১। দশমী রাত্রি ঘঃ ৩।৫৭।১৩ সেঃ পর্যন্ত। দিবা ঘঃ ৯।২৮।১৫ সেঃ মধ্যে পূর্বাহ্ণ, কিন্তু দ্ব্যাত্মকচরলগ্ন ও কালবেলানুরোধে দিবা ঘঃ ৮।২৮।৪২ সেঃ মধ্যে দশমী বিহিত পূজা সমাপন ও দেবীর বিসর্জন। কুলাচারমতে বিসর্জনান্তে অপরাজিতা পূজা। দেবীর নৌকায় গমন। ফলং—নৌকায়াং শস্যবৃদ্ধিশ্চ।

তারাশঙ্করের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও সরিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানান : গত ১৪ সেপটেমবর আমাদের পিতৃদেব তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তিম যাত্রায় আমাদের আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সহ অসংখ্য মানুষ যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। সকলকে পৃথকভাবে নিমন্ত্রণ জানানো অসম্ভব বলে সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমাদের পিতার সমস্ত সঙ্গী—শ্মশানযাত্রী ও অনুরাগিবৃন্দকে একান্ত নম্রচিত্তে আজ ২৪ সেপটেমবর তারিখে পূর্বাহ্নে আমাদের ২৭ টালা পারক এভেনিউস্থিত বাসভবনে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে উপস্থিত হবার জন্য সসম্ভ্রম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

পূজা মণ্ডপের জন্য ডানলপের পথনির্দেশিকা

ডানলপ ইনডিয়া লিঃ কলকাতার প্রধান প্রধান দুর্গা পূজামণ্ডপের জন্য একটি সর্বত্র পথনির্দেশিকা প্রকাশ করেছেন। আসন্ন মহাপূজায় যাতে নির্বিঘ্নে যানবাহন চলাচল করতে পারে তার জন্য পুলিশ তথা জনসাধারণকে সাহায্য করার জনাই ডানলপের এই প্রচেষ্টা।

পূজা-কেনাকাটার
শেষ মুহূর্তে
আজই
গড়িয়াহাট
হরলালকায়
আসুন
এখনও বম্বে ফ্রকের প্রচুর ভ্যারাইটি, রং এবং সাইজ। কয়েকটি ভ্যারাইটিতে দামও প্রচুর কমান হয়েছে।
● ● ● ●
শাড়ীতেও বিশেষভাবে দাম কমান হয়েছে
হরলালকা
টেক্সটাইলস
● ২০৬/১, রাসবিহারী এভেন্যু
● ২৬/৩, হিন্দুস্থান পার্ক

মারলেক্স

অটোম্যাটিক এমারজেন্সি পোর্টেবল লাইট

স্বয়ংক্রিয়: বৈদ্যুতিক শক্তি বন্ধ হওয়া মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে আলো পাবেন। এক্সাইড ব্যাটারি ফিট করা দু রকম মডেল পাবেন। ভিজে-১, ৪ ঘণ্টা আর ভিজে-২, ৮ ঘণ্টা আলো দেবে।

মারলেক্স এক্সটেনশন ল্যাম্প

মারলেক্স এমারজেন্সি লাইটের সঙ্গে আরও একটি অতিরিক্ত আলোর নত।

অনুসন্ধান অহ্বান করা হচ্ছে।

প্রস্তুতকারক : ভিজেজ ট্রেডিং কর্পোঃ ৪১/৫১ লোহার চাওল, বম্বে-২
ডিস্ট্রিবিউটর : মুরলী ইলেকট্রিক কোং পি-৪০, এজরা স্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : ৩৪-৯৮৬৯

কলকাতার প্রাপ্তিস্থান : এজরা স্ট্রীটে গজকে ট্রেডিং কোং, আর শান্তিলাল অ্যান্ড কোং প্যারাডাইস ইলেকট্রিক কোং, ভেনাস ইলেকট্রিক কোং এবং ইলেকট্রো ইকুইপমেন্ট, রবীন্দ্র সরণিতে এক্সপ্রেস ইন্ডাস্ট্রিজ (কাজ) এবং ভোলটেস ইলেকট্রিক্যালস। পোলক স্ট্রীটে চ্যাটার্জি ব্রাদার্স। আসানসোলে বাবুলাল আগরওয়াল। বাঁকুড়াতে (পঃ বঙ্গ) বেতারভবন।

ART

(২০৬ এ)

খাদিমের রোলেক্স জুতো

সুন্দরই শুধু নয় মজবুতও বটে

KHADIMS' ROLEX

সর্বত্র পাওয়া যায়

শেষ ৩ দিন!
পূজা রিবেট
টাকা প্রতি ১০ পয়সা
॥ সিল্ক ও রু-সিল্ক সমেত সকল রকম তাঁত বস্ত্রের উপর ॥
● এম্পোরিয়াম সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা ●
রু-সিল্ক ★ সিল্ক ★ সুতী
হ্যাণ্ডলুম
শাড়ি
পশমী শাল
ড্রেসপীস
স্টোল ★ টাই
স্যুটের ও সার্টের কাপড় ● ধুতি ● গৃহসজ্জার বস্ত্রাদি
তৈরী জামাকাপড় ● বিছানার চাদর ● লুঙ্গি
তোয়ালে ● সুতীর কার্পেট প্রভৃতি
শীততাপ নিয়ন্ত্রিত
হ্যাণ্ডলুম হাউস
২, লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
পাইকারী বিভাগ : ২, গার্স্টিন প্লেস, কলি-১
দি অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডলুম ফ্যাব্রিক্‌স মার্কেটিং
কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ কর্তৃক পরিচালিত।
Progressive/HH-5/70

FOOD CORPORATION OF INDIA

জোনাল ম্যানেজারের অফিস

১০, মিডলটন রো,
কলিকাতা—১৬

বাঁকুড়ায় (পশ্চিমবঙ্গ) ৫০০০ টন ক্যাপাসিটির খাদ্যশস্যের গুদাম নির্মাণের জন্য যথোপযুক্ত শ্রেণীর (ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া, সি পি ডব্লিউ ডি, এম ই এস এবং রেলওয়েজ) রেজিস্টার্ড ঠিকাদারগণের নিকট হইতে সীল করা আইটেম রেট টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

(১) অনুমিত ব্যয়— ৪,৪৬,০০০, টাকা (আনুমানিক)—১৯৬৮ সালের কলিকাতা এবং বৃহত্তর কলিকাতা-এর জন্য সি পি ডব্লিউ ডি শিডিউল অব রেটসে।

(২) বায়নার পরিমাণ— ১১,১৫০, টাকা (ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া, জোনাল অফিস, কলিঃ-এর অনুকূলে)

(৩) কার্য সমাপ্তির মেয়াদ—৬ মাস।

টেণ্ডার ফরম এবং ঠিকার শর্তাবলী এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া, ১০, মিডলটন রো, কলিকাতা—১৬ ঠিকানায় ১৬-১০-৭১ তারিখ পর্যন্ত যে কোন কাজের দিন বেলা ২টা হইতে বেলা ৪টার মধ্যে প্রতি প্রস্থ ২৫, টাকা (অফেরতযোগ্য) মূল্যে পাওয়া যাইবে। ড্রইং-এর কপি টেণ্ডারের সঙ্গে দেওয়া হইবে না; তবে উহা অফিসে দেখা যাইবে।

বায়নার টাকা সহ টেণ্ডার ১৯-১০-৭১ তারিখ বেলা ২টার মধ্যে উপরোক্ত অফিসে অবশ্য পৌঁছা চাই। ঐদিন বেলা ৩টায় টেণ্ডার খোলা হইবে।

naa/FC/71

Bhattacharjee

নলকূপ ও অন্যান্য সেচকার্যের জন্য স্বল্প খরচে, স্বল্প মূল্যে ভট্টাচার্য্য ডিজেল পাম্পিং সেট ৫ ঘোড়া ৭.৫ সে. মি. × ৬.২৫ সে. মি. পাম্পটুলী, সাকসন, ডেলিভারী, পাইপ ও ফিটিং সহ।

ভারতে এই ধরণের যে কোন ডিজেল ইঞ্জিন পাম্পিং সেটের সমকক্ষ।

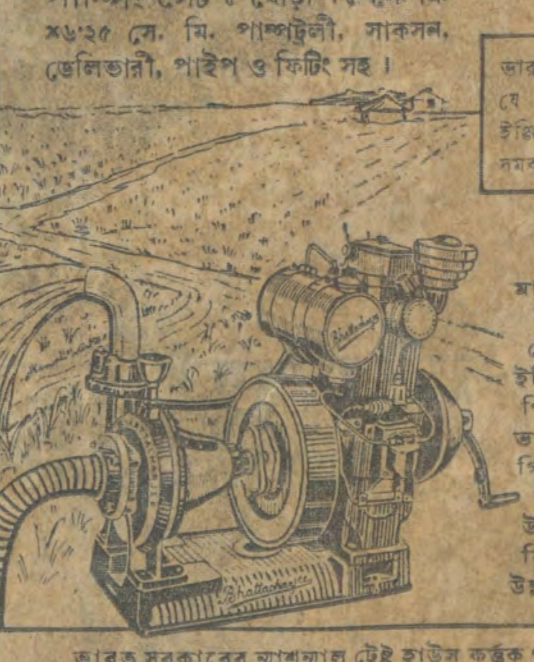

—বৈশিষ্ট্য—
মাইকো ফুয়েল ইনজেকসন
হেপোলাইট ইণ্ডিয়া লাইনার
পিষ্টন, ট্যাপ্পেট ভাল্‌ভ, জি. জি. গিয়ার ইউনিট,
স্টীল পার্টস্
উৎকৃষ্ট মেটাল বিয়ারিংস ও
উন্নত কারীগরী

ভারত সরকারের ন্যাশন্যাল টেষ্ট হাউস কর্তৃক পরীক্ষিত, উচ্চ প্রসংশিত ও সার্টিফিকেট প্রাপ্ত

এস. কে. ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

১৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১, ফোন : ২২-৫২৭৫, ২২-৭৩৭২
বিঃ দ্রঃ-ডিলারসিপের জন্য যোগাযোগ করুন
SKB-3
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত

safari

বাঁধনছেঁড়া!
বেঙ্গল স্যুটিং-এর অপূর্ব অবদান 'টেরিন'/উল ও অন্যান্য 'টেরিন' মিশ্রিত স্যুটিং-এর সম্ভার

বেঙ্গল স্যুটিং থেকে 'টেরিন'®/উল ও অন্যান্য 'টেরিন' মিশ্রিত রোমাঞ্চকর, অনবদ্য স্যুটিং। দুঃসাহসী রং-এ উজ্জ্বল—বনানীর সবুজ থেকে গোধূলির ম্লান সিঁদুর। বাঁধনছেঁড়া, বন্য উন্মাদনা। বাঘের মত দৃপ্ত ডোরা। বেপরোয়া চে নিঃশঙ্ক একরঙা।

কাপড়ও তেমনি। নিভাঁজ, অতুলনীয় 'টেরিন'। সবসময়েই চটপটে, ঝকঝকে, তারিফ করবার মত। এই অপূর্ব, নতুন, রোমাঞ্চকর স্যুটিং-এর পসরা থেকে আপনার পছন্দসই জিনিষটি বাছাই করতে সাহস দরকার বটে। বেঙ্গল স্যুটিং-এর অপূর্ব 'টেরিন' স্যুটিং—সাফারী।

TERENE

বিনামূল্যে! চমৎকার একটি টাই... আপনার সাফারী স্যুট-এর সঙ্গে মানানসই। ১৯শে অক্টোবর, ১৯৭১ পর্যন্ত (কিম্বা যতদিন স্টক না ফুরোয়)

safari সাফারী—সবচেয়ে দুঃসাহসী 'টেরিন' স্যুটিং

BENGAL SUITING BNT
MARK OF DISTINCTION

10A

বন্যার্ত সাহায্যে পশ্চিম জারমানির ২০ হাজার টাকা

স্টাফ রিপোর্টার

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান বন্যা-বিপর্যয়ের প্রতি ফেডারেল রিপাবলিক অব জারমানির সরকারের সমবেদনা জানানোর উদ্দেশ্যে মঙ্গলবার বিকালে কলকাতাস্থ অস্থায়ী জারমান কনসাল জেনারেল ডঃ কে এইচ কুনা রাজভবনে রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াসের সঙ্গে দেখা করে ফেডারেল জারমান সরকারের প্রতীক দান হিসাবে কুড়ি হাজার টাকার একটি চেক অর্পণ করেন।

বিড়লা জুট মিলের দান

বাংলাদেশের উদ্বাস্তুদের সাহায্যে বিড়লা জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোমপানি লিমিটেড ২৫ হাজার সেট অ্যালুমিনিয়ম বাসনপত্র, দশ হাজার কম্বল এবং টেমপো ট্রাক সমেত একটি ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল দানের কথা ঘোষণা করেছেন। ওই সব সামগ্রীর মূল্য ছয় লক্ষ টাকার মত।

বোরোলীন

সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

তাই নিয়ে দিকে দিকে অনেক খুশি ছড়াবে এই ঢাকী। পুজো এলো। এলো উৎসবের লগ্ন। ঢাকে এবার কাঠি পড়ল বলে! উৎসব শেষে বিদায় নেবে ঢাকী। বুকে ঝুলবে খুশির পুরস্কার,—মেডেলের মালা। ঢাকের বোলে উচ্চারিত হবে তার বিদায় সম্ভাষণ—এবার আসি।

বোরোলীন

এই আনন্দ-উৎসবের নেপথ্যে অনেকখানি। সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম বোরোলীন-এর নিশ্চিত আশ্বাসে উৎসব হোক নিরুদ্বেগ, উদ্দাম, বাধাবন্ধনহীন। কাটা-ছেঁড়া-ফাটা, কিংবা রুক্ষ ত্বকও অতঃপর স্বাভাবিক,—নিখুঁত।

বোরোলীন হাউস, কলিকাতা-৩

safari

বাঁধনছেঁড়া! বেঙ্গল স্যুটিং-এর অপূর্ব অবদান 'টেরিন'/উল ও অন্যান্য 'টেরিন' মিশ্রিত স্যুটিং-এর সম্ভার

বেঙ্গল স্যুটিং থেকে 'টেরিন'®/উল ও অন্যান্য 'টেরিন' মিশ্রিত রোমাঞ্চকর, অনবদ্য স্যুটিং। দুঃসাহসী রং-এ উজ্জ্বল—, বনানীর সবুজ থেকে গোধূলির ম্লান সিঁদুর। বাঁধনছেঁড়া, বন্য উন্মাদনা। বাঘের মত দৃপ্ত ডোরা। বেপরোয়া চেক নিঃশঙ্ক একরঙা।

কাপড়ও তেমনি। নির্ভীক, অতুলনীয় 'টেরিন'। সবসময়েই চটপটে, ঝকঝকে, তারিফ করবার মত। এই অপূর্ব, নতুন, রোমাঞ্চকর স্যুটিং-এর পসরা থেকে আপনার পছন্দসই ডিজাইন বাছাই করতে সাহস দরকার বটে। বেঙ্গল স্যুটিং-এর অপূর্ব 'টেরিন' স্যুটিং—সাফারী।

TERENE

বিনামূল্যে! চমৎকার একটি টাই... আপনার সাফারী স্যুটিং-এর সঙ্গে মানানসই। ১৯শে অক্টোবর, ১৯৭১ পর্যন্ত (কিম্বা যতদিন স্টক না ফুরোয়)

safari সাফারী সবচেয়ে দুঃসাহসী 'টেরিন' স্যুটিং

BENGAL SUITING BNT

শ্রীশ্রীশারদীয়া মহাপূজার সময়-নির্ঘণ্ট

[ভারতীয় প্রমাণ (স্ট্যানডারড) সময়ানুযায়ী]

(দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা মতে)

শনিবার, ৮ আশ্বিন, ১৩৭৮ (৩ আশ্বিন, ১৮৯৩ শক), ২৫ সেপটেম্বর, ১৯৭১। পঞ্চমী দিবা ঘঃ ৭।৫৬ মিঃ পর্যন্ত। সায়ংকালে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর বোধন।

ষষ্ঠী

রবিবার, ৯ আশ্বিন, ১৩৭৮ (৪ আশ্বিন, ১৮৯৩ শক), ২৬ সেপটেম্বর, ১৯৭১। ষষ্ঠী দিবা ঘঃ ৯।৩১ মিঃ পর্যন্ত। পূর্বাহ্ণ ঘঃ ৯।২৯ মিঃ মধ্যে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর ষষ্ঠ্যাদিকল্পারম্ভ। সায়ংকালে দেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাস।

সপ্তমী

সোমবার, ১০ আশ্বিন, ১৩৭৮ (৫ আশ্বিন, ১৮৯৩ শক), ২৭ সেপটেম্বর, ১৯৭১। সপ্তমী দিবা ঘঃ ১০।০২ মিঃ পর্যন্ত। পূর্বাহ্ণ ঘঃ ৯।২৯ মিঃ মধ্যে, কিন্তু বারবেলানুরোধে দিবা ঘঃ ৭টা মধ্যে পুনঃ ঘঃ ৮।২৯ মিঃ গতে পূর্বাহ্ণ মধ্যে শ্রীশ্রীদেবীর নবপত্রিকা প্রবেশ, স্থাপন, সপ্তম্যাদি কল্পারম্ভ ও সপ্তমীবিহিত পূজারম্ভ প্রশস্ত। রাত্রি ঘঃ ১১।৪ মিঃ গতে ১১।৫২ মিঃ মধ্যে কৃষ্ণাচারানুসারে শ্রীশ্রীদেবীর অর্ধরাত্রবিহিত পূজা। দেবীর গজে আগমন। ফলং—গজে চ জলদা দেবী শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা।

মহাষ্টমী

মঙ্গলবার, ১১ আশ্বিন, ১৩৭৮ (৬ আশ্বিন, ১৮৯৩ শক), ২৮ সেপটেম্বর, ১৯৭১। অষ্টমী দিবা ঘঃ ১০।৫২ মিঃ পর্যন্ত। পূর্বাহ্ণ ঘঃ ৯।২৯ মিঃ মধ্যে, কিন্তু বারবেলানুরোধে দিবা ঘঃ ৭টা মধ্যে ও ৮।২৯ মিঃ গতে পূর্বাহ্ণ মধ্যে শ্রীশ্রীদেবীর মহাষ্টমীবিহিত পূজা প্রশস্ত। দিবা ঘঃ ১০।২৮ মিঃ গতে সন্ধিপূজারম্ভ। দিবা ঘঃ ১০।৫২ মিঃ গতে ১১।১৬ মিঃ মধ্যে বলিদান ও সন্ধিপূজা সমাপন।

মহানবমী

বুধবার, ১২ আশ্বিন, ১৩৭৮ (৭ আশ্বিন, ১৮৯৩ শক), ২৯ সেপটেম্বর, ১৯৭১। নবমী দিবা ঘঃ ১০।২৬ মিঃ পর্যন্ত। পূর্বাহ্ণ ঘঃ ৯।২৯ মিঃ মধ্যে কিন্তু বারবেলানুরোধে দিবা ঘঃ ৮।২৮ মিঃ মধ্যে শ্রীশ্রীদেবীর মহানবমী বিহিতপূজা প্রশস্ত।

বিজয়া দশমী

বৃহস্পতিবার, ১৩ আশ্বিন, ১৩৭৮ (৮ আশ্বিন, ১৮৯৩ শক), ৩০ সেপটেম্বর, ১৯৭১। দশমী দিবা ঘঃ ৯।১২ মিঃ পর্যন্ত। দশমী দিবা ঘঃ ৯।১২ মিঃ মধ্যে কিন্তু চরলগ্নানুরোধে দিবা ঘঃ ৬।৪৬ মিঃ গতে ৯।১২ মিঃ মধ্যে শ্রীশ্রীদেবীর দশমী বিহিত পূজা সমাপন ও বিসর্জন। বিসর্জনান্তে অপরাজিতা পূজা। বিজয়াদশমীকৃত্য। দেবীর দোলায় গমন। ফলং—দোলায়াং মরকং ভবেৎ।

(অন্য পঞ্জিকা মতে)

ষষ্ঠী

শনিবার, ৮ আশ্বিন, ১৩৭৮ (৩ আশ্বিন, ১৮৯৩ শক), ২৫ সেপটেম্বর ১৯৭১। ষষ্ঠী রাত্রি ঘঃ ৫।০।১৬ সেঃ পর্যন্ত। দিবা ঘঃ ৯।২৮।০৪ সেঃ মধ্যে পূর্বাহ্ণ, কিন্তু কুলিক বেলানুরোধে দিবা ঘঃ ৭।৪।০৪ সেঃ গতে পূর্বাহ্ণ ঘঃ ৯।২৮।০৪ সেঃ মধ্যে ষষ্ঠ্যাদিকল্পারম্ভ। সায়ংকালে দেবীর বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস।

সপ্তমী

রবিবার, ৯ আশ্বিন, ১৩৭৮ (৪ আশ্বিন, ১৮৯৩ শক), ২৬ সেপটেম্বর, ১৯৭১। সপ্তমী ৬০।০।০ (অহোরাত্র)। স্বাস্থ্যকচরলগ্নচরনবাংশানুরোধে ও পূর্বাহ্ণানুরোধে দিবা ঘঃ ৯।২৮।০৬ সেঃ মধ্যে দেবীর নবপত্রিকা প্রবেশ, স্থাপন, সপ্তম্যাদিকল্পারম্ভ ও সপ্তমীবিহিত পূজারম্ভ। দেবীর গজে আগমন। ফলং—গজে চ জলদা দেবী শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা।

মহাষ্টমী

সোমবার, ১০ আশ্বিন, ১৩৭৮ (৫ আশ্বিন, ১৮৯৩ শক), ২৭ সেপটেম্বর, ১৯৭১। সপ্তমী প্রাতঃ ঘঃ ৫।০২।০৪ সেঃ পর্যন্ত। দিবা ঘঃ ৯।২৮।২৯ সেঃ মধ্যে পূর্বাহ্ণ, কিন্তু সপ্তমানুরোধে কালবেলানুরোধে চ দিবা ঘঃ ৫।০২।০৫ সেঃ গতে দিবা ঘঃ ৬।৫৯।১২ সেঃ মধ্যে পুনঃ দিবা ৮।২৮।৪২ সেঃ গতে পূর্বাহ্ণ ঘঃ ৯।২৮।২৯ সেঃ মধ্যে মহাষ্টম্যাদি কল্পারম্ভ, কেবলাষ্টমীকল্পারম্ভ ও মহাষ্টমী বিহিত পূজা প্রশস্তা। রাত্রি ঘঃ ১১।৪।১২ সেঃ গতে রাত্রি ঘঃ ১১।৫২।১২ সেঃ মধ্যে দেবীর অর্ধরাত্রবিহিত পূজা। রাত্রি ঘঃ ৫।৬।১৬ সেঃ গতে সন্ধিপূজারম্ভ।

মহাষ্টমী ও মহানবমী

মঙ্গলবার, ১১ আশ্বিন, ১৩৭৮ (৬ আশ্বিন, ১৮৯৩ শক), ২৮ সেপটেম্বর, ১৯৭১। অষ্টমী প্রাতঃ ঘঃ ৫।৩০।১৬ সেঃ পর্যন্ত পরে নবমী রাত্রি ঘঃ ৪।৫৭।৫১ সেঃ পর্যন্ত। প্রাতঃ ঘঃ ৫।৩০।১৬ সেঃ গতে বলিদান। দিবা ঘঃ ৫।৫৪।১৬ সেঃ মধ্যে সন্ধিপূজা সমাপন। দিবা ঘঃ ৯।২৮।২০ সেঃ মধ্যে পূর্বাহ্ণ, কিন্তু সন্ধিপূজানুরোধে দিবা ঘঃ ৫।৫৪।১৬ সেঃ গতে দিবা ঘঃ ৬।৫৯।১৩ সেঃ মধ্যে পুনঃ দিবা ঘঃ ৮।২৮।৪০ সেঃ গতে পূর্বাহ্ণ ঘঃ ৯।২৮।২০ সেঃ মধ্যে কেবল মহানবমী কল্পারম্ভ ও মহানবমী বিহিত পূজা প্রশস্তা।

বিজয়া দশমী

বুধবার, ১২ আশ্বিন, ১৩৭৮ (৭ আশ্বিন, ১৮৯৩ শক), ২৯ সেপটেম্বর, ১৯৭১। দশমী রাত্রি ঘঃ ৩।৫৭।১৩ সেঃ পর্যন্ত। দিবা ঘঃ ৯।২৮।১৫ সেঃ মধ্যে পূর্বাহ্ণ। কিন্তু স্বাস্থ্যকচরলগ্ন ও কালবেলানুরোধে দিবা ঘঃ ৮।২৮।৪২ সেঃ মধ্যে দশমী বিহিত পূজা সমাপন ও দেবীর বিসর্জন। কৃষ্ণাচারমতে বিসর্জনান্তে অপরাজিতা পূজা। দেবীর নৌকায় গমন। ফলং—নৌকায়াং শস্যবৃদ্ধিশ্চ।

তারাশঙ্করের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও সরিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানান : গত ১৪ সেপটেম্বর আমাদের পিতৃদেব তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তিম যাত্রায় আমাদের আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব সহ অসংখ্য মানুষ যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। সকলকে পৃথকভাবে নিমন্ত্রণ জানানো অসম্ভব বলে সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমাদের পিতার সমস্ত সগোত্র—শ্মশানযাত্রী ও অনুরাগিবৃন্দকে একান্ত নম্রচিত্তে আজ ২৪ সেপটেম্বর তারিখে পূর্বাহ্ণে আমাদের ২৭ টালা পার্ক এভেনিউস্থিত বাসভবনে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে উপস্থিত হবার জন্য সসম্ভ্রম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

পূজা মণ্ডপের জন্য ডানলপের পথনির্দেশিকা

ডানলপ ইন্ডিয়া লিঃ কলকাতার প্রধান প্রধান দুর্গা পূজামণ্ডপের জন্য একটি সর্বত্র পথনির্দেশিকা প্রকাশ করেছেন। আসন্ন মহাপূজার যাতে নির্বিঘ্নে যানবাহন চলাচল করতে পারে তার জন্য পুলিশ তথা জনসাধারণকে সাহায্য করার জন্যই ডানলপের এই প্রচেষ্টা।

পূজা-কেনাকাটার শেষ মুহূর্তে আজই গড়িয়াহাট

হরলালকায়

আসুন

এখনও বম্বে ফ্রকের প্রচুর ভ্যারাইটি, রং এবং সাইজ। কয়েকটি ভ্যারাইটিতে দামও প্রচুর কমান হয়েছে।

শাড়ীতেও বিশেষভাবে দাম কমান হয়েছে

হরলালকা টেক্সটাইলস

- ২০৬/১, রাসবিহারী এভেন্যু
- ২৬/৩, হিন্দুস্থান পার্ক

মারলেক্স

অটোমেটিক এমারজেন্সি পোর্টেবল লাইট

ব্যবহারিক: বৈদ্যুতিক শক্তি বন্ধ হওয়া মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে আলো পাবেন। এক্সাইড ব্যাটারি ফিট করা দু রকম মডেল পাবেন। মডেল-১, ৪ ঘণ্টা আর মডেল-২, ৮ ঘণ্টা আলো দেবে।

মারলেক্স এক্সটেনশন ল্যাম্প

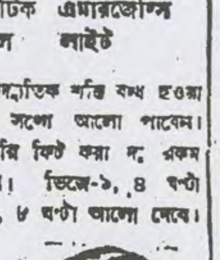

মারলেক্স এমারজেন্সি লাইটের সঙ্গে আরও একটি অতিরিক্ত আলোর যন্ত্র।

অনুসন্ধান গ্রহণ করা হচ্ছে।

প্রস্তুতকারক : ফিজেক্স ট্রেডিং কর্পোঃ ৪৯/৫১ লোহার চাওল, বম্বে-২ ডিস্ট্রিবিউটর : মুরলী ইলেকট্রিক কোং পি-৪০, এজরা স্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : ৩৪-৯৮৬৯

কলকাতায় প্রাপ্তিস্থান : এজরা স্ট্রীটে গজ কে ট্রেডিং কোং, আর লালচাঁদ অ্যাণ্ড কোং প্যারাডাইস ইলেকট্রিক কোং, তেমাস ইলেকট্রিক কোং এবং ইলেকট্রো ইকুইপমেন্ট. রবীন্দ্র সরণিতে এক্সপ্রেস ইন্ডাস্ট্রিজ (ক্যাল) এবং ভোল্টেস ইলেকট্রিক্যালস। পোলক স্ট্রীটে চ্যাটার্জি ব্রাদার্স। আসানসোলে বাবুলাল আগরওয়াল। বর্ধমানে (পূর্ব বঙ্গ) বেতারভবন।

ART

(২০৬এ)

খাদিমের রোলেক্স জুতো

সুন্দরই শুধু নয় মজবুতও বটে

KHADIMS' ROLEX

সর্বত্র পাওয়া যায়

শেষ ৩ দিন!

পূজা রিবেট

টাকা প্রতি ১০ পয়সা

॥ সিল্ক ও রু-সিল্ক সমেত সকল রকম তাঁত বস্ত্রের উপর ॥

● এম্পোরিয়াম সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা ●

রু-সিল্ক * সিল্ক * সুতী

হ্যাণ্ডলুম **শাড়ি** পশমী শাল ড্রেসপীস স্টোল * টাই

স্যুটের ও সার্টের কাপড় • ধুতি • গৃহসজ্জার বস্ত্রাদি তৈরী জামাকাপড় • বিছানার চাদর • লুঙ্গি তোয়ালে • সুতীর কার্পেট প্রভৃতি

শীততাপ নিয়ন্ত্রিত

হ্যাণ্ডলুম হাউস

২, লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

পাইকারী বিভাগ : ২, গার্স্টিন প্লেস, কলি-১

দি অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডলুম ফ্যাব্রিকস্ মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ কর্তৃক পরিচালিত।

Progressive/HH-5/70

FOOD CORPORATION OF INDIA

জোনাল ম্যানেজারের অফিস

১০, মিডলটন রো, কলিকাতা—১৬

বাঁকুড়ায় (পশ্চিমবঙ্গ) ৫০০০ টন ক্যাপাসিটির খাদ্যশস্যের গুদাম নির্মাণের জন্য যথোপযুক্ত শ্রেণীর (ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া, সি পি ডব্লিউ-ডি, এম ই এস এবং রেলওয়ের) রেজিস্টার্ড ঠিকাদারগণের নিকট হইতে সীল করা আইটেম রেট টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

(১) অনুমিত ব্যয়— ৪,৪৬,০০০, টাকা (আনুমানিক)—১৯৬৮ সালের কলিকাতা এবং বৃহত্তর কলিকাতা-এর জন্য সি পি ডব্লিউ ডি শিডিউল অব রেটসে।

(২) বায়নার পরিমাণ— ১১,১৫০, টাকা (ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া, জোনাল অফিস, কলি-এর অনুকূলে)

(৩) কার্য সমাপ্তির মেয়াদ—৬ মাস।

টেণ্ডার ফরম এবং ঠিকার শর্তাবলী একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া, ১০, মিডলটন রো, কলিকাতা—১৬ ঠিকানায় ১৪-১০-৭১ তারিখ পর্যন্ত যে কোন কাজের দিন বেলা ২টা হইতে বেলা ৪টার মধ্যে প্রতি প্রস্থ ২৫, টাকা (অফেরতযোগ্য) মূল্যে পাওয়া যাইবে। ড্রইং-এর কপি টেণ্ডারের সঙ্গে দেওয়া হইবে না; তবে উহা অফিসে দেখা যাইবে।

বায়নার টাকা সহ টেণ্ডার ১৯-১০-৭১ তারিখ বেলা ২টার মধ্যে উপরোক্ত অফিসে অবশ্য পৌঁছা চাই। ঐদিন বেলা ৩টায় টেণ্ডার খোলা হইবে।

naa/FC/71

Bhattacharjee

নলকূপ ও অন্যান্য সেচকার্যের জন্য স্বল্প খরচে, স্বল্প মূল্যে ভট্টাচার্য্য ডিজেল পাম্পিং সেট ৫ ঘোড়া ৭'৫ সে. মি. ×৬'২৫ সে. মি. পাম্পট্রলী, সাকসন, ডেলিভারী, পাইপ ও ফিটিং সহ।

ভারতে এই ধরণের যে কোন ডিজেল ইঞ্জিন পাম্পিং সেটের সমকক্ষ।

– বৈশিষ্ট্য –
মাইকো ফুয়েল ইনজেকশন
হেপোলাইট ইণ্ডিয়া লাইনার
পিষ্টন, ট্যাক্টো
ভালভ, জি. জি.
গিয়ার ইউনিট,
ষ্টীল পার্টস
উৎকৃষ্ট মেটাল বিয়ারিংস্ ও
উন্নত কারীগরী

ভারত সরকারের ন্যাশন্যাল টেষ্ট হাউস কর্তৃক পরীক্ষিত, উচ্চ প্রশংসিত ও সার্টিফিকেট প্রাপ্ত

এস, কে, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

১৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১, ফোন : ২২-৫২৭৫, ২২-৭৩৭২

বিঃ দ্রঃ-ডিলারদিগের জন্য যোগাযোগ করুন

SKB-1

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত

দি ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোং লিঃ

গত ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ তারিখে দি ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোং লিঃ-এর ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপরোক্ত কোম্পানির চেয়ারম্যান স্যার বীরেন মুখার্জি নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন।

বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

"অদ্যকার সভার জন্য যে কার্যসূচী নির্ধারিত আছে তদনুযায়ী কাজকর্ম নিয়মমাফিক শুরু করার পূর্বে আমি একথা বলিতে চাই যে, প্রচলিত মত শেয়ারহোল্ডারদের নিকট হইতে আমি বহু চিঠিপত্র পাইয়াছি এবং প্রচলিত মতই কেহ কেহ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, লাভাংশের হার বৃদ্ধি করা হউক। কেহ কেহ আবার লাভাংশের হার হ্রাস করিবার প্রস্তাবও জানাইয়াছেন। আমার পক্ষে আপনাদিগকে একথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া অবান্তর যে, আপনারা যদি চাহেন তবে ডিরেক্টরদের সুপারিশ অনুযায়ী লাভাংশের হার আপনারা হ্রাস করিতে পারিলেও লাভাংশের হার বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা আপনাদের দেওয়া হয় নাই।

লাভাংশের সুপারিশ করিবার সময় আপনাদের ডিরেক্টরগণ বিভিন্ন বিষয়ের কথা গম্ভীরভাবে বিবেচনা করিয়া থাকেন। যে কোন দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানে লাভাংশের হার নিরূপণ করিবার ব্যাপারে দুইটি বিষয় নিশ্চিতভাবে বিবেচনা করিতে হয়। এই দুইটির প্রথমটি হইল মুনাফাযোগ্যতা এবং দ্বিতীয়টি হইল সম্পত্তির প্রাপ্যতা। আপনাদের অবশ্যই অবহিত হইতে হইবে যে, আপনাদের মূল প্ল্যান্টের একটি বিরাট অংশ অতি পুরাতন এবং যদিও ইহা সম্পত্তি ও বৈদেশিক মুদ্রার পারমিটের প্রাপ্যতা অব্যাহত রাখিয়াছে তথাপি পুরাতন প্ল্যান্টটির পুনর্বাসন প্রয়োজন, যেমন প্রয়োজন বৃদ্ধবয়সের শরীরের জন্য সুচিকিৎসার। এই প্ল্যান্টের প্রধান ইউনিটগুলির পুনর্বাসন করিতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন এবং এই অর্থের ব্যবস্থা করিবার একমাত্র সূত্র হইতেছে আপনাদের অ্যাকাউন্টে যে মূল্যাপকর্ষ চার্জ করা হয় তাহা এবং ঘোষিত লাভাংশ বাদ দিয়া সংরক্ষিত তহবিলে যে অর্থই স্থানান্তরিত করা হউক-না-কেন তাহা।

ডিরেক্টরবর্গ আরও একটি সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন। শেয়ারহোল্ডারগণ যে ক্ষেত্রে স্বভাবতই বেশী পরিমাণে লাভের প্রত্যাশা করেন, সেক্ষেত্রে কোম্পানির যাঁহারা পাওনাদার এবং কোম্পানির আবশ্যক কার্যকর মূলধনের যাঁহারা ব্যবস্থা করিয়া থাকেন সেই ব্যাঙ্কসমূহ ওভারড্রাফটের টাকা হইতে লাভাংশ দেওয়া ব্যাপারটাকে সুনজরে দেখেন না। সুতরাং লাভাংশ ঘোষণার ব্যাপারে আপনাদের ডিরেক্টরবর্গকে একটি মাঝামাঝি পথ বাছিয়া লইতে হইয়াছে। লাভাংশ বজায় রাখার বিষয়টিও প্রকৃতপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। যে-ক্ষেত্রে কাঁচা মালের মূল্য, মাশুলের হার, ভোগ্য পণ্যের দর ও শ্রমিক সংক্রান্ত ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়াই চলিতেছে, সেক্ষেত্রে স্টিল সম্পর্কে সরকারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতির কেবল অর্থ হইল, অন্যান্য বিষয় সমান হইলে প্রাপ্তব্য মুনাফার পরিমাণ ক্রমশঃই হ্রাস পাইতে থাকিবে। মূল্য নিরূপণ বিষয়ক নীতি শিথিল করা না হইলে শতকরা ৬ টাকা হারে লাভাংশ প্রদান করিয়া যাওয়াও অসম্ভব বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে। সুতরাং আমার মনে হয় যে, এরূপ অবস্থায় শতকরা ৬ টাকা হিসাবে লাভাংশ প্রদান ন্যায়সঙ্গত এবং প্রকৃত প্রস্তাবে রীতিমত ন্যায়সঙ্গত। ভারতের অন্যান্য একত্রিত স্টিল প্ল্যান্টগুলিতে প্ল্যান্টের বড় বড় ইউনিটগুলির ভাগ্যে পর পর যে বিপর্যয় ঘটিয়াছে তাহা হইতেই শেয়ারহোল্ডারগণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন প্ল্যান্টের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ কী পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ। সাতটি বন্ধ সত্ত্বেও, আবশ্যিক স্পেয়ারস সংগ্রহে অসুবিধা ভোগ করা সত্ত্বেও এবং শ্রমিকগণ কর্তৃক অবলম্বিত নিয়ন্ত্রণাত্মক কৌশল গ্রহণ করা সত্ত্বেও আপনাদের প্ল্যান্ট যে এ পর্যন্তকাল ঐরূপ বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া আসিয়াছে তাহাতেই বোঝা যায় আপনাদের প্লান্টের যাঁরা পরিচালকমণ্ডলী তাঁহাদের দক্ষতা কতখানি বেশী। একথা সত্য যে, প্ল্যান্টের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে প্রচুর টাকা খরচ হইয়া থাকে, কিন্তু একথাও ঠিক, এপর্যন্ত প্ল্যান্ট প্রচুর লাভাংশও দিয়াছে। এইরূপ প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে যে, "সময়ের এক ফোড়, অসময়ের দশ ফোঁড়", তাহা হইলেও পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ এঞ্জিনীয়ারগণ একটি প্ল্যান্ট যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবেন না, যদি না তাঁহাদিগকে যথাসময়ে অত্যাবশ্যক স্পেয়ার পার্টস, যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি দেওয়া হয়।

আমি অতীব আনন্দের সহিত আপনাদিগকে জানাইতেছি যে, সরকার প্ল্যান্ট চালাইবার ব্যাপারে এই বিষয়টির গুরুত্ব অবশেষে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। যদিও বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং যদিও বিকল্প দ্রব্যের আমদানী ক্রমাগত বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তাও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, তথাপি এই সমস্ত কঠোর পদ্ধতি কিছুটা শিথিল করা অবশ্যই প্রয়োজন হইয়া পড়িবে; বিশেষ করিয়া একত্রিত স্টীল প্ল্যান্টের মত নিরবচ্ছিন্ন অপারেটিং ইউনিটের ক্ষেত্রে যেখানে অত্যাবশ্যক মালমশলা পাইতে বিলম্ব হইলে মর্মান্তিক পরিণতি দেখা দিতে পারে এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে ঐরূপ মর্মান্তিক পরিণতি ঘটিয়াছে, সেইসব ক্ষেত্রে ঐসব কঠোর পদ্ধতি শিথিল করা আরও প্রয়োজন।

আপনাদের ইনগটের ক্যাপাসিটি প্রতি বছরে প্রায় ৩০০,০০০ টন বৃদ্ধি করার জন্য পরিকল্পিত প্ল্যান্ট প্রোজেক্টের সামঞ্জস্য বিধানের বর্তমান অবস্থা কি, তৎসম্পর্কে আপনারা অবশ্যই আমাকে প্রশ্ন করিতে পারেন। আমি আপনাদিগকে এই কথা বলিতে পারি যে, সরকার এবং কোম্পানির মধ্যে এক্ষণে একটি সংশোধিত পরিকল্পনা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা চলিতেছে। এই পর্যায়ে আমি আপনাদিগকে কেবল এই খবরটি দিতে পারি যে, পূর্ববর্তী পরিকল্পনার যে ব্যয় হইত, তাহার তুলনায় সংশোধিত পরিকল্পনার ব্যয় যথেষ্ট পরিমাণে বেশী হইবে। পূর্ববর্তী বৎসরগুলিতে আমি আপনাদের নিকট যে বিবৃতি দিয়াছিলাম, তাহা হইতেই পূর্ববর্তী পরিকল্পনা কি কি কারণে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল, তাহা আপনারা সবিশেষ অবগত আছেন। যেহেতু এত প্রচুর পরিমাণ অর্থ স্বভাবতই শেয়ারহোল্ডারদের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে না, সেহেতু পরিকল্পনাটিকে বাস্তবে রূপদান করিতে হইলে এই অর্থ সরকারী অর্থ ঋণদানের এজেন্সিগুলি হইতে মেয়াদী ঋণ হিসাবে লইতে হইবে। কেননা কোন বেসরকারী অর্থ ঋণদানের এজেন্সির ৬০ বা ততোধিক কোটি টাকার মত বিপুল পরিমাণ মূলধন সরবরাহের ক্ষমতা আছে বলিয়া আমি মনে করি না। ১৯৬২ সালে এই পরিকল্পনাটিকে বাস্তবে রূপায়িত করা হইলে সেই সময়ে যেখানে প্রায় ১১ কোটি টাকার প্রয়োজন হইত, সেখানে এখন ৬০ কোটি বা উহারও বেশী পরিমাণ টাকা আবশ্যক হইবে। নূতন নির্দেশ অনুসারে সরকারী ঋণদানের এজেন্সি হইতে যে ঋণ পাওয়া যাইবে, উহার জন্য চুক্তিপত্রে ঋণকে ইকুইটিতে রূপান্তর করার একটি শর্ত রাখিতে হইবে। ঋণকে যদি ইকুইটিতে রূপান্তরিত করার শর্ত কার্যকর করা হয়, তাহা হইলে কোম্পানির মুনাফা ও পরিসম্পদে বর্তমান শেয়ারহোল্ডারদের অংশ দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস পাইবে। এমন কি ঋণের অর্থ যদি ইকুইটিতে রূপান্তরিত করা নাও হয়, তথাপি করজর্জরিত আয় হইতে ঋণের আসল পরিশোধ করা ছাড়াও আপনাদের কোম্পানির মুনাফাতে সুদ আদায় দেওয়ার প্রশ্নটি একটি সুতীব্র কীলক হইয়া ঢুকিয়া থাকিবে। অবশ্য আমি নিশ্চিত যে, কোন পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা বা উহার জন্য ব্যবস্থাদি করার আগে আপনাদের বোর্ড অব ডিরেক্টর্স যথাসময়ে শেয়ারহোল্ডারদের নিকট প্রাসঙ্গিক যাবতীয় বিবেচ্য বিষয় তুলিয়া ধরিবেন।

দ্রষ্টব্য: ইহা বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণীর রিপোর্ট নহে।

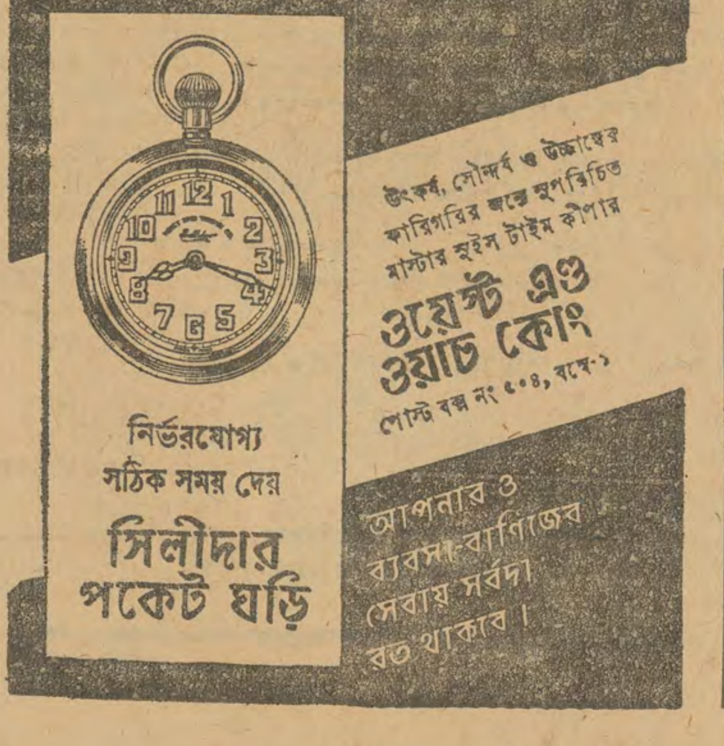

পূজা এসে গেল — রাস্তা মেরামত, জঞ্জাল সাফের লক্ষণ নেই

স্টাফ রিপোর্টার

এবার পূজার সময় কলকাতা করপোরেশন নাগরিকদের পথ চলার স্বাচ্ছন্দ্যটুকুও কতদূর দিতে পারবেন সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যদিও তাঁরা বলছেন পূজার আগে রাস্তায় জঞ্জাল পরিষ্কার হয়ে যাবে রাস্তাও সারান হবে। কিন্তু জঞ্জালে রাস্তার অর্ধেক দখল করে আছে এমন স্থান কলকাতায় বহু দেখা যায়। আর এমন রাস্তায়ও অনেক আছে যার ওপর দিয়ে গেলে মনে হয় সমস্ত রাস্তাঘাট করোগেটেড (ঢেউ খেলানো)। পূজার বাকি আর মাত্র কদিন কিন্তু জঞ্জাল সাফ করা বা রাস্তা মেরামতের কোন লক্ষণ নেই।

জমা জঞ্জালে রাস্তা জ্যাম হওয়া কলকাতায় নতুন নয়। কিছুদিন ধরেই দেখা যাচ্ছে আমহার্স্ট স্ট্রীট ও সূর্য সেন স্ট্রীটের মোড়ে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের কোণে এবং আমহার্স্ট স্ট্রীটের ওপর ডাফরিন হাসপাতালের কাছে জঞ্জাল জমে সকাল সন্ধ্যা ট্রাফিক জ্যাম এখন রোজকার ব্যাপার। অফিস যাত্রীদের চাপ যখন সবথেকে বেশি ঠিক তখনই করপোরেশনের ময়লা তোলা শুরু হয়। বৃহস্পতিবারও সকাল এবং সন্ধ্যা আমহার্স্ট স্ট্রীট ও সূর্য সেন স্ট্রীটে অনেকক্ষণ জ্যাম থাকে। শিয়ালদহ কোর্টের কাছে ৩৫ নম্বর বাস স্টপের কাছে জঞ্জালে রাস্তার প্রায় সবটাই দখল করে আছে। নীলরতন সরকার হাসপাতালের সামনের রাস্তা দীর্ঘ দিনের অবহেলায় আজ যে অবস্থায় দাঁড়িয়েছে তা এক করপোরেশন ছাড়া সকলেরই চোখে পড়ছে। করপোরেশনের চোখ ওদিকে বেলগাছিয়া পর্যন্তও পৌঁছয়নি। কিন্তু ওখান দিয়ে যেতে গেলেই পথচারীদের চোখের জল পড়ে।

এতদিন দক্ষিণ কলকাতার একটা কৌলীন্য ছিল, করপোরেশনের কৃতিত্বে সেটিও গিয়েছে। রাসবিহারী অ্যাভিনিউ পেরিয়ে রসা রোডে পড়লে সে অবস্থা বিলক্ষণ চোখে পড়ে।

হাওড়ার অবস্থা আরও খারাপ। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি রাস্তা, ড্রেন, রাস্তার আলো সারানো সবই শিকেয় তুলে দিয়েছেন। মিউনিসিপ্যালিটির কর্তা ব্যক্তিরা নিজেরা যাতায়াত করেন কি করে ভেবে পাই না।

সভা-সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লেখ না থাকলে সূচিত সময় বিকাল বা সন্ধ্যা বোঝাবে]

রবীন্দ্র ভারতী সোসাইটি—(৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন)—সাড়ে ৫টায় রবীন্দ্র রচনা সম্পর্কে আলোচনা ও রবীন্দ্র সংগীতানুষ্ঠান। বিপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতি সংস্থা—৬টায় (কলেজ স্ট্রীট মারকেটস্থিত কমারসিয়াল মিউজিয়ামে) শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের ৩৯তম মৃত্যুবার্ষিকী দিবসে জনসভা। উত্তর কলিকাতা জেলা কংগ্রেস কমিটি: (১৪০ বিধান সরণী) ৭টায়—কথাশিল্পী তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শোকসভা। আনন্দধারা: সাড়ে ৬টায় (২২৬এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড) সপ্তদশ মাসিক অধিবেশন, কণ্ঠসংগীত শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল, মৃদঙ্গ—রাজীবলোচন দে, সারেঙ্গী—শ্রীকেদার মিশ্র। শরৎচন্দ্র জন্মজয়ন্তী: ৬টায় মহাজাতি সদনে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ৯৫তম জন্মজয়ন্তী। নারীশিক্ষা নিকেতন—সকাল ৮টায় পাটুলি কেন্দ্রে ও ৪টায় ১৫।এ নফর কোলে রোডে প্রীতিলতা স্মরণ দিবস।

সুরেশ মজুমদার ও প্রফুল্ল সরকার স্মৃতি আলোচনাচক্র—৪টায় (পি১১ মিশন রো একসটেনশন) হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ জন্মবার্ষিকী। সভাপতি শ্রী এস এম ব্যানারজি, অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন শ্রীসুধাংশুকুমার বসু। কৃপাশরণ কনটিনেনটেল ইনস্টিটিউট—৫টায় ১ বুদ্ধিষ্ট টেমপল স্ট্রীটে শ্রীডেভিড মুরের সংবর্ধনা সভা। লোক সংস্কৃতিক গবেষণা কেন্দ্র—সকাল ৯টায় (৩২ বেচারাম চ্যাটারজি স্ট্রীট)—'আজকের ইনদোনেশিয়া' সম্পর্কে আলোচনা, বক্তা—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। কলিকাত ইলেকট্রিক সাপলাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সমিতি—সাড়ে ৫টায় স্টার থিয়েটারে সমিতির বার্ষিক উৎসব। অন্যতম অতিথি শ্রীহোসেন আলী। অভিনয়শ্রী—অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আরটসে শ্রীমতী লক্ষ্মী সাধনার কৃত্রিম মুক্তা প্রভৃতির প্রদর্শনী। সময় ২টা থেকে ৮টা। ভারতীয় যাদুঘর (২৭ জওহরলাল নেহেরু রোড)—সাড়ে ৫টায় জলজ কীটপতঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা। বক্তা—ডঃ টি জ বাজিরানী। বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালা—দেড়টায় ছাত্রছাত্রীর জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী।

আজ মাতৃ-বন্দনার শুভ উদ্বোধন

রবীন্দ্রকানন সর্বজনীন দুর্গোৎসব ও জাতীয় প্রদর্শনী—রবীন্দ্রকাননে সন্ধ্যা ৭টায় প্রদর্শনী ও উৎসবের উদ্বোধন। উদ্বোধক—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, সভাপতি শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ। বাগবাজার সর্বজনীন দুর্গোৎসব ও প্রদর্শনী—সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় দুর্গানগরে, সভাপতি শ্রীবিমল মিত্র। সালকিয়া তরুণ দল—সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় হাওড়া ৩নং ওয়ারডে মহাপূজার মণ্ডপ দ্বারোদ্ঘাটন। সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী জয়ানন্দজী মহারাজ। প্রধান অতিথি—ডঃ রমা চৌধুরী। কুমারটুলি সর্বজনীন দুর্গোৎসব—সন্ধ্যা ৭টায় দুর্গাচরণ ব্যানারজি স্ট্রীট। উদ্বোধক—শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। পারক সারকাস বেনিয়াপুকুর সম্মিলিত পূজা কমিটি—পারক সারকাস ময়দানে সন্ধ্যা ৭টায়। সভাপতি—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখারজি। উদ্বোধক—শ্রীযোগেন্দ্রমোহন সেন। রমেশ দত্ত স্ট্রীট সর্বজনীন দুর্গোৎসব—পূজা উপলক্ষে প্রদর্শনীর উদ্বোধন। বিষয়—জালিয়ানওয়ালাবাগ। ভবানীপুর ৭০ পল্লী সর্বজনীন দুর্গোৎসব—সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় পূজামণ্ডপের দ্বারোদ্মোচন। সভাপতি—এন সি তালুকদার; প্রধান অতিথি—ডঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত। উঃ হাওড়া সর্বজনীন মহাপূজা—সন্ধ্যা ৬টায় মণ্ডপ উদ্বোধন। সভাপতি শ্রীদীপক মুখ। প্রতিমা উন্মোচন স্বামী নির্মলানন্দ মহারাজ। সরস্বতী স্পোরটিং ক্লাব (১৩এ কালীঘাট রোড)—উদ্বোধন সন্ধ্যা ৬টায়, গীতভারতীর মহিষমর্দিনী সঙ্গীতালেখ্য। সভাপতি শ্রীরথীন তালুকদার। মিলনশ্রী—সাড়ে ৬টায় ৫৭ গণেশচন্দ্র এভিনিউতে উদ্বোধন। সভাপতি শ্রীমোহন সিংহ, প্রধান অতিথি শ্রীবিজয় সিংহ নাহার। সিমলা ব্যায়াম সমিতি—সাড়ে ৬টায় কালী সিংহী পারকে প্রতিমার আবরণ উন্মোচন। ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। হাটখোলা সর্বজনীন দুর্গোৎসব—৪৮।১ শোভাবাজার স্ট্রীটে সন্ধ্যা ৬টায় উদ্বোধক শ্রীশ্যামসুন্দর গুপ্ত। শেঠবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব—সন্ধ্যা ৬টায় উদ্বোধন অনুষ্ঠান। উদ্যোক্তা: খামখেয়ালী সংঘ। হাটখোলা গোঁসাইপাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি—সন্ধ্যা ৭টায়। উদ্বোধক শ্রী বি বি ঘোষ। সাধারণ দুর্গোৎসব সমিতি—পূজা উপলক্ষে রাত ৮টায় বাউল গানের অনুষ্ঠান। ৩ রামকৃষ্ণ বাগচী লেনে। উদয়ন—সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় খিদিরপুর পদ্মপুকুরে উদ্বোধন। উদ্বোধক—ডঃ রমা চৌধুরী। টেমার লেন সর্বজনীন দুর্গোৎসব—সন্ধ্যা ৬টায় প্রধান অতিথি—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র।

পূর্ব কলকাতা কল্যাণ সংসদ—পূজা কমিটির সভাপতি ডাঃ অরুণকুমার নন্দী, সাধারণ সম্পাদক শ্রী এম পাতোদিয়া ও সাধারণ সম্পাদক শ্রীরাধাশ্যাম গোস্বামী। প্রদর্শনী অবশ্য বন্ধ। বন্ধুশ্রী—মসজিদবাড়ি স্ট্রীটে বন্ধুশ্রীর পূজা এবার হচ্ছে না। হাওড়া শাসনগর যুব সংঘ—পূজা কমিটির সভাপতি শ্রীরবিকুমার পাশ, সম্পাদক—শ্রীনীতিন চক্রবর্তী, কোষাধ্যক্ষ—শ্রীসুশান্ত কুণ্ডু। রূপচাঁদ মুখারজি লেন দুর্গোৎসব—রজতজয়ন্তী বছরের পূজা। শনিবার সন্ধ্যায় উদ্বোধন ও বিচিত্রানুষ্ঠান।

কৃষ্টিকুঞ্জ—৪টায় (৭।২৩ নেতাজীনগর) ত্রয়োদশ বার্ষিক শারদ বন্দনা। সর্বজনীন পূজা সম্মেলন—(পি১১ মিশন রো একসটেনসন) সাড়ে ৩টায় ন্যাশনাল চেমবার অব কমারসে সম্মেলন। পৌরোহিত্য করবেন অধ্যাপক এস এস হাজরা। শ্রীচণ্ডী বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধন করবেন।

আরও বেশি ধীবর স্টেট ব্যাংকের সাহায্য পাবেন

স্টেট ব্যাংক অব ইনডিয়া গত বছর কাঁথির উপকূল অঞ্চলে জেলেদের আর্থিক সাহায্য দানের জন্য একটি অগ্রণী প্রকল্প চালু করেন। এই প্রকল্প অনুসারে গত মরশুমে প্রায় ৩০০ জেলেকে অর্থসাহায্য দেওয়া হয়।

এই প্রকল্পের সাফল্যে উৎসাহিত স্টেট ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এ বছর জনপুর্ণ অঞ্চলে আরও বড় প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। এবারকার কর্মসূচী অনুযায়ী ৬২০ জন মৎস্যচাষীকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে।

ইণ্ডিয়ান অয়েল

ডিলারশীপের জন্য বিজ্ঞপ্তি

১। ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড (মার্কেটিং ডিভিসন) বেলুড়ে জি টি রোডে, কদমতলায় (হাওড়া) ও বকুলতলায় (হাওড়া) রিটেল আউটলেট ডীলার ('বি' সাইট স্টেশন) নিযুক্ত করিতে চাহেন।

২। যোগ্যতা: মনোনয়ন সেই সকল আবেদনকারীর মধ্য হইতে করা হইবে, যাঁহারা—

(ক) এনজিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েট/এনজিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা হোল্ডার/সাধারণ গ্র্যাজুয়েট;

(খ) বেকার;

(গ) হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণা সিভিল ডিস্ট্রিক্টের বাসিন্দা;

(ঘ) নিম্ন আয়বিশিষ্ট;

(ঙ) নিম্নবর্ণিতভাবে আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখে বয়স ৩০ বৎসরের কম।

(চ) প্রস্তাবিত 'বি' সাইট পেট্রোল পাম্পের জন্য উপযুক্ত সাইট সংগ্রহ করিতে সক্ষম। একক ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে এবং যোগ্যতার নির্ধারিত শর্তগুলি পূরণ করিতে পারিলে প্রাক্তন সৈনিক এবং তফসিলভুক্ত জাতি/উপজাতি আবেদনকারীদের অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া হইবে।

৩। এই প্রস্তাবে প্রথম পাঁচ বৎসরে কোনই লাভ থাকিবে না। তবে ব্যবসার এলাকাগুলি সম্ভাবনাপূর্ণ এবং ষষ্ঠ বৎসর হইতে এই প্রস্তাবে বিনিযুক্ত অর্থের যথেষ্ট প্রতিদান পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৪। ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিঃ-এর অনুকূলে কাটা ৩ টাকার একটি ক্রসড পোস্টাল অর্ডারসহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় লিখিলে আবেদনের ফরম পাওয়া যাইবে।

ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার,
ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড
(মার্কেটিং ডিভিসন)
১, শেক্সপীয়র সরণি,
কলিকাতা-১৬।

যথাযথভাবে পূরণ করা আবেদনপত্র ২৩-১০-৭১ তারিখের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় পৌঁছান চাই। এই তারিখের পরে প্রাপ্ত কোন আবেদন গ্রাহ্য করা হইবে না।

৫। প্রত্যেক স্থানের জন্য পৃথক পৃথক দরখাস্ত পেশ করিতে হইবে।

দিনপঞ্জিকা

আজ চতুর্থী

দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা মতে—

শুক্রবার, ৭ আশ্বিন, ১৩৭৮ (২ আশ্বিন, ১৮৯৩ শক), ২৪ সেপটেমবর, ১৯৭১, ৩ সাবান। চতুর্থী প্রাতঃ ঘঃ ৫।৫৬ মিঃ পর্যন্ত। বিশাখানক্ষত্র রাত্রি ঘঃ ১০।৫২ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।২৯।১৭ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।২৮।৩৯ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি নক্ষত্রাদিদোষ তিথ্যমৃতযোগমাত্র। মুখ্য ও গৌণচান্দ্র আশ্বিন (শুক্লপক্ষ)।

অন্য পঞ্জিকা মতে—

শুক্রবার, ৭ আশ্বিন, ১৩৭৮ (২ আশ্বিন, ১৮৯৩ শক), ২৪ সেপটেমবর, ১৯৭১, ৩ সাবান। পঞ্চমী রাত্রি ঘঃ ৪।০।৪২ সেঃ পর্যন্ত। বিশাখানক্ষত্র রাত্রি ঘঃ ৮।২৭।২৪ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।২৮।১৯ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।২৯।৩৯ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি। মুখ্য ও গৌণচান্দ্র আশ্বিন (শুক্লপক্ষ)।

গঙ্গার জোয়ার ভাঁটা

	দিবা	রাত্রি	দিবা	রাত্রি
	জোয়ার আরম্ভ		ভাঁটা আরম্ভ	
শুক্রবার	২-৩৯	২-৫৭	৭-৫	৭-৩

২৩ সেপটেমবর—আজ বাজার বন্ধের সময় দর নিম্নরূপ ছিল:—

খাঁটি সোনা (স্ট্যান, ১০ গ্রাম)	২০০
সোনার গহনা (২২ ক্যাঃ,১০ গ্রাম)	১৮৯
রূপার বাট (১ কেজি)	৫৫৫
ঐ—খুচরা (১ কেজি)	৪৫৯

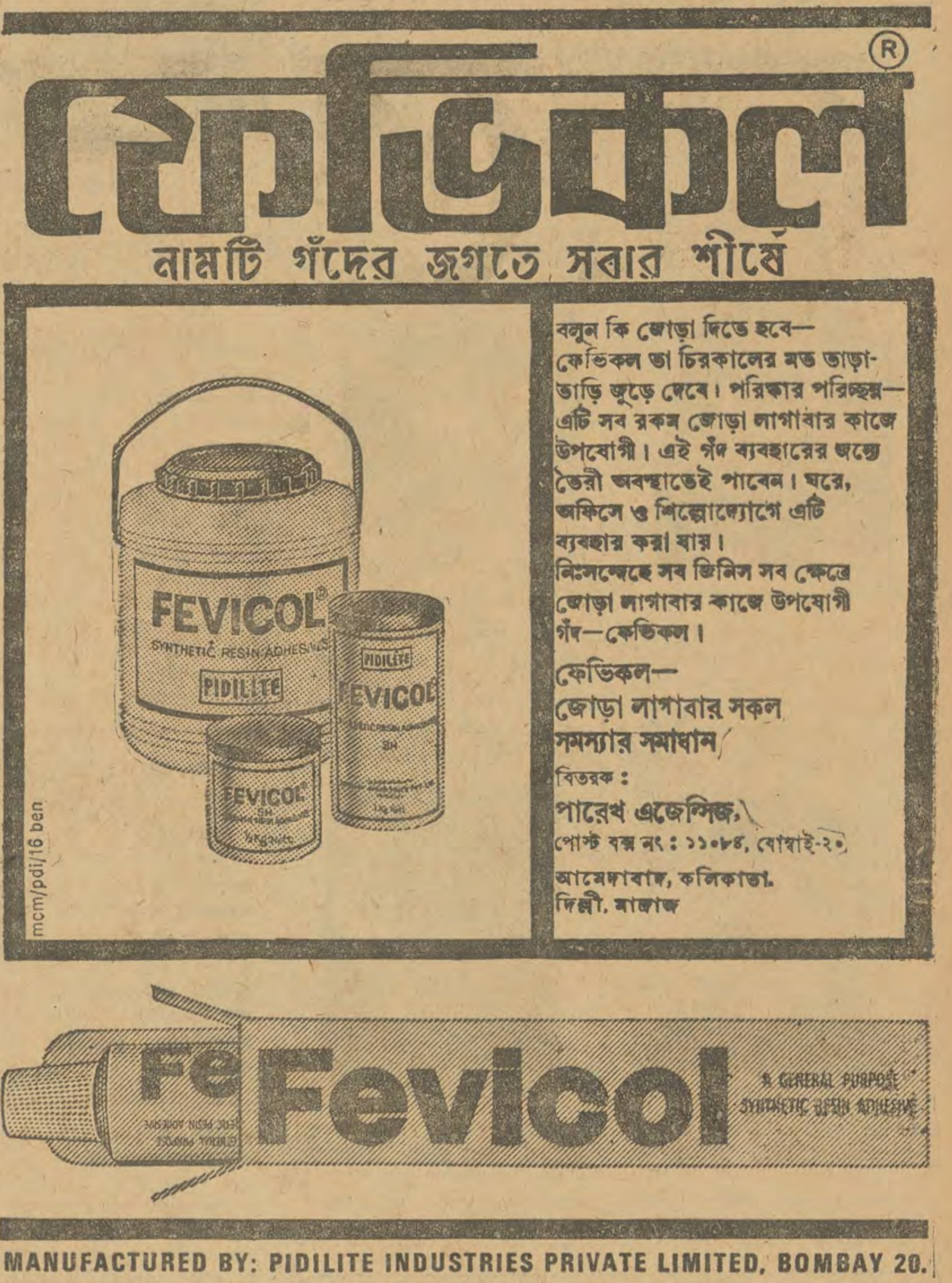

পূজায় স্বচ্ছন্দ ভ্রমণের জন্য কয়েকটি প্রয়োজনীয় পরামর্শ

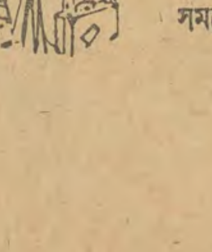

ট্রেন ধরতে না পারার হতাশা বা চলন্ত ট্রেনে উঠবার ঝুঁকি এড়াতে নির্ধারিত সময়ের অনেক আগে ষ্টেশনে পৌঁছবেন।

টিকিট কেনার জন্য লাইনে দাঁড়ান এবং সঠিক ভাড়া গুণে দিন—তাড়াতাড়ি কাজ হবে। প্রয়োজনে দেখাবার জন্য টিকিট হাতে রাখুন।

ভীড় এড়াবার জন্য নিকটতম সিটি বুকিং অফিস থেকে টিকিট কিনুন।

কম মালপত্র নিয়ে ভ্রমণ করুন। ভারী মালপত্র ল্যাগেজ ভ্যান-এ বুক করুন।

আপনার সহযাত্রীর সঙ্গে সহযোগিতা করুন।

পূর্ব রেলওয়ে

বেনারসী ও সিল্কের জন্য
বেনারসী কুঠী
গড়িয়াহাট জং· কলি·ফোন: ৪৬-৭৪৭৭

পূজা-সপ্তাহের উপহার

এই পূজা-সপ্তাহে মুক্তির জন্য চিহ্নিত বাংলা ও হিন্দী মিলিয়ে দশখানি (এক ডজন না, আগে যা শোনা গিয়েছিল) ছবি। এই দশের মধ্যে বাংলা চারখানি: বাকিগুলি হিন্দী ছবি।

প্রথমেই উল্লেখ্য শ্রীসত্যজিৎ রায়-কৃত "সীমাবদ্ধ" (কাহিনী: শঙ্কর)। এটি আজ, শুক্রবার, মুক্তি পাচ্ছে শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা প্রেক্ষাগৃহে। "সীমাবদ্ধ"র প্রধান তিন চরিত্রের শিল্পী: বরুণ চন্দ, শর্মিলা ঠাকুর, পারমিতা চৌধুরী। "মহাবিপ্লবী অরবিন্দ" (নামভূমিকায় দিলীপ রায়) উত্তরা, পূরবী, উজ্জলা প্রভৃতি প্রেক্ষাগৃহের ছবি। শ্রীদীপক গুপ্ত ছবিটি পরিচালনা করেছেন। শ্রীসলিল দত্ত-পরিচালিত "খুঁজে বেড়াই" (সৌমিত্র: অপর্ণা) রূপবাণী, অরুণা, ভারতী প্রভৃতি প্রেক্ষাগৃহে শুক্রবার থেকে দেখানো হচ্ছে। শ্রীউমাপ্রসাদ মৈত্র-পরিচালিত "জয় বাংলা" মুক্তি পাচ্ছে নিউ এমপায়ার, পূরবী, প্রিয়া প্রভৃতি সিনেমায়।

"ছোটী বহু" (অবলম্বন: "বিন্দুর ছেলে") লাইটহাউস, অপেরা প্রভৃতি সিনেমায় মুক্তি পাচ্ছে। "সারা আকাশ" (বাসু চট্টোপাধ্যায়-কৃত) দেখানো হবে লোটাস, মেনকা, গণেশ প্রেক্ষাগৃহে। "কাঠপুতলী" (জিতেন্দ্র: মুমতাজ) হিন্দ, ছায়া প্রভৃতি প্রেক্ষাগৃহের ছবি। চাণক্য-পরিচালিত "মন মন্দির" (ওয়াহিদা: সঞ্জীব: মেহমুদ) জ্যোতি, প্রভাত ইত্যাদি সিনেমায় দেখানো হবে। "নাদান" (আশা পারেখ: নবীন নিশ্চল) ওরিয়েন্ট, কৃষ্ণা প্রভৃতি প্রেক্ষাগৃহের ছবি। "ক্যারাভ্যান" (আশা পারেখ: জিতেন্দ্র) ম্যাজেস্টিক, বসুশ্রী, বীণায় মুক্তি পাচ্ছে।

মহাবিপ্লবী অরবিন্দ: দিলীপ রায়

ছোটী বহু: শর্মিলা

খুঁজে বেড়াই: অপর্ণা সেন

কাঠপুতলী: মমতাজ

একটি ঘোষণা

১৬ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট, কলকাতা-১ ঠিকানায় নতুন হেড অফিস বিল্ডিং-এ নতুন টেলিফোন নম্বর

২৩-৭৪৭১

(৬টি লাইন)

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

(একটি ভারত সরকারের সংস্থা)

daa/UBI-71

কোকো মল্টীন

সর্বগুণসম্পন্ন উপাদেয় খাদ্য

খেলা কিংবা কাজে কোকো মল্টীন আমায় সুস্থ ও প্রফুল্ল রাখে

অতিরিক্ত শক্তিবর্দ্ধকে পরিপূর্ণ

প্রতি ৪৫০ গ্রাম কৌটার সাথে বিনামূল্যে উপহার সংগ্রহ করুন

কোকো মল্টীন লেবোরেটরিজ ৪৬, পুসা রোড, নিউ দিল্লী-৫

TL-NP-149

সীমাবদ্ধ: পারমিতা চৌধুরী, শর্মিলা

কলকাতায় আর্ট সিনেমা স্থাপিত হবে

কম খরচে তৈরি, তারকাহীন চলচ্চিত্রের মুক্তিপথে নানা বিঘ্ন; সাধারণ প্রেক্ষাগৃহের মালিকরা এ ধরনের ছবি দেখানোর ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী হন না। এই অসুবিধা দূর করবার জন্য কলকাতা, বোমবাই, দিল্লি ও মাদরাজ শহরে আরট সিনেমা স্থাপন করা হবে। এ বিষয়ে কথাবার্তা চলছে।

গত মঙ্গলবার কলকাতায় এক সাংবাদিক-সভায় ফিলম ফিনানস করপোরেশনের সভাপতি শ্রী বি কে করনজিয়া ওই কথা জানালেন। পশ্চিম বাংলার চলচ্চিত্রশিল্পের বর্তমান সংকট প্রসঙ্গে আলোচনার সূত্রে তিনি জানান, ফিলম ফিনানস করপোরেশনের একটি শাখা কলকাতায় খোলার কথা আছে। এই শাখা স্থাপিত হলে আগের চেয়ে অধিকসংখ্যক বাংলা ছবির নির্মাতা করপোরেশনের আর্থিক সাহায্য (ঋণ) পেতে পারবেন।

১৯৬০ সনে এফ এফ সি-র প্রবর্তন হয়। এ পর্যন্ত ওই আধা-সরকারী সংস্থা বারোখানি বাংলা কাহিনী-চিত্রের নির্মাণে ঋণ বরাদ্দ করেছেন। শ্রীকরনজিয়া বলেন, কম বাজেটের ভাল ছবির নির্মাণে সাহায্য করাই বর্তমানে এফ এফ সি-র লক্ষ্য। এই নীতি গত তিন বছরে লক্ষণীয় সুফল দিয়েছে। বিশেষ করে হিন্দী চিত্রের প্রযোজনার ক্ষেত্রে। "ভুবন সোম" এ ব্যাপারে পথপ্রদর্শক। এফ এফ সি-র সাহায্যে ইতিমধ্যে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উৎকৃষ্ট হিন্দী ছবি কম খরচে তৈরি হয়েছে।

বাংলা দেশের সাহায্যে জুনিয়র সরকারের দান

জাদুকর পি সি সরকার (জুনিয়র) তাঁর পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে বুধবার নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর হাতে বাংলাদেশের সাহায্যে ৫০,০০১ টাকা দেন। এই টাকা শ্রীসরকার সম্প্রতি তাঁর উত্তর ভারত জাদু-সফরে উপার্জন করেন। তিনি বৃহস্পতিবার কলকাতায় ফিরে এসেছেন।

বিদেশী ছবি

এ সপ্তাহের একমাত্র নতুন বিদেশী ছবি "এ প্রোফেশনাল গান্"; দেখানো হচ্ছে গ্লোব সিনেমায়। টেকসাস-মেকসিকো সীমান্তে রুপোর খনির মালিকের সঙ্গে শ্রমিকদের সংঘর্ষের পটভূমিতে এই চিত্রনাট্যের বিস্তার। রক্তাক্ত সংঘর্ষে দল-বদল করেছে এক পেশাদার শরীররক্ষী—মালিকের কাছ থেকে সরে এসেছে শ্রমিক-নেতার পাশে। বেশী টাকার আকর্ষণে। এই সংগ্রাম ওই পেশাদার বন্দুকবীরকে একটি বিশেষ শিক্ষা দিয়েছে। সে জানল, টাকার চেয়েও বড় আদর্শ বা আদর্শের স্বপ্ন। কীভাবে—তা-ই নিয়েই নাট্যের পরিণতি।

সারজিয়ো করবুচি চিত্রটির পরিচালক।

বিশ্বরূপায় "চৌরঙ্গী"

বিশ্বরূপা থিয়েটারের নতুন নাটক "চৌরঙ্গী"—শঙ্করের ওই নামের উপন্যাসের নাট্যরূপ। আগামীকাল (শনিবার) নাটকটির উদ্বোধন। নাট্যরূপ শ্রীরাসবিহারী সরকার-কৃত; নির্দেশনার দায়িত্বও তাঁর। প্রধান কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করবেন: বিকাশ রায়, মঞ্জু দে, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, রবীন মজুমদার, জয়শ্রী সেন, তরুণকুমার, অজয় গঙ্গোপাধ্যায়, প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি। ভি বালসারা নাটকটির সুরকার। আলোক-নিয়ন্ত্রণ করবেন তাপস সেন।

সংবাদ-কণা

নান্দীকার সংস্থার নতুন নাটক "হে সময়, উত্তাল সময়"। শ্রীঅজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত এই নাটকটির প্রথম অভিনয় রঙ্গনা মঞ্চে, ২৬ সেপটেমবর।

থিয়েটার সেনটারের শিল্পীরা দিল্লি ও এলাহাবাদের নাট্য-সফরান্তে বুধবার কলকাতায় ফিরেছেন। থিয়েটার সেনটার মঞ্চে এখন থেকে আবার 'পরাজিত নায়ক' নাটকটির নিয়মিত অভিনয় চলবে।

সুচিত্রা মিত্রের আরও একটি একক-আসর

শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রের আরও একটি একক আসর (রবীন্দ্রসংগীতের, অবশ্যই) হয়ে গেল; মঙ্গলবার, কাশিমবাজার রাজভবনে। উদ্যোক্তা: মল্লার সংগীতচক্র।

ঘরোয়া ধরনের এই আসরের জন্য তিনি বিশেষ করে বেছে নিয়েছিলেন পূজা, প্রার্থনা, সমর্পণের গান (পনেরখানির মধ্যে দশখানিরই উদ্দিষ্ট ঈশ্বর)। তাঁর শান্ত স্বরে ওই সব গানে আরাধনা আর আকুতির ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেল। "ঘর যে ছাড়ায় হাত সে বাড়ায় সে-ই তো ঘরে লবে", "আমার বলে যা আছে, মা, তোমার করে সকল হরো", "যা কিছু আছে সব কাড়ো কাড়ো", "সুখের মাঝে তোমায় পেয়েছি/দুঃখে তোমায় পেয়েছি প্রাণভরে"—পরম নির্ভরতা আর আত্মনিবেদনের এই সব সহজ, নিরাভরণ বাণীর মধ্যে গায়িকা ছিলেন নিমগ্ন। শ্রীমতী মিত্রের বিশিষ্ট গায়কীতে রবীন্দ্রনাথকে শুনতে শুনতে আমরা কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখের জলে পরিশুদ্ধ হয়ে গেছি।

অন্যান্য গানের মধ্যে ছিল "কৃষ্ণকলি", যে গানটি ছাড়া শ্রীমতী মিত্রের আসর বুঝি অসম্পূর্ণ থাকে। অল্প কয়েকটি প্রেমের গানের মধ্যে হাম্বীর রাগ-ছোঁয়া "সখী আমারি দুয়ারে কেন আসিল" বিশেষ করে ভাল লাগল। আর ভাল লাগল পঁচাত্তর মিনিটের অনুষ্ঠানের শেষের গানটি: "কিছুই তো হল না।" অতীতের একটি আসরে যেমন, এদিনও ব্যর্থতাবোধের এই অনবদ্য গানটি যথাযথ মেজাজে, দরদ দিয়ে গেয়ে তিনি আমাদের অভিভূত করলেন। টপ্পা আঙ্গিকে সুরের সূক্ষ্ম কারুকৃতিসহ বেদনার ভাবরসে পূর্ণ এ গানের তুলনা কোথায়?

—সংগীতপ্রিয়

মহেঞ্জোদড়ো

সম্বন্ধে—মন্মথ রায়

বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে বাংলার যাত্রা নাটক প্রাগ-ঐতিহাসিক কালকেও ছুঁয়েছে, শম্ভু বাগ রচিত, অমর ঘোষ পরিচালিত তরুণ অপেরার মহেঞ্জোদড়ো (মৃতের স্তূপ) তারই একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহেঞ্জোদড়ো স্তূপ খননকালে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বকার অনার্য সভ্যতার যে সন্ধান পেয়েছিলেন বাঙালী গবেষকের সেই কীর্তি বিজড়িত দৃশ্য দিয়েই যাত্রা নাটকটির চমকপ্রদ উদ্ঘাটন। পরবর্তী দৃশ্যগুলি দর্শককে নিয়ে গিয়েছে আদিম সভ্যতার সেই কল্পলোকে। আর্য অনার্য সভ্যতার সেই জীবনমরণ সংঘর্ষে। যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে একটা প্রথম শ্রেণীর যাত্রা নাটক......যা আদ্যোপান্ত প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। যাত্রামহানায়ক শান্তিগোপাল, নৃত্যকুশলা নাট্যদীপালি বর্ণালী এবং তরুণ অপেরার কলাকুশল অন্যান্য শিল্পীদের অসাধারণ অভিনয় দক্ষতায়। পরিচ্ছদ পরিকল্পনা যুগোপযোগী, সঙ্গীত ও নৃত্য মনোমুগ্ধকর আলোক সম্পাত সুষ্ঠু, সর্বোপরি অভিনয় অনবদ্য। যাত্রাজগতে মহেঞ্জোদড়ো একটা অবিস্মরণীয় সংযোজন ॥

কিউবা চলচ্চিত্রের উৎসব

কিউবা চলচ্চিত্র-শিল্পের বয়স বেশী নয়—ধরা যেতে পারে, বারো। ইতমধ্যেই যে সে পরিণত হয়ে উঠছে সে-খবর আমাদের কিছু কিছু শোনা ছিল, এবার চাক্ষুষ প্রমাণও পাওয়া গেল। কিউবার চারখানি কাহিনী-চিত্র ও তিনটি তথ্য-চিত্র নিয়ে কলকাতার বিভিন্ন ফিলম ক্লাব যে-উৎসব করছেন, তার মধ্যে অন্তত একখানি—"মেমারিজ অব আনডার ডেভালপমেন্ট"—অসাধারণ চিত্র-কর্ম হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। (প্রসঙ্গত, সিনে সেনট্রাল সংস্থা কিউবা চলচ্চিত্র উৎসবের ছবিগুলি প্রথম কলকাতায় দেখালেন ১০—১৩ সেপটেমবর, ম্যাজেসটিক সিনেমায়।)

কিউবা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান "দ্য কিউবান ইনস্টিটিউট অব সিনেমা আরট"-এর প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাহিনী-চিত্র "মেমারিজ অব আনডার ডেভালপমেন্ট" (অথবা "ইনকনসোলেবল মেমারিজ")। পরিচালনা করেছেন টমাস জি আলিয়া। পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কাহিনী-চিত্রের পরিচালনা তাঁরও এই প্রথম।

টমাস আলিয়ার এই ছবির (একটি প্রকাশিত উপন্যাস এর অবলম্বন) প্রধান চরিত্র 'বুরজোয়া' শ্রেণীর সারগিয়ো, কিউবার বিপ্লবের সঙ্গে যে নিজেকে যুক্ত করতে পারেনি। আবার সে বিপ্লব-বিরোধীও না। সারগিয়োর বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, এমন-কী স্ত্রীও বিপ্লবী সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গে কিউবা ছেড়ে চলে গিয়েছে; সে কোথাও যায়নি। নিজগৃহে একা, ওর পিছু সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত, সারগিয়ো বিপ্লবকে মনে মনে চ্যালেনজ হিসাবে গ্রহণ করেছে। প্রায়-চল্লিশ, আপাতত কর্মহীন, সারগিয়ো নতুন সমাজ-ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করছে তার নিজস্ব মূল্যবোধ দিয়ে; সেই সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি বই লেখার কথা ভাবছে।

সারগিয়ো কিছুই পারল না। না বই লিখতে (প্রকাশ করবার মত কোনও স্থির বিশ্বাস বা বক্তব্য সে খুঁজে পাচ্ছিল না), না নতুন কিউবাকে বুঝতে কিংবা মনে-প্রাণে মেনে নিতে। সে কেবল স্মৃতি-মন্থন করেই চলেছে। প্রেমের আশ্রয় খুঁজেও হয়েছে বিফল।

ভিতরে ভিতরে একটি ক্রিয়া হয়ত চলছিল। সেটা নতুন কিউবা সম্পর্কে সহ-অনুভূতির। কিন্তু সেখানেও রয়েছে, রয়েই গিয়েছে, একটা দূরত্ববোধ।

পরিচালক শেষ পর্যন্ত সারগিয়োকে 'আউট সাইডার' অথবা স্ব-ভূমিতে প্রবাসী আর নিঃসঙ্গ করেই রেখে দিয়েছেন। এ-ব্যাপারে তার কষ্ট বা যন্ত্রণা অনুচ্চার, কিন্তু একেবারে অস্পষ্ট নয়। হয়তো ওই যন্ত্রণাই তাকে একদিন পথ বলে দেবে। আবার দেবেই যে, তা-ও কি জোর করে বলা যায়?

সারগিয়োর মানসিকতা-বিশ্লেষণের বিভিন্ন পর্যায় ছবিতে নিপুণভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। যে-বর্তমানকে নিয়ে সে কিছু বিভ্রান্ত, সেই বর্তমানের উপর বার বার ছায়া ফেলছে ওর অতীত, যা আজ তাকে যথেষ্ট উদ্বুদ্ধ করতেও বুঝি অক্ষম। ওর অতীত আর বর্তমানকে পরিচালক ক্রমাগত এলোমেলো করে সাজিয়ে দিয়েছেন। সিনেমার ভাষায়, সম্পাদনার অনবদ্য কৌশলে, সারগিয়োর অস্থিরতা আর দ্বন্দ্বের রূপটি এইভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। ছবির শেষে ১৯৬২ সনের সেই ঐতিহাসিক সংকট-পর্যায়, কিউবা আত্মরক্ষার জন্য যখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, চারিদিকে যখন চলছে প্রতিরক্ষার আয়োজন। স্বভূমিতে সারগিয়োর ভূমিকা তখন কী? রাষ্ট্রীয় সমর বাহিনীর তৎপরতা, অস্ত্র-সজ্জা ইত্যাদি তখনও সে দূর থেকে দেখছে, দেখছে দূরবিনে চোখ রেখে। সিনেমা-আঙ্গিকের সুকল্পিত প্রয়োগের এই রকম সুন্দর নিদর্শন ছবিতে অনেক। সারগিয়োর নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলির এবং অতীত-জীবনের প্রেমের খণ্ড খণ্ড স্মৃতিচিত্রগুলির উপস্থাপনা চমৎকার। ওর নূতন প্রেমের আশ্রয় খোঁজার এবং সেই অধ্যায়ের অসারতা ও শূন্যতার চিত্রটিও সুপরিস্ফুট। এইসব জায়গায় পরিচালক অবশ্য নগ্ন দৃশ্যের তথা যৌন অর্থে উত্তেজক দৃশ্যের ব্যবহার কিছু বেশী করেছেন। 'বুরজোয়া' চরিত্র বলেই কি সারগিয়োর চিন্তাসূত্রে অথবা অভিজ্ঞতায় ওর কামনার রূপ নগ্নভাবে প্রকাশ করতে হয়েছে? সে যাই হোক, সব মিলিয়ে ছবিটি বলিষ্ঠ, যার সর্বাঙ্গে পরিচালকের শিল্পভাবনা এবং প্রত্যয়ের ছাপ স্পষ্ট।

হামবেরতো সোলাস—পরিচালিত অতি দীর্ঘ "লুসিয়া" চিত্রে (মসকো উৎসবের স্বর্ণপদকজয়ী) কিউবার ইতিহাসের তিনটি পর্যায়ের সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় ঘটবে। এই তিনটি পর্যায়ে আছে তিনটি কাহিনী; প্রত্যেকটিতেই নায়িকার নাম লুসিয়া। প্রথমটির সময় ১৮৯৫, দ্বিতীয়টির ১৯৩৩, শেষেরটির পটভূমি কাস্ত্রোর কিউবা। ছবিটির নির্মাণকর্মে পরিচালকের যত্নের পরিচয় নির্ভুল। প্রথম অংশে তিনি স্পষ্টতই ভিসকন্তি-প্রভাবিত। সাধারণভাবে তিনটি অংশই চিত্রকৃত এবং বিস্তারে সরলীকরণের চিহ্নও অস্পষ্ট নয়। শেষের গল্পে দেখানো হয়েছে কিউবার নারী, লুসিয়া যার প্রতিনিধি-স্বরূপ, কীভাবে তার স্বাধীন সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হল। সাজানো নাটকটিকে এখানে যেভাবে আকর্ষক এবং জোরদার করে তোলা হয়েছে তা অবশ্যই পরিচালকের শক্তির পরিচায়ক।

হারবারট সোলাস-কৃত আনুমানিক ৪০০০ ফুট দৈর্ঘ্যের "ম্যানুয়েলা" এই উৎসবের একটি উল্লেখযোগ্য কাহিনী-চিত্র। এখানে বাতিস্তা-সরকারের বিরুদ্ধে গেরিলা-বাহিনীর সংগ্রামের চেহারা তুলে ধরা হয়েছে এবং সেই পটভূমিতে বিপ্লবী এক পুরুষ ও এক নারী যোদ্ধার প্রেমের কাহিনী। পরিচালক সোলাস আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে এ-ছবির উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করেছেন। সংগ্রামী যুবতীর কঠিন ও কোমল, উভয় রূপই বিশ্বাস্যভাবে প্রতিষ্ঠিত। পরিচালকের কাজ সুশৃংখল, প্রকাশভঙ্গী বলিষ্ঠ।

মানুয়েল অকটেভিয়া গোমেজ-পরিচালিত "দ্য ফারস্ট চারজ অব দ্য মাশেতে" ১৮৬৮ সনের বিদ্রোহের (স্পেনের বিরুদ্ধে কিউবার) কাহিনী।

উৎসবের বিভিন্ন তথ্যচিত্রের মধ্যে সেলাস-কৃত "সাইক্লোন" সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। বাস্তব দৃশ্যের পর দৃশ্যে একটি ভয়ংকর ঘটনা এখানে উপস্থাপিত।

- কিংকোর আর্নিকা হেয়ার অয়েল
- আল্‌ফাল্‌ফা টনিক
- ক্যাসিনা সিরাপ
- কিংস হোমোটোন
- ইউট্রোটোন্

প্রস্তুতকারক:
কিং এণ্ড কোং
১০/৩এ, মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৭
ল্যাবরেটরী:
৪৬, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

GRACE/K/31/70

"ঘুম ভাঙার গান"

ন্যাশনাল ইয়ুথ কয়ার গত ১২ সেপটেমবর অ্যাকাডেমি অব ফাইন আরটস প্রেক্ষাগৃহে নৃত্যগীতের একটি সুন্দর অনুষ্ঠান কয়ার-রীতিতে পরিবেশন করেন। নাম: "ঘুম ভাঙার গান"। কখনও একক, কখনও সম্মেলক কণ্ঠে গীত গানগুলি খুবই উপভোগ্য হয়েছে। নৃত্যের অংশ সুপরিকল্পিত—রূপায়ণে ছিল প্রাণের যোগ।

লোকসংগীতশিল্পী শ্রীমতী বসু রায়। সম্প্রতি দিল্লিতে গিয়ে টেলিভিশনে এবং বেঙ্গলি ক্লাব ও কালীবাড়িতে বাংলা ও অসমীয়া লোকগীতি গেয়ে প্রশংসা অর্জন করেছেন। শ্রীমতী বসু রায় রবীন্দ্রভারতী থেকে গানে এম এ পাস করার পর লোক-সংগীতে জাতীয় বৃত্তি পেয়েছেন

পূজায় ইপী'র নতুন গান

পারুল সেন — নজরুলগীতি	শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায় — আধুনিক
মঞ্জরী বন্দ্যোপাধ্যায় — ঐ	দীপ্তিপ্রকাশ মজুমদার — ঐ
চন্দনা চট্টোপাধ্যায় — অতুলপ্রসাদী	ধূর্জটী মুখোপাধ্যায় — ঐ
হরেকৃষ্ণ দাস বাউল — বাউল	কমলেশ ঘোষ — ঐ
দীপক নাগ — শ্যামাসঙ্গীত	নিরঞ্জন ভট্টাচার্য — ঐ
গোবিন্দ ভড় — ভক্তিমূলক	দেবযানী ভঞ্জ — ঐ
সুরঝঙ্কার বিদ্যাবীথি—গীতিআলেখ্য	গণেশ মুখোপাধ্যায় — ঐ
নির্মল পাল — আবৃত্তি	দেবব্রত সোম — ঐ
শৈলেন দাস — ছড়াগান	গৌরী সাহা — ঐ
সনকা ওঝা — ঐ	সজনী রায় — ঐ
জগন্নাথ ধর — গীটার (ফিল্ম)	গৌরী ভট্টাচার্য — ঐ
সন্তোষকুমার — কৌতুক নক্সা	বাণী রায় — ঐ
মণ্টু ভট্টাচার্য (হরবোলা — নীলবর্ণ শৃগাল)	রমেন ঘোষ — ঐ
	শিশুলাল সরকার — ঐ

ইপী গ্রামো প্রাইভেট লিঃ

১৫ কালিদাস লেন, কলি: ১২

(সি ১৭১৬)

রূপসী কাশ্মীর

রূপসী সে সব ঋতুতেই। তার চিনার গাছের পাতায় পাতায় রূপের আগুন। রকমারি রঙীন ফলভরা রসমধুর তার হেমন্তের দিনগুলি। বেড়াতে এসে আপনার খরচ এমন কিছু বেশী হবেনা অথচ আপনার মনটা ভরে যাবে খুশিতে।

চলে আসুন কাশ্মীরে। হোটেলে থাকুন। আরো মজা চান তো হাউসবোটে থাকুন। শিকারায় করে চলে যান নিশাতবাগ, শালিমারবাগ আর চশমাশাহীতে। নিসর্গের রূপে মুগ্ধ না হয়ে পারবেন না।

আসুন গুলমার্গে। এত উঁচুতে গলফ খেলার মাঠ পৃথিবীর কোথাও নেই। বরফ পড়া দেখেছেন কি কোথাও? এখানে এসে দেখুন।

চলে যান খিলানমার্গ, সোনামার্গ আর যনমার্গে। একেবারে পৃথিবীর চূড়ায়, শীর্ষে। দেখুন চারদিকে রঙীন ফুলের মেলা। আসুন পাহেলগাঁও-এ? আরাম করুন শান্ত সৌন্দর্যের মাঝে বাস।

কেনাকাটা কিছুতো করবেনই। কাশ্মীরের অতুলনীয় কারুশিল্পের কিছু নিদর্শন সংগ্রহ করুন, অবিশ্বাস্য স্বল্পমূল্যে।

দেরী করে লাভ নেই। ছুটিতে বেড়াতে যাবেন যখন। চলে আসুন আমাদের কাছে। সমস্ত খুঁটিনাটি খবর পেয়ে যাবেন।

ডিরেক্টর অব ট্যুরিজম্ জম্মু ও কাশ্মীর সরকার • শ্রীনগর

কাশ্মীর সরকারের ট্যুরিষ্ট দপ্তরের নিম্নলিখিত ঠিকানায় খোঁজ করুন:

৪ পৃথ্বিরাজ রোড, নয়াদিল্লী; মানেকজী ওয়াদিয়া বিল্ডিংস, ১২৯ মহাত্মাগান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই; পাঠানকোট-রেলষ্টেশনের পাশে; ১২ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা; সচিবালয়, আমেদাবাদ; কাশ্মীর গভর্ণমেন্ট ট্রেড এজেন্ট, অমৃতসর; কাশ্মীর আর্ট এম্পোরিয়াম: লক্ষ্ণৌ, বাঙ্গালোর, মাদ্রাজ ও চণ্ডীগড়।

Photo: Mehta · adarts/JKT/711

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার